করায় অনলস থাকিবে। তুমি যখন এলমের খেদমতে লিপ্ত থাকিবে, তখন তোমাকে কলবের কাজ এবং বাতেনী নূর দান করা হইবে।

হে ভাই! তোমার যাবতীয় কাজ আল্লাহকে সোপর্দ কর। তিনি তোমার প্রয়োজন সম্বন্ধে তোমা হইতে বেশী অবগত। তাহার সু-নযরের প্রতীক্ষমান থাক। এক মুহূর্তের মধ্যেই যে তিনি তোমার প্রয়োজন সমাধা করিয়া দিবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। আল্লাহর খাদেম হও, তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত কর এবং মানুষের দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও নিকট কিছু কামনা করিও না। ফলে, তিনি তোমাকে তোমার কল্পনাতীত বস্তু দান করিবেন। তোমার জন্য পরিতাপ। আল্লাহ যদি মানুষের মাধ্যমে তোমার উপকার বা অপকার করার ইচ্ছা করেন, তবে অবশ্য উহা কার্যকরী হইবে। কারণ, তিনিই তাহাদের অন্তরের পরিচালক এবং তাহাদের অন্তর কঠোর ও কোমলকারী। তিনি জীবিতকারী, মৃত্যুদানকারী, দাতা, বঞ্চিতকারী, মান-অপমান দাতা। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি যাহের এবং তিনিই বাতেন। তিনিই সব কিছু অন্য কেহ নয়।

অন্তরের সাথে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ এবং প্রকাশ্যে সকলের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কারণ পরহেযগার ও নেককারদের কাজই হইল সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা এবং সকলের সাথে হাসিমুখে সুসম্পর্ক রাখা। সৎ স্বভাবের সাথে, কুরআন ও হাদীসের চরিত্রানুযায়ী তাহাদের সাথে সে এমন আলাপ আলোচনা করে, যাহা সে নিজেও ভালভাবে বুঝে এবং তাহাদিগকে কুরআন ও হাদীস মোতাবেক আমল করার নির্দেশ দান করে। যদি তাহারা মানিয়া লয়, তবে তাহারা তাহাদিগকে সম্মান করে। আর যদি না মানে, তবে তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার সম্পর্ক বজায় থাকে না। তাহারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে সৃষ্টির সাথে সম্পর্কহীন হইয়া যায়।

তোমার কলবকে মসজিদে পরিণত কর এবং আল্লাহর সাথে আর কাহাকেও স্মরণ করিও না। আল্লাহতাআলা এরশাদ করিয়াছেন—"অবশ্য মসজিদসমূহ আল্লাহরই।" তাই মসজিদে প্রবেশ করিয়া আল্লাহর সাথে অংশীদার করিয়া কাহাকেও স্মরণ করিও না। তাই, যখন ঐ বান্দার মর্যাদা ইসলাম হইতে উন্নতি করিয়া ঈমান, ঈমান হইতে ইয়াকীন, ইয়াকীন হইতে মারেফাত, মারেফাত হইতে এলম পর্যন্ত এবং মহব্বত হইতে মাহবুবিয়াত এবং তলব হইতে মাতলুবিয়াত পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তাহার এমন অবস্থা হয় যে, সে যদি অলসতা করে, তবে তাহাকে সেই অলসতায় রাখা হয় না, ভুল করিলে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, নিদ্রিত হইয়া পড়িলে জাগ্রত করিয়া দেওয়া হয়, চুপ করিয়া থাকিলে তাহার দ্বারা কথা বলানো হয়। সে সর্বক্ষণ সতর্ক ও পবিত্র থাকে।

কেননা, তাহার কলবের আয়না এমন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে যে, বাহির হইতেই তাহার ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়। সে তাহার এই জাগ্রত অবস্থা তাহার নবী রাসূল (সাঃ) হইতে মীরাসস্বরূপ পাইয়াছে যে, রাসূল (সাঃ)-এর নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার চোখ মুদিত থাকিলেও অন্তর জাগ্রত থাকিত। তিনি যেমন সম্মুখে দেখিতেন, তেমনি পিছনের দিকেও দেখিতেন।

কিন্তু প্রত্যেকের জাগ্রত অবস্থা তাহার হাল অনুযায়ী হইয়া থাকে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জাগ্রত অবস্থার ন্যায় কাহারও জাগ্রত অবস্থা হইতে পারে না এবং তাহার বৈশিষ্টের ন্যায় কেহ কখনও বৈশিষ্ট্যময় হইতে পারে না। তবে এতটা সত্য যে, তাহার উম্মতের আবদাল, আউলিয়াগণ তাহারই দস্তরখানের ছিটা ফোঁটা পাইয়া থাকেন এবং তাঁহারই মর্যাদার সমুদ্রের এক ফোঁটা এবং কারামতের পাহাড়ের সামান্য ধূলিকণা, তাহাদিগকে দান করা হয়। কেননা, তাহারা তাঁহার ওয়ারিস, তাহার তরীকাকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী, তাহার সাহায্যকারী, তাঁহার সান্নিধ্য লাভের পন্থা নির্দেশকারী এবং তাঁহার দ্বীন শরীয়ত প্রচারকারী। তাঁহার এবং তাহার ওয়ারিসদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি কেয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হউক।

ফলে তিনি তোমাকে সচ্চরিত্র করিয়া আল্লাহর দরবারে পেশ করিতে পারেন। রাসূল (সাঃ)-ই রূহের সেনাবাহিনীর বিচারক, সন্ধানীদের মুরুব্বী, নেককারদের নেতা এবং তাহাদের মধ্যে হাল ও মাকামের বন্টনকারী। কেননা, আল্লাহতাআলাই তাঁহাকে এই সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করিয়াছেন।

বাদশাহ যখন সেনাবাহিনীকে উপহার দিতে মনস্থ করেন, তখন উহা সেনাপতির হাত দিয়াই দান করেন। তওহীদ ইবাদত। সৃষ্টিকে শরীক মনে করা নফসের স্বভাব। অতএব ইবাদতকে ধারণ কর এবং স্বভাবকে পরিত্যাগ কর। তুমি স্বভাব বিরোধী কাজ করিলে আল্লাহর নিকট হইতে জীবিকা ও কারামত প্রাপ্ত হইবে। তুমি তোমার স্বভাবের পরিবর্তন কর, আল্লাহ তোমার জন্য তাঁহার প্রচলিত স্বভাবেরও পরিবর্তন করিবেন। আল্লাহতাআলা বলেন—"কোন জাতি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাহাদের অবস্থার রদবদল করেন না।" স্বীয় নফস এবং সৃষ্টিকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া দাও এবং উহাদের স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। তাহা হইলেই তোমাকে সৃষ্টির উপর নেতা করিয়া দিবেন। এই বস্তু দিনের রোযা এবং রাতের ইবাদত দ্বারা অর্জিত হয় না বরং অন্তরের পবিত্রতা এবং বাতেনের পরিচ্ছন্নতা দ্বারা আয়ত্তে আসে।

একজন বুযর্গ বলেন—"রোযা এবং রাতের ইবাদত দস্তরখানের ফল ও চাটনীর ন্যায়—মূল আহার্য তো অন্য কিছু।" ইহাই সত্য কথা। মূল আহার্যের পূর্বে এই দুই বস্তু আসে। ইহার পর একের পর এক নানা জাতীয় খাদ্য আসে। উহার পর খাওয়া আরম্ভ হয়। তারপর হাত ধৌত করা। সর্বশেষে মহান আল্লাহর সাথে মোলাকাত। অতঃপর খেলাত, জায়গীর, সেনাপতিত্ব, দেশ ও দূর্গ দান করা হয়। বান্দার কলব যখন আল্লাহর গ্রহণ উপযোগী হয় এবং তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করে, তখন তাহাকে পৃথিবীতে বাদশাহী দান করা হয়। এবং সৃষ্টির দেওয়া কষ্টে ধৈর্যশীল হইয়া সৃষ্টিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং তাহাকে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়। বাতেলকে পরিবর্তন করা এবং সত্যকে প্রকাশ করা তাহার আয়ত্তে দেওয়া হয়। আল্লাহই তাহাকে দান করেন এবং সকলের অমুখাপেক্ষী রাখেন।

কেননা, যখন তিনি দান করেন, তখন পূর্ণরূপেই এমনভাবে সম্পদশালী করেন যে, হেকমত দ্বারা তাহার পেট পরিপূর্ণ করিয়া দেন। আল্লাহ তাহার নেককার এবং মারেফাতে জ্ঞানী বান্দাদের কলবের যমীনে এমন স্রোতধারা প্রবাহমান রাখিয়াছেন, যাহা তাহার লাওহে ও আরশের নিকটবর্তী, তাহার জ্ঞানের উপত্যকা হইতে নির্গত এবং কলবে প্রবাহিত ঐ জমিতে পৌঁছে যাহা মৃতবৎ, আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং তাহার নাফরমান।

প্রিয় সাহেবজাদা! হারাম খাদ্য কলবকে মৃত করিয়া দেয় এবং হালাল খাদ্য উহাকে জীবিত রাখে। এক গ্রাস তোমার কলবকে নূরানী করিয়া দেয়। আবার এক গ্রাস উভয় হইতেই অনাসক্ত এবং এক গ্রাস স্রষ্টাকে পাওয়ার আশা বলবত করিয়া দেয়। হারাম খাদ্য তোমাকে দুনিয়ায় লিপ্ত করিয়া পাপের প্রতি আসক্ত করিয়া দিবে। নির্দোষ খাদ্য তোমাকে পরকালের প্রতি লিপ্ত করিয়া আনুগত্যের প্রেমসুধা পান করাইবে। হালাল খাদ্য তোমার কলবকে মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইবে। আল্লাহর মারেফাত লাভ না করা পর্যন্ত এই সমস্ত খাদ্যের পরিচয় জ্ঞান অর্জন হয় না। আল্লাহর মারেফাত অন্তরে হয় কিতাবে নয়। তাহার পক্ষ হইতেই হয়, সৃষ্টির পক্ষ হইতে নয়। আল্লাহ নিদর্শন পালন করার পরই মারেফাত অর্জিত হয়।

সত্য বুঝা এবং সত্যবাদী হওয়ার পর, আল্লাহকে একক জানা এবং তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার পর এবং সমস্ত সৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরই আল্লাহর মারেফাত হাসিল হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ মজলিস নম্বর-ছেচল্লিশ ॥

[৫৪৫ হিজরী ঃ ১৮ই রজব, শনিবার সকাল বেলা]

প্রসঙ্গ ঃ রাসূলের ইত্তেবা করা

এই দুনিয়া একটি বাজার। যাহা অতি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার দ্বার বন্ধ করিয়া, স্রষ্টার প্রতি দৃষ্টিপাত করার দ্বার উন্মুক্ত কর। কলবের পবিত্রতা এবং বাতেনের নৈকট্য লাভ করার সময় জীবিকা অর্জন এবং উপকরণের দ্বার যাহা তোমার সাথে বৈশিষ্ট্যময়, উহা বন্ধ কর। কিন্তু তোমা ব্যতীত স্ত্রী-পুত্র এবং তোমার পোষ্যদের জন্য রোযগার করিতে হইবে। তোমার জন্য আল্লাহর মেহেরবানীর খাঞ্চা হইতে চাও, তোমার নফসকে তুমি দুনিয়ার পাশে বসাইয়া দাও, যেন তোমার মানব সুলভ প্রয়োজন সমাধা হয়। অতঃপর অন্তর পরকালের কাজে নিয়োগ কর। নিজের রহস্য এবং বাতেন আল্লাহর নিকট বল যে, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন আমার প্রার্থিত বিষয়বস্তু কি?

আল্লাহওয়ালাগণ নবীদের স্থলাভিষিক্ত। তাহারা তোমাদিগকে যে নির্দেশই দেন, তোমরা উহা মানিয়া লও। কেননা, তাহারা তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেকই নির্দেশ দেন। যাহা তাহাদিগকে বলতে বাধ্য করেন, তাই তাহারা বলেন। স্বভাবসিদ্ধভাবে বা নফসের তাড়নায় কোন কিছু করেন না। এমনকি তাহাদের নফসের কামনাকেও খোদার ধর্মে খোদার শরীক করেন না। তাহারা রাসূল (সাঃ)-এর যাবতীয় কাজ ও কথার পূর্ণ অনুসারী। তাহারা আল্লাহর এই বাণী সম্বন্ধে অবগত আছেন যে, "রাসূল তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করেন, উহা গ্রহণ কর এবং যাহা কিছু হইতে বিরত রাখেন, উহা হইতে বিরত থাক।"

তাহারা রাসূলের অনুসরণ করিয়াছেন। তাই রাসূল তাহাদিগকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন। রাসূলের নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। রাসূল তাহাদিগকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী করিয়া দিয়াছেন। ফলে, আল্লাহ তাহাদিগকে উপাধি, খেলাত এবং পৃথিবীর বুকে হুকুমত করার সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন।

ওহে মুনাফিকগণ! তোমাদের ধারণা ইহা এক প্রকার কেচ্ছা-কাহিনী এবং পরকালের কাজ মূল্যহীন বিষয়বস্তু। অর্থাৎ পরকালে পুরস্কার বা তিরস্কার কিছুই হইবে না। না তোমরা সম্মানিত হইবে, আর না তোমাদের ভ্রষ্টকারী শয়তান তোমাদের প্রতিবেশী হইবে। হে আল্লাহ! আমার প্রতি মেহেরবান হও, তাহাদের প্রতি করুণা কর এবং তাহাদিগকে কপটতা ও শিরকের বন্ধন হইতে মুক্তি দান কর। আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাহার ইবাদত করার জন্য হালালভাবে অর্জিত জীবিকা গ্রহণ কর। যে মোমেন এবং অনুগত জন হালাল জীবিকা গ্রহণ করেন আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন। তাই, আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন যে, সে খায় এবং কাজ করে। আর যে খায় অথচ কোন কাজ করে না, তাহাকে অপছন্দ করেন।

যে নিজের রোযগার দ্বারা কালাতিপাত করে, আল্লাহ তাহাকে পছন্দ করেন। আর যে কপটতা করে অর্থাৎ দরবেশ সাজিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, আল্লাহ তাহাকে ঘৃণা করেন। আল্লাহ তাওহীদবাদীকে ভালবাসেন এবং অংশীবাদীকে ঘৃণা করেন। যে ব্যক্তি তাহার সম্মুখে বিনয়ে মাথানত করে ও তাহার কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন এবং বাগাড়ম্বরকারী ও আত্মগর্বিতজনকে ঘৃণা করেন। আনুকূল্য প্রদর্শন করা ভালবাসার শর্ত এবং

বিরোধিতা করা শত্রুতার নিদর্শন। স্বীয় প্রভুর সম্মুখে আত্মসমর্পিত থাক এবং ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে তাহার ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট থাক।

একবার আমি কিছুদিন বিপদাপন্ন ছিলাম। বিপদ দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট দোআ করিলাম। হায় অদৃষ্ট! আমার উপর অন্য আর এক বিপদ আসিয়া চাপিল। আমি চিন্তিত হইলাম যে, আমার দোআর ফল উল্টা ফলিল। হঠাৎ আমি অদৃশ্য জনের আওয়ায শুনিতে পাইলাম—"ও হে" তুমি না প্রথমে আমাকে বলিয়াছিলে তোমার যে কোন কাজেই আমি সন্তুষ্ট।" আমার হুঁশ হইল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।"

হায় পরিতাপ! তুমি তো আল্লাহ প্রেমের দাবীদার। অথচ ভালবাস অন্যকে। তিনিই পবিত্র, অন্যান্য সব অপবিত্র। যখন তুমি অন্যকে প্রিয় করিয়া পবিত্রতাকে অপবিত্র করিবে, তখন তোমার উপর অপবিত্রতা ঢালিয়া দেওয়া হইবে। তোমার সাথে এমন ব্যবহার করা হইবে, যেমন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ এবং ইয়াকুব নবীউল্লাহর সাথে করা হইয়াছিল। যখন তাহারা তাহাদের পুত্র ইসমাঈল ও ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আসক্তি অনুভব করিলেন, তখন তাহাদিগকে তাহাদের পুত্র দ্বারাই দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাহার শিশু পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে নির্জন বনে রাখিয়া আসেন এবং যৌবনে কুরবানী দিতে বাধ্য হন। আবার হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাহার প্রাণাধিক পুত্র ইউসুফ (আঃ)-কে হারাইয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্রন্দন করেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন।

আমাদের মহান নবী তাহার নাতীদ্বয় হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)কে খুবই স্নেহ করিতেন। একদিন হযরত জিবরাঈল, (আঃ) আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আপনার নাতীদ্বয়কে খুবই ভালবাসেন? এরশাদ করিলেন—হাঁ! হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন—'ভাল কথা। তবে শুনুন, হাসান বিষপানে এবং হুসাইন শত্রু-হাতে নিহত হইবেন।' এই কথা শুনিয়া নবীবর নাতীদ্বয়ের প্রতি ভালবাসা কমাইয়া দিয়া আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ইহার পর নাতীদ্বয়কে দেখিলে আনন্দের পরিবর্তে বিষন্ন হইয়া উঠিতেন।

মহান আল্লাহ নবী, রাসূল, অলী ও নেক লোকদের অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হউক, পছন্দ করেন না।

হে কপট! হে দুনিয়া লোভী! মুঠিতে পানি বন্ধ করিয়া পরে খুলিয়া দেখ উহাতে এক বিন্দু পানিও নাই। তোমার জন্য আফসোস! তুমি শ্রম কাতর। দরবেশ সাজিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইতেছ। শ্রম নবীদের জীবিকা অর্জনের পথ ছিল। তাহাদেব মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না, যাহার কোন পেশা না ছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হইতেন এবং লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। হে দুনিয়া ও দুনিয়ার লোভে নিমজ্জিত! অতি সত্বরই কবরে গিয়া তোমার হুঁশ হইবে।

প্রিয় বৎস! তুমি যখন লোক সমাজ ও স্বীয় অস্তিত্ব হইতে মৃত্যু বরণ করিবে, তখন কোন সময় শক্তিলাভের পর তুমি এমন কাজে ব্রতী হইবে যাহা সত্য। কারণ, মৃত ব্যক্তি কোন কিছু চাহিয়া গাউসুল আযমের নিকট পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে বলিলেন—এই জাতীয় আসাউফ মিথ্যা। কারণ, সুফী মাখলুক হইতে পবিত্র উহার প্রতি তাহার দৃষ্টিই যায়না। সুফীর নিকটতো মানুষ চাওয়ার আশা করে। অথচ সে কাহারও নিকট হাত প্রসারিত করেনা। অন্য আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, গুদরী (দরবেশী পোশাক) যখন তালি লাগানোর অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন কি করা দরকার! তিনি উত্তর করিলেন, চুপ করিয়া থাকিয়া আল্লাহর বিধানের আনুকুল্য প্রদর্শন করিবে. যাহার ফলে তকদীর উক্ত ছেঁড়া পরিমাণ সেলাই তাহার হাতে রাখে। অথবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি উহা সেলাই করিয়া দেয়। চাবি যখন তাহার হাত ছাড়

অন্যকে নসীহত করার জন্য শর্ত এই যে, নিজে মোমেন হও। নিজে খোদা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যকে আল্লাহর পথে আহবান করা ঠিক নহে। যে ব্যক্তি নিজের নফসের, নিজের প্রভুর, নিজের নবীর খেয়ানত করে, তাহার জন্য পরিতাপ। এমন ব্যক্তি অন্যকে যে কাজ করিতে বলে—নিজে উহা করে না। অন্যকে নিষেধ করে অথচ নিজে বিরত থাকে না। মুখে যাহা বলে কাজে উহা পরিণত করে না। মাথা মুণ্ডানো, মোচ ছোট করা এবং মুখ মণ্ডল বিবর্ণ করিয়া রাখার কোন মূল্যই নাই। ঈমানের স্থান কলবে, দেহে অথবা মুখ মণ্ডলে নয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"আমি মেরাজের রাতে দেখিলাম, কয়েকটি সম্প্রদায়ের লোকের ঠোঁট কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দেওয়া হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা কাহারা?

ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর করিলেন—আপনার উম্মতের আলেম সম্প্রদায়। ইহারা লোকদিগকে সৎকাজে নির্দেশ দিত এবং নিজেরা উহা করিত না।"

হে প্রভু! সকলকে সংশোধন কর। হে আল্লাহ! আমাদিগকে সৎকর্মশীল কর। আমাদের দ্বারা অন্যকে সৎকাজে সাহায্য দান কর। তোমার প্রতি আমাদিগকে মনোযোগী কর।

প্রাসাদের তত্ত্বধায়কের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন—"দণ্ডায়মান হও এবং বায়আত করার জন্য আমার হাতের উপর তোমার হাত রাখ, যেন এই উজাড় ঘর, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ হইতে পলায়ন করিয়া আল্লাহর দিকে ধাবমান হইতে পার। আল্লাহ এবং আমলের দিকে অগ্রসর হও। অতি সত্বরই তোমাকে আল্লাহর সমীপে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। তখন তোমাকে তোমার কৃতকাজের হিসাব নিকাশ জিজ্ঞাসা করিবেন।"

তিনি তোমাকে তাহার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। দুনিয়া বা পরকালের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। দুনিয়া তোমাকে কোন মতেই পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না। দুনিয়াতো ধোকাবাজ, চক্রান্তকারী। তুমি সব কিছু করার শক্তি রাখ এবং তোমার নফস তোমাকে সাহায্য করিবে এই ধারণা করা খুবই বিপজ্জনক। তুমি তোমার নফসকে দমন করিতে পারিলেই কলব তোমার ডাকে সাড়া দিবে। ইহার পর বাতেন তোমাদের উভয়ের সাথে মেলামেশা করিবে। তারপর আল্লাহ তোমার সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিয়া দিবেন। তারপরই তুমি দুনিয়াবাসীর সাহায্যকারী রূপে পরিগণিত হইবে।

নফসকে পদচ্যুত কর। কিন্তু কিভাবে? যখন তুমি কোন বয়োবৃদ্ধ লোককে দেখিবে, তখন মনে করিবে যে, এই ব্যক্তি আমার চেয়ে বয়সে বড়। সুতরাং আমার চেয়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী বেশী করিয়াছে। বয়সে ছোট ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা করিবে, সে আমার চেয়ে পাপ কম করিয়াছে। এই ধারণা করিতে করিতেই নফস উহার স্বীয় স্থান হইতে পদচ্যুত হইয়া পড়িবে। দুনিয়া তোমার নিকট হেয় প্রতিপন্ন হইবে, কলবের দৃষ্টি পরকালের প্রতি নিবদ্ধ হইবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথের প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়া যাইবে। তোমার কলবের চোখে পরকাল হেয় প্রতিপন্ন হইবে, আল্লাহর জন্য তুমি উন্মাদ হইয়া পড়িবে এবং তাহার দীদারকেই প্রিয় মনে করিবে।

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিলে ঐ সমস্ত কিছু তোমার চোখে অতি হেয় হইয়া দেখা দিবে। সুতরাং উহা তোমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। তালাক দেওয়া স্ত্রীর মত ঘৃণা মনে হইবে।

প্রিয় ভাইসব! আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহতাআলা তাহার এক নবীকে এরশাদ করিয়াছিলেন—"আমাকে ভয় কর, যেন তোমাকে পাকড়াও করা না হয়।" হযরত ইয়াকুব (আঃ) প্রথম দিকে তাহার হারানো মাণিক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জন্য ক্রন্দন করিতেন। অতঃপর তিনি তাহার নফসের জন্য ক্রন্দন করিতেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন, এই ক্রন্দন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দান খয়রাতের বস্তু গ্রহণ করিয়া গরীব মিসকিন এবং মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। অতঃপর উম্মুল মোমেনীদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—মালে গণীমতের কিছু আসিয়াছে কি। না আসার সংবাদ পাইলে বলিতেন—তাহা হইলে আজ আমি রোযা রাখিলাম।' কিছু না আসার উদ্দেশ্য তিনি ইহাই বুঝিতেন যে আল্লাহতাআলা আজ আমার দ্বারা রোযা রাখাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

ঠিক এই একই অবস্থা আল্লাহর অলীদের। দারুণ গরম সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা ছাদের উপর গিয়া শয়ন করিতে ইচ্ছা করেন। সিঁড়িতে উঠিয়া ছাদের দরজা বন্ধ দেখিয়া মনে করেন আল্লাহর ইচ্ছা নয় যে, আমি ছাদে শয়ন করি। আবার কখনও ঘরের দরজা উন্মুক্ত দেখিয়া মনে করেন আল্লাহর ইচ্ছা আমি বনে জঙ্গলে চলিয়া যাই। সুতরাং বাড়ী ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে গিয়া আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হন।

নবুয়তের প্রতিক্রিয়া এখনও দুনিয়ায় অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। নবুয়তের উপকারিতা এবং উদ্দেশ্য অলীদের অন্তরে বাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। নবুয়ত এক পরিপূর্ণ পানাহার ছিল। আল্লাহওয়ালাদের ভুক্তাবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

ওহে হারাম খোর! ওহে সুদ খোর! আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। আমি বিচারক নই যে, তোমার উপর শরীয়তের হদ প্রতিষ্ঠা করিব? আমি তাওহীদবাদী। তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা আমি কি করিব? নামকা ওয়াস্তে উপকারের কোন কিছুই তোমাদের মধ্যে নাই। তোমাদের ভাল মন্দ আমল তোমাদের মুখের উপর আসিয়া ডাকিতেছে। তোমাদের বাতেনী অবস্থা সম্পর্কে অবগত করাইতেছে। তাই চুপ করিয়া থাকাই ভাল। অপেক্ষমান থাক। হয়ত তোমার এই ভুল চলিয়া যাইবে এবং অবস্থার পরিবর্তন হইয়া নির্জনতা লাভ করার সৌভাগ্য হইবে এবং মুখমণ্ডলের কালিমা দূর হইয়া যাইবে।

শহরবাসীদের একজন হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার নিকট আগমন করিল। আমি বলিলাম—তোমার হজ্জ করার সংবাদ আমি রাখি। কিন্তু উহার পর যে ব্যাভিচারি এবং অন্যায় অত্যাচার করিয়াছ, উহার জন্য তওবাহ করা কর্তব্য। কিন্তু সে তওবাহ করিল না।

তাহার ইনতিকালের পর যখন আমি তাহার জানাযা পড়িতে গেলাম তখন দেখিলাম, সে যেন তাবুত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভীত সন্তস্ত্র অবস্থায় আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি তাহাকে বলিলাম—এই দিন সম্বন্ধেই তোমাকে আমি ভয় দেখাইয়াছিলাম। তুমি যে বিষয় সম্বন্ধে দাবী করিতে, উহা কত মিথ্যা ছিল।

শৈশব হইতেই আমি তওহীদের প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। আজ কি আমি উহা নষ্ট করিয়া দিব? আমি কি আমার সম্মুখস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিব? আমি তোমাদের সকলকে ভুলিয়া গিয়াছি। তোমাদের প্রতি আমার কোন স্নেহমমতা নাই বরং ইহাতে কোন প্রকার মঙ্গল দেখিতেছি না। মজলিসস্থ এক ব্যক্তি চিৎকার করিয়া আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করায় হযরত গাওসুল আযম (রঃ) বলিলেন—অতি সত্বরই তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে যে, কোন নিয়তে তুমি চিৎকার করিয়া আল্লাহ শব্দ করিলে। অর্থাৎ মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্য, না কপটতার জন্য, না শিরক করার উদ্দেশ্য, না উহাতে সরলতা ছিল।

আজ গ্রহণ লাগার দিন। হাতুড়ির উপর হাতুড়ি পড়িবে। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে চলিয়া যাও আর যাহার ইচ্ছা সে বসিয়া থাক। ইহার পর তিনি খুব জোরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সাথে সাথে বহু লোক চিৎকার করিয়া তওবাহ করিতে করিতে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গেল।

হঠাৎ একটি পাখি উড়িয়া আসিয়া তাহার মাথার উপর বসিল। তিনি মাথা ঝুঁকাইয়া দিলেন। তিনি এই ভাবেই মাথা ঝুঁকাইয়া রাখিলেন এবং পাখিটিও বসিয়া রহিল। লোক চিৎকার করিতে

করিতে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং তিনি একই অবস্থায় ছিলেন। কোন কোন লোক পাখিটির দিকে হাত বাড়াতেই উহা উড়িয়া গেল। ইহার পর তিনি দোআ করিতে থাকেন। লোকেও সাথে সাথে চিৎকার করিয়া দোআ ও তওবাহ করিতে থাকে।

অতঃপর তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া রেসাকার জামে মসজিদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। লোকও তাহার সাথে সাথে চিৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। তারপর বলিলেন—'ইহা আখেরী যামানা। হে আল্লাহ! উহার অনিষ্টকারীতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। একটি বস্তু প্রকাশ্য যাহা হইতে আমরা দূরে থাকিতে চাই। কিন্তু উহা আল্লাহর ইচ্ছা এবং ভাগ্যলিপি অনুযায়ী হইয়া থাকে।'

দুনিয়া যেন তোমাকে ধ্বংস করিয়া না দেয়। নিজের লজ্জা-শরম রক্ষা কর এবং চিন্তা সমাবেশ করার জন্য চেষ্টা কর। এই চেষ্টা ও শ্রম আল্লাহ হইতে গ্রহণ করার পথ। শ্রমের দরুন মানুষ হইতে অমুখাপেক্ষী হইয়া যাও। কারণ, উপকরণ এবং যাহের বাতেনকে এই ভাবে উদ্দেশিত করে যে—চেষ্টা করা হইতে অবসর গ্রহণ হইয়াছে যে, ভাগ্যের বস্তু অবশ্য পাওয়া যাইবে। কোন নতুন বস্তুর জন্য চেষ্টা করা হয় যে—চেষ্টা করিলে উহা পাইব, অন্যথায় পাইব না।

তাহাকে বলা হয় যে—আমার সাথে উপকরণের স্রষ্টার নিকট চল। আসল ঝর্ণা এবং মূলের নিকট চল। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ভাগ্য লিপির দ্বারে আঘাত হানি! এলমের দ্বার এবং মেহেরবানীর উপত্যকার নিকট পৌছি। ভরা নদীর নিকট উপস্থিত হই। এমন কি নদীর উৎস স্থলে গিয়া পৌছি। উভয় নদীর মূলের নিকট আসিয়া দেখিল যে, পানি মেহেরবানীর পাহাড়ের মূল হইতে প্রবাহিত। উক্ত পানি পাওয়ার জন্য কোন প্রকার কষ্ট বা শ্রম করিতে হয় না। তাই তাঁবু স্থাপন করিয়া সেখানেই বসিয়া পড়ে। তখন আল্লাহর দান, হেদায়াত, মারেফাত এবং নানা প্রকার জ্ঞান আগমন করিতে থাকে। তখন তাহারা এই সমস্ত দান-দক্ষিণা দ্বারা ভাগ্যবানে পরিণত হয়।

আমাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রবেশ দ্বার রহিয়াছে। সেই পথে আমরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিতে পারি। তোমার কর্তব্য আদবের সাথে থাকা। হযরত ইবররাহীম খাওয়াছ (রঃ) বলিতেন—'আমি এমন একটি জঙ্গলে ছিলাম, যেখানে বহুদিন পর্যন্ত কোন লোকের সাক্ষাত পাই নাই। তারপর আমি এমন এক ভয়ঙ্কর স্থানে পৌছিলাম যে, আমার ভয় হইতে লাগিল। হঠাৎ সেখানে এক যুবককে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?

যুবক উত্তর করিলেন—তিনিই তিনি। আমি বলিলাম—তুমি যদি এই ফানার স্তরে পৌছিয়া থাক এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন কিছুই তোমার দৃষ্টি গোচর না হয়, তবে তাহার উদ্দেশ্যে তোমার জীবন উৎসর্গ করিয়া দাও।

এই কথা শুনিয়াই যুবক চিৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, তাহার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দাফন করার জন্য পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য কিছু দূরে সরিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি মৃত লাশ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ আমি গায়েবী আওয়ায শুনিতে পাইলাম—'ওহে ইবরাহীম! এই যুবক এমন এক ব্যক্তি ছিল মালাকুল মওত তাহাকে সন্ধান করিয়া পায় নাই। বেহেশ্‌ত সন্ধান করিয়াছে পায় নাই। দোযখে তাহাকে তালাশ করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে এখন সে কোথায় গেল? উত্তর পাইলাম, সত্যিকারের স্থানে। বাগান পরিবেষ্টিত ঝর্ণা ধারার নিকট সর্ব শক্তিমান বাদশাহর সান্নিধ্যে।

ওহে অপদার্থ। অলস হইও না! যে সমস্ত বুযর্গ আল্লাহর পথে বিলিন হইয়া গিয়াছে তাহাদের সহায়তায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের দরজার দিকে অগ্রসর হও। এই সমস্ত বুযর্গ শাহী দরবারের মেহমান; সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদের জন্য শাহী খানার ডালা আসে। আল্লাহতাআলা নানা প্রকার খেলাত দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। তাহার রাজ্যে তাহাদিগকে পরিভ্রমণ করান, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল ভ্রমণ করান, রহস্য ও মারেফাত সম্বন্ধে অবহিত করান। তুমি এমন প্রাচীরের পিছনে পড়িয়া রহিয়াছ, যাহার ঘনত্ব তিন মাইল, উহা ছিদ্র করার জন্য তোমার নিকট মাত্র একটি সুই আছে। সুই দ্বারা এমন মোটা প্রাচীর কিভাবে ছিদ্র করিবে? আল্লাহওয়ালাগণ যখন সেই প্রাচীরের নিকট পৌঁছেন, তখন আল্লাহর মেহেরবানীতে উক্ত প্রাচীর গাত্রে হাযার দ্বারের সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত দ্বারসমূহ ডাকিয়া বলে, আমার মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করতঃ নেয়ামত গ্রহণ কর; তারপর নেয়ামত দাতার প্রতি ধাবিত হও, যেন নেয়ামত তোমাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট না করে। যে নেয়ামত তোমাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে, উহা সর্বোতভাবে পরিহার করিয়া চল।

নেয়ামত সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ যে, উহা নেয়ামত না হেকারত না রহমত। উহার বাহ্যিক রূপ দেখিয়া ধোঁকায় পড়িও না, উহার পিছনে পড়িয়া নেয়ামত দাতাকে ভুলিয়া যাইও না। নেয়ামত দাতার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ডানে বামে দৃষ্টিপাত করিও না। দুনিয়ার হাতে খাইও না, উহাতে বিষ থাকিতে পারে। দুনিয়া যখন তোমার সম্মুখে আহার্য পেশ করে, তখন তোমার উভয় ওযীর অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

যখন নফসকে কৃচ্ছ্র সাধনায় নিয়োগ করিবে এবং উহার বিরোধিতা করিবে, তখন উহা কলবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া একন এমটি বস্তুতে পরিণত হইবে যে, উহাকে নফসে মোতমায়েন্না বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে এবং এই নামেই ডাকা হইবে। নফসকে কলবের সংবাদ দেওয়া হইবে। কলব বাতেনের এবং বাতেন আল্লাহর পক্ষ হইতে সতর্কতা অবলম্বন করার সংবাদ অবগত হইবে। সতর্কতার হক আদায় করার পর আহার্য গ্রহণ কর এবং কোন প্রকার পরওয়া করিও না। পরহেযগারীর হক আদায় কর। উহার পর আর কিছুর পরওয়া করিও না।

হযরত গাওসে পাক বলিলেন—হে আল্লাহ! আমরা তোমারই আকাঙ্খী। তুমিই আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা তোমারই সন্ধানী, তুমিই আমাদের সব কিছু। আমাদের সন্তান-সন্ততি, আমাদের পরিবার-পরিজন, আমাদের বাড়ী-ঘর সব কিছুই আমার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। তাহা হইলে আমাদের স্থান আর কোথাও হইবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও সাথে লিপ্ত হওয়া, খেলতামাশা করা, নফসের সাথে লিপ্ত হওয়া পাপ এবং সৃষ্টির সাথে লিপ্ত হওয়া সত্য ভ্রষ্ট হওয়া।

প্রিয় বৎস! ফেরেশতা কোন কোন অলীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করেন, পিছনে হাত বাঁধিয়া দণ্ডায়মান থাকেন। কোন কোন অলী ফেরেশতাদিগকে দেখিতে পান। এমনই একজন বুযর্গ সিরিয়ার কোন এক মসজিদে বসিয়া মনে করিলেন—হায়। আমার যদি এসমে আযম জানা থাকিত।

হঠাৎ তিনি দেখিলেন দুইজন লোক (ফেরেশতা) তাহার পাশে আসিয়া বসিল। একজন অপরজনকে বলিল—তুমি এসমে আযম শিখিতে চাও নাকি? দ্বিতীয় জন বলিল—হাঁ। প্রথম জন বলিল—"আল্লাহ" এসমে আযম। আমি মনে মনে বলিলাম—আমি তো তাহাই জানি। কিন্তু এসমে আযমের যে বৈশিষ্ট্য উহাতে প্রকাশ পাইতেছে না। সেই ব্যক্তি বলিল—যখন আল্লাহ শব্দ বলিবে তখন যদি তোমার অন্তরে অন্য কোন কিছু না থাকে, তবেই এসমে আযমের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইবে। ইহার পর ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখেই আকাশের দিকে উঠিয়া গেল।

নিজের বাহ্যিক দিক মাখলুক এবং কলবকে পরকালে পরিণত কর। বাতেনকে দুনিয়া ও আখেরাত হইতে বাহির করিয়া আল্লাহর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দাও। তোমার দ্বারা সম্ভব হইলে ইহাই কর। অন্যথায় নিরাপত্তার আশা পরিত্যাগ করিয়া বন জঙ্গলে চলিয়া যাও। নির্জনতা ও বন জঙ্গলে থাকিয়া ঈমানে পূর্ণতা লাভ কর। তারপর লোক সমাজে ফিরিয়া আস। লোক সমাজে আসার পথে পদক্ষেপ করার পূর্বে নির্জনতার সঙ্গী তালাশ কর। অর্থাৎ পীরের সঙ্গ লাভ ব্যতীত নির্জনতা অবলম্বন করা ক্ষতিকারক।

আল্লাহ অন্যের জন্য গ্রহণ করিয়া বন্টন করিয়া দেন। তোমা হইতে গ্রহণ করিয়া তোমাকেই দান করেন। মুরীদ কোন প্রকার মধ্যস্থতা ব্যতীতই আল্লাহর নিকট হইতে গ্রহণ করে। আরেফ মানুষের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। কারণ আরেফ মানুষের নিকট হইতেই আদায় করেন। কেননা, তিনি কাজ সম্পাদন করেন, তিনি পেশকার এবং শাহী নায়েব। তিনি অন্যের জন্য লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। তাহাদের কামনা-বাসনা তাহাদের পায়ের নীচে দলিত হয়।

হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি সব কিছু গিলিয়া ফেলার পরও উহার কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন হইত না। তুমি আমার নিকট বায়আত গ্রহণ করার পরও যদি মুক্তি না পাও, তবে আর কোথাও মুক্তি খুঁজিয়া পাইবে না। তোমার নিকট কিছু পাওয়ার আশায় আমি তোমাকে শিক্ষা দিব না বা তোমার শান শওকতকেও ভয় পাইব না। যে কোন কাজই তোমাকে আমা হইতে উদাসীন রাখে, উহা তোমার জন্য খুবই খারাপ। তোমার এই উদাসীনতা শুধু তোমাকেই ক্ষতি করিবে না বরং তোমার সন্তান-সন্ততিকেও ক্ষতি করিবে।

প্রিয় সাহেবজাদা! নেককার বান্দা তাহার ছেলে সন্তানকে আল্লাহর দায়িত্ব ছাড়িয়া যায়। মুনাফেক ও ফাসেক ব্যক্তি নিজের টাকা-পয়সা-বিষয়-সম্পত্তি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভরসায় রাখিয়া যায়, ফলে তাহারা অভাব অনটনে কষ্ট পায়। তুমি জাহেল অভিশপ্ত। আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত। দুনিয়ার মহব্বত তোমার অন্তরে বাসা বাঁধিয়াছে।

হে প্রভু! যে ব্যক্তি ধর্মীয় কাজে সাহায্য পাওয়ার আশায় দুনিয়া সন্ধান করে তাহাকে দান কর। যে তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় আখেরাত সন্ধান করে, তাহাকেও তুমি আখেরাত দান কর। লোকে দ্বীনদার বলিবে এই আশায় যে পরকাল কামনা করে, তাহাকে পরকাল হইতে বঞ্চিত কর। আনন্দ-আহলাদ করার জন্য যে দুনিয়া কামনা করে, তাহাকেও দান করিও না। কারণ, এই জাতীয় কামনা লোককে তোমা হইতে দূরে রাখে।

তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হইত, তবে আমি কেয়ামতের দিন তাহার হাত ধরিতাম। যখন কোন নেককার বান্দা আমার নিকট আসে তখন আমি তাহাকে বলি, কেয়ামতের দিন যদি কোন কিছু তোমার ভাগ্যে হয়, তবে আমাকে তোমার সাথী করিও এবং দোআ করার সময় আমাকে তোমার শরীক করিও। আমি যদি কিছু পাই, তবে আমি তোমাকে শরীক করিব।

আমার স্বার্থহীন বিশুদ্ধ বাণী শ্রবণ কর এবং সেমতে আমল কর—অবশ্য মুক্তি পাইবে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে তুমি আমি সকলেই কৃতকার্য হইব। উলটা হইলে তোমরা কৃতকার্য হইবে আর আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইব। সৃষ্টি তিন প্রকার! ফেরেশতা, শয়তান এবং মানব। ফেরেশতা আপাদস্তক পবিত্র মঙ্গলময়। শয়তান আপাদমস্তক অপবিত্র ও পাপী। মানব পাপ পুণ্যে মিলিত মিশ্রিত। মানুষ পুণ্যের আধিক্যের জন্য ফেরেশতাদের সাথে মিলিত হয়। পাপ ও অন্যায় বেশী হইলে শয়তানের সাথে গিয়া মিলিত হয়।

হে ভাইসব! ইসলাম কাঁদিতেছে। ফাসেক, বেদআতী, গোমরাহ, ধোকাবাজ এবং মিথ্যা দাবীদারগণ মাথায় হাত চাপিয়া ফরিয়াদ করিতেছে। তোমার পূর্ববর্তী এবং তোমার চোখের সম্মুখে যাহারা আছে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখ যে, তাহারা আদেশ নিষেধ পালন করিত,

প্রিয় সাহেবজাদা! মনোযোগী হও এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত গিয়া পৌঁছ। কারণ, তিনি সন্তুষ্ট হইলেই তোমাকে প্রেমাস্পদ করিয়া লইবেন। জীবিকার চিন্তা হইতে তোমার অন্তর মুক্ত রাখ। তিনি তোমার পরিশ্রম ব্যতীতই তোমাকে জীবিকা দান করিবেন। সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহর চিন্তায় লিপ্ত থাক। এই রূপ করিলেই তিনি তোমার যাবতীয় চিন্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। চিন্তা কাহাকে বলে? যাহা তোমাকে চঞ্চল করিয়া রাখে, উহাই চিন্তা। তোমার চিন্তা দুনিয়ার জন্য হইলে তুমি দুনিয়ার সাথী, পরকালের জন্য হইলে পরকালের সাথী, সৃষ্টির জন্য হইলে সৃষ্টির সাথী। আর যদি তোমার চিন্তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় তবে তুমি ইহকাল ও পরকালে উভয় জগতেই আল্লাহর সাথী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ মজলিস নম্বর-আটচল্লিশ ॥

[৫৪৫ হিজরী ঃ ৮ই শাবান, মঙ্গলবার, মাদ্রসা প্রাঙ্গণ]

প্রসঙ্গ ঃ নেক আমল

রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি লোকের পছন্দমত সাজসজ্জা করাকে পছন্দ করে (লোকের নিকট প্রিয় হওয়ার মানসে পীরের আকৃতি ধারণ করে) এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় অবস্থায় তাহার সম্মুখীন হয়, তবে সে আল্লাহর ক্রোধান্বিত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করিবে।"

শোন, নবীবরের বাণী! "ওহে মুসাফিরগণ! ওহে দুনিয়ার পরিবর্তে পরকাল বিক্রয়কারী! স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টিকে ক্রয়কারী! স্থায়ীকে অস্থায়ীর পরিবর্তে বিক্রয়কারী। তোমার ব্যবসা বাণিজ্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত যে, মূলধনই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তোমার জন্য পরিতাপ যে, তুমি আল্লাহর ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছ। তোমার যাহেরকে শরীয়ত এবং বাতেনকে আল্লাহর ভালবাসা দ্বারা সুসজ্জিত কর। মানুষের দরজা বন্ধ করিয়া স্বীয় কলবের দিক হইতে সব কিছুকে শূণ্য মনে কর, যেন উহাদের কোন কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। উহাদের সাথে অবস্থান করাকে লাভজনক বা ক্ষতিকারক মনে করিও না।

তুমি কালেবকে (দেহ কাঠামো) সুসজ্জিত করায় লিপ্ত হইয়া কলবকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা ছাড়িয়া দিয়াছ। তাওহীদ, এখলাস, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা, তাহাকে স্মরণ রাখিয়া অন্যকে ভুলিয়া যাওয়া দ্বারাই কলব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। হযরত ঈসা (আঃ) বলিতেন—যাহার প্রশংসা করা প্রিয় মনে না হয়, উহাই নেক কাজ। ওহে পরকাল সম্পর্কে নাদান এবং দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞানী! এই জাতীয় জ্ঞান তোমার কোন কাজেই আসিবে না। ঈমান লাভ করার জন্য চেষ্টা কর, ঈমান লাভ হইবে। তওবাহ কর, ক্ষমা চাও, লজ্জিত হও। চোখের পানি দ্বারা মুখমণ্ডল সিক্ত কর। আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত অশ্রু দোযখাগ্নি নির্বাপিত করিয়া দেয় এবং আল্লাহর ক্রোধাগ্নিকে নিভাইয়া দেয়। যখন অন্তরের সাথে তওবাহ করিবে তখন সত্যিকারের তওবার নূর তোমার মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

প্রিয় সাহেবজাদা! তোমার সাধ্যানুযায়ী তোমার রহস্যকে সংগোপনে রাখ। ইহার পর যদি বাড়াবাড়ি হইয়া যায় তবে তুমি ক্ষমার পাত্র। মহব্বত পর্দা ও যবনিকার প্রাচীর, লজ্জার প্রাচীর, অস্তিত্বের প্রাচীর এবং সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রাচীরকে ধ্বংস করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি

জন্য মানুষকে উহা দেখাইতেছ। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছ আর আল্লাহকে ভুলিয়া যাইতেছ। অতি সত্বরই তুমি দৈন্যতা লইয়া এই পৃথিবী ত্যাগ করিবে। অর্থাৎ তোমার সমস্ত আমল বা কাজ সঙ্গে যাইবে না বরং এখানেই গড়াগড়ি করিবে। হে বাতেনের রোগী! ঔষধ সেবন্ কর। আর এই ঔষধ আল্লাহর অলী ব্যতীত আর কাহারও নিকট পাইবে না। তাহার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন কর। চিরস্থায়ীভাবে রোগমুক্ত হইয়া সৌভাগ্য অর্জন করিবে। তোমার অভ্যন্তর, তোমার কলব, তোমার বাতেন এবং তোমার কলবের প্রভুর সাথে নির্জনতার চোখ খুলিয়া যাইবে। এই প্রস্ফুটিত আঁখিদ্বয় দ্বারা তুমি তোমার সদানন্দ প্রভুর দর্শন লাল করিবে। ঐ সমস্ত প্রেমিকদের মধ্যে পরিগণিত হইবে—যাহারা তাহার দরবারে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি তাকাইয়াও দেখেন না। যাহার অন্তরে কপটতা, সে কিভাবে আল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে?

হে ভাইসব! (সত্যের) অনুসরণ কর। বেদআতী হইও না। আনুকূল্য প্রদর্শন কর, বিরোধিতা করিও না। বাধ্য থাক, অবাধ্য হইও না। একত্বে বিশ্বাসী হও, মুশরিক হইও না। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করিয়া তাহার দ্বার প্রান্তে অটল হইয়া থাক। তাহার নিকট চাও, অন্যের নিকট নয়। তাহার নিকট সাহায্য কামনা কর, অন্যের নিকট নয়। একমাত্র তাহার প্রতিই নির্ভরশীল হও। ওহে খোদার বান্দাগণ! তোমরা তাহার নিকট আত্মসমর্পিত হও। তোমার সম্বন্ধে তাহার ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট থাক। চাওয়া-পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহারই ইবাদতে আত্মলিপ্ত থাক। আল্লাহতাআলা আসমানী কোন কিতাবে এরশাদ করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি চাওয়া-পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমার ইবাদতে লিপ্ত থাকে, আমি তাহাকে প্রার্থনাকারীর চেয়ে বেশী দান করি।"

আল্লাহতাআলা বলেন—"যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার প্রতিবেশী।" আরও এরশাদ করিয়াছেন—"আমি বিদগ্ধ হৃদয়ের অধিবাসী।"

প্রিয় সাহেবজাদা! তাহাকে স্মরণ করিলে তোমার কলব তাহার নৈকট্য লাভ করিবে। তুমি তাহার নৈকট্যের গৃহে প্রবেশ করিবে এবং তাহার মেহমান হইবে। নিয়ম হইল মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করা। আর শাহী মেহমান হইলে তো কোন কথাই নাই। তুমি আর কতদিন সংসার জালে আবদ্ধ থাকিয়া বাদশাহ হইতে দূরে থাকিবে। অতি সত্বরই তুমি সংসার ত্যাগ করিয়া পরকালের বাসিন্দা হইবে। তখন তোমার মনে হইবে দুনিয়ার যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না এবং পরকাল চিরস্থায়ী। আমি অভাবগ্রস্তের সময় কিছু তোমাদের নিকট চাহিতে পারি—এই ধারণায় আমা হইতে দূরে থাকিও না। আমি অমুখাপেক্ষী। তোমাদের উপকারার্থে আমি তোমাদিগকে চাই যে, তোমাদের রশি তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেই।

ওহে! শোন। আল্লাহর ধর্মে বেদআত প্রবিষ্ট করিও না। ধর্মে নাই এমন কোন কিছুও ধর্মে সংযোগ করিও না। দুই ন্যায়পরায়ন সাক্ষী অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। উহারা তোমাকে প্রভু পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। আর যদি তুমি বেদআতী হও তবে তোমার উভয় সাক্ষী জ্ঞান ও নফস তোমাকে দোযখে পৌছাইয়া দিবে; ফেরআউন এবং হামানের বাহিনীর সাথে তোমাকে সংযুক্ত করিয়া দিবে। তকদীরের বাহানা করিও না—উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

তোমার প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া। তারপর প্রয়োজন আমলে আন্তরিকতার। তোমার দ্বারা কিছুই হইবে না। এলম ও আমলে তোমার চেষ্টা নিয়োগ কর দুনিয়া অর্জনের জন্য নয়। অতি শীঘ্রই তোমার চেষ্টার অবসান ঘটিবে। তাই, যাহা তোমার জন্য উপকারী, সেই কাজের জন্য তুমি আত্মনিয়োগ কর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ মজলিস নম্বর-উনপঞ্চাশ ॥

[৫৪৫ হিজরী ঃ ১১ই শাবান, শুক্রবার, মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ]

প্রসঙ্গ ঃ ভিক্ষুককে দান করা ও সম্মান করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক প্রসংগে বর্ণিত আছে—একদিন তাহার নিকট এক ভিক্ষুক আসিয়া কিছু চাহিল। তখন তাহার বাড়ীতে দশটি ডিম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি দাসীকে ডিম দিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দাসী ভিক্ষুককে নয়টি ডিম দিয়া বিদায় করিল।

সূর্যাস্তের পূর্বে এক ব্যক্তি আসিয়া দরজায় আঘাত করিল। ইবনে মুবারক দরজা খুলিয়া দিলেন। আগন্তুক তাহাকে একটি ঝুড়ি দিয়া চলিয়া গেল। তিনি ঝুড়ির ঢাকনা খুলিয়া দেখিলেন—উহাতে নব্বইটি ডিম। তিনি দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে দাসী বলিল—আপনার ইফতারের জন্য একটি ডিম রাখিয়া নয়টি ডিম দিয়াছিলাম। তিনি দাসীকে বলিলেন—তুমি আমার নয়টি ডিম ক্ষতিগ্রস্ত করিলে।ইহাই ছিল আল্লাহর সাথে তাহাদের সম্পর্ক যে, কুরআন ও হাদীসে যাহা কিছু বর্ণিত আছে উহাতে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তাহারা ছিলেন কুরআনের গোলাম। কাজ ও লেনদেনে কখনও উহার বিরোধিতা করিতেন না। তাহাদের সম্পর্ক ছিল আল্লাহর সাথে এবং উহাতে তাহারা উপকার পাইয়াছেন। সুতরাং উহাতে তাহারা স্থায়ী ছিলেন। তাহারা তাহাদের প্রভুর দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া উহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দরজা বন্ধ পাইয়া উহা হইতে ফিরিয়া রহিয়াছেন। অন্যের সম্বন্ধে তাহারা আল্লাহর আনুকূল্য প্রদর্শন করেন এবং নিজেদের সম্বন্ধে আনকূল্য প্রদর্শন করেন না। যাহারা আল্লাহর শত্রু তাহারা তাহাদের শত্রু। যাহারা আল্লাহর বন্ধু তাহারা তাহাদের বন্ধু। তাই কোন বুযর্গ বলিয়াছেন—সৃষ্টি সম্বন্ধে স্রষ্টার আনুকূল্যে থাক এবং স্রষ্টা সম্বন্ধে সৃষ্টির আনুকূল্য প্রদর্শন করিও না।

প্রিয় বৎস! তুমি যে ভ্রান্তিতে আছ, উহা পরিহার কর এবং আল্লাহওয়ালাদের কথার ও কাজের অনুসরণ কর। তাহারা যে মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, মিথ্যা দাবী করিয়া সেখানে পৌছার লালসা করিও না। বিপদে ধৈর্যধারণ কর যেমন তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়া সেই মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। বিপদাপদ না থাকিলে সকলেই সেই মর্যাদার অধিকারী হইত এবং আবেদ ও যাহেদ হইত। বিপদ আসিলে তাহারা ধৈর্যহারা হয়। তাই প্রভুর দরবারে পৌছিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। বিপদে অধৈর্য ব্যক্তি দান পাওয়া হইতে বঞ্চিত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ধৈর্য ও সন্তুষ্টি অর্জন না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা তোমার ইবাদত বন্দেগী হইতে দূরে থাকার কারণস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

আল্লাহ তাহার কোন কিতাবে এরশাদ করিয়াছেন—"যে আমার ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট নহে এবং আমার দেওয়া বিপদে ধৈর্যধারণ করিতে পারে না, তাহার উচিত আমা ব্যতীত অন্য কাহাকে উপাস্য করিয়া লওয়া।"

অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার ব্যবস্থাপনায়ই সন্তুষ্ট থাক। উপকারী হউক বা অপকারী তোমার ভাগ্যের বস্তু অবশ্যই তুমি পাইবে। যথার্থ ইসলাম অর্জন কর, যেন ঈমান পর্যন্ত পৌছিতে পার। অতঃপর যথার্থ ঈমান গ্রহণ কর যেন ইয়াকীন পর্যন্ত পৌছিতে সক্ষম হও। তখন তুমি এমন বস্তু দেখিবে যাহা ইয়াকীনের পূর্বে দেখ নাই। ইয়াকীন তোমাকে প্রতিটি বস্তুর আসল

রূপ দেখাইবে। শুনা বিষয় প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিবে। ইয়াকীন কলবকে আল্লাহর দরবারে দাঁড় করাইয়া দিবে। প্রতিটি বিষয়বস্তুই তাহার পক্ষ হইতে দেখাইবে।

কলব যখন আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হইবে তখন সম্মানের হাত তাহার দিকে প্রসারিত হইবে এবং তাহার উপর মেহেরবানী বর্ষিত হইবে। তখন সেই কলব করুণাময় ও উৎসর্গকারী হইয়া সৃষ্টির প্রতি মেহেরবান ও দানশীল হইবে, কোন কিছু দান করিতে কৃপণতা করিবে না, সুস্থ কলব যাহা আল্লাহর গ্রহণযোগ্য হয় এবং যেই বাতেন পবিত্র হয় উহারা উভয়েই মেহেরবান হয়। কলব এবং বাতেন কেন করুণাময় হইবে না? কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মেহেরবান উহাদের উপর করুণা বর্ষণ করিয়া থাকেন।

হে ভাইসব! আল্লাহর আনুগত্যে করুণা ও উৎসর্গ করাকে স্বভাবে পরিণত কর, পাপের কাজে নয়। যে সম্পদ পাপ কাজে ব্যয় করা হয়, উহা অতি শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। আল্লাহর অনুগত থাকিয়া জীবিকা অর্জন কর। ফলে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ভাগ্যবান হইবে। তোমার সমস্ত ভাবনা অন্যের সাথে না থাকিয়া যেন তাহার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে। এই অবস্থায় তোমার পানাহারের বস্তু আল্লাহর মেহেরবানীর পাত্র হইতে আসিবে। অথচ তোমার অজ্ঞাতেই এইসব কিছু তোমার আয়ত্তে আসিবে।

নফস মানুষ ও আল্লাহর মধ্যস্থিত অন্তরায়। এই অবস্থায় সেই অন্তরায় দূর হইয়া যায়। তাই আবু ইয়াযীদ বোস্তামী বলিয়াছেন—"আমি এক রাতে আল্লাহকে স্বপ্নে দেখিয়া আরয করিলাম-হে প্রভু! তোমার দরবার পর্যন্ত পৌঁছার পন্থা কি? আল্লাহতাআলা এরশাদ করিলেন—"তোমার নফসকে পরিত্যাগ কর এবং আস।" অতঃপর আমি আমার নফস হইতে এমনভাবে পৃথক হইলাম যেমন পাপ উহার নফস হইতে পৃথক হইয়া যায়। আল্লাহ ব্যতীত পার্থিব যাবতীয় কিছু নফসের অনুগত বলিয়াই আল্লাহ নফসকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়াছেন। দুনিয়া নফসের প্রেমাস্পদ। পরকালও নফসের। কেননা, আল্লাহতাআলা এরশাদ করিয়াছেন-"-পরকালের যাবতীয় কিছু নফসের কামনা এবং চোখের শীতলতার বিষয়বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ।"

আল্লাহওয়ালাগণ দিনভর সৃষ্টি ও পরিবার-পরিজনের সাথে এবং সারারাত আল্লাহর সাথে লিপ্ত থাকেন। তেমনি বাদশাহ সারাদিন নওকর চাকর এবং প্রজাসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় সমাধায় লিপ্ত থাকেন। রাতে মন্ত্রী ও বিশেষ বিশেষ লোকের সাথে মেলামেশা করেন। আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান হউন। আমার বক্তব্য তোমরা অন্তরের কান দ্বারা শ্রবণ কর, উহা স্মরণে রাখ, সেমতে আমল কর। আমি সত্যের পক্ষ হইতে সত্যই বলিয়া থাকি। আমার বক্তব্য আল্লাহর পথের অবস্থা সম্বন্ধে, যেন তোমরা সেই পথে চলিতে সক্ষম হও। আমি আমার ওয়ায করাকে এতটা যথার্থ মনে করিব না যে, তোমরা আমাকে মৌখিক বাহবা দিয়া বল যে, আপনি অনেক কিছু বলিয়াছেন। বরং আন্তরিকভাবে বল যে, খুব বলিয়াছেন এবং সেমতে আমল কর। আমলে সরলতার আশ্রয় গ্রহণ কর। যখন তোমাদের এই অবস্থা দেখিব, তখন তোমাদের পরিবর্তে আমিই বলিব, তোমরা অনেক কিছু করিয়াছ। তোমরা তোমাদের নফস, দুনিয়া, আখেরাত, সৃষ্টি ও আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় কিছুকে মৃত মনে করিয়া সেমতে কখন নামায আদায় করিবে?

মাখলুক তোমার নফসের অন্তরায়, কলব তোমার বাতেনের অন্তরায়। তাই, যতদিন তুমি নফসের সাথে থাকিবে, ততদিন স্বীয় নফসকে দেখিতে পাইবে না। হাঁ! নফসকে পরিত্যাগ করার পরই দেখিতে পাইবে, উহা তোমার এবং তোমাদের প্রভুর শত্রু। তখন সর্বক্ষণ তুমি উহার সাথে যুদ্ধরত থাকিবে। ইহার পরই নফস তাহার প্রভুর সাথে সুস্থির থাকিবে, তাহার প্রতিশ্রুতিতে

তাহারা সব সময়ই পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তৈরী থাকেন যে, উহাতে তাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন কিনা? যদি তাহারা আল্লাহর হেফাজতে থাকেন, তথাপি তাহারা সর্বক্ষণ আতংগ্রস্ত থাকেন। তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করার পরও তাহারা চঞ্চল থাকেন।

তাহারা অতি সামান্য সময়ের জন্যও আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া হইতে এবং তাহার যিকর করা হইতে অলসতার জন্য, নফসের সাথে জিহাদ করেন। আল্লাহ যতই তাহাদিগকে প্রশান্তি দান করেন, ততই চঞ্চলমনা থাকেন। আল্লাহ তাহাদিগকে যতই সম্পদ দান করেন, ততই তাহারা অভাবগ্রস্ত থাকেন। যতই তাহাদিগকে হাসিখুশী রাখেন, ততই তাহারা কাঁদেন। যতই আনন্দ দান করা হয়, ততই তাহারা চিন্তাক্লিষ্ট থাকেন। অবস্থার পরিবর্তন এবং পরিণতি খারাপ হওয়ার ভয়ে সর্বদা আতংকিত থাকেন। কেননা, তাহারা জানেন, আল্লাহর কৃতকার্যের কোন প্রশ্নবাদ নাই। কিন্তু মানুষ যাহা কিছু করে, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

ওহে অলস! অন্যায় ও পাপ করার পরও তুমি তাহার মোকাবেলা কর এবং নির্ভয় থাক। অতি শীঘ্রই তোমার এই নির্ভয় ভয়ে পরিণত হইবে। তোমার সুস্থতা রোগে পরিণত হইবে। তোমার সম্মান হীনতার রূপ পরিগ্রহ করিবে। তুমি সম্পদশালী হইতে দরিদ্রে পরিণত হইবে। মনে রাখিও, দুনিয়ায় আল্লাহ ভীতির উপরই তোমার পরকালের নিরাপত্তার ভিত্তি। কিন্তু তুমি তো দুনিয়ার সমুদ্র এবং অলসতার কূপে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছ। তাই, তোমার জীবন তো পশুর ন্যায় যে পানাহার ও নিদ্রা ব্যতীত আর কোন কিছুই যেন করার নাই। আল্লাহওয়ালাদের নিকট তোমাদের অবস্থা প্রকাশ্য। পার্থিব লোভ-লালসা, পার্থিব সম্পদ সংগ্রহ করা এবং নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যের সন্ধানই তোমাকে আল্লাহর পথে চলা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

ওহে দুনিয়া লোভী! তুমি এবং পৃথিবীর সমস্ত লোকও যদি তোমার ভাগ্যে যাহা নাই উহা পাইতে চেষ্টা কর, তবে কখনও কৃতকার্য হইতে পারিবে না। তাই, তোমার কর্তব্য যাহা তোমার অদৃষ্টে লেখা আছে এবং যাহা লেখা নাই উভয়েরই লোভ পরিত্যাগ করা উচিত। যাহা নির্ধারিত করা হইয়া গিয়াছে, উহা পাওয়া না পাওয়ার জন্য অন্তর হইতে লোভ দূর কর এবং লাভ লোকসান, মান-অপমান, দুঃখ-কষ্ট এবং প্রশংসা ও নিন্দাবাদ কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করিও না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, সব কিছু মহান আল্লাহর আয়ত্তাধীন। এই অবস্থা তোমার জন্য সুদৃঢ় হইলে তুমি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে দূতস্বরূপ হইবে এবং তাহাদের হাতে ধরিয়া তাহার দরবার পর্যন্ত পৌছাইতে পারিবে। তাহাদিগকে তোমার দৃষ্টিতে অস্তিত্বহীন অবস্থায় দেখিবে। আল্লাহর নিকট পাপকারীগণকে অজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখিবে (যে বেচারাগণ নাদান ও উন্মাদ হওয়ার কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে)।

অতএব তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবে, তাহাদের চিকিৎসা করিবে এবং তাহাদের অজ্ঞতা ও তাহাদের দেওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করিবে। স্বীয় প্রভুর ফরমাবরদারগণই বুদ্ধিমান আলেম এবং অবাধ্যগণ অজ্ঞ এবং উন্মাদ। নাফরমান স্বীয় প্রভু সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুনই তাহার নাফরমানী করে। স্বীয় শয়তানের তাবেদারী করে। জাহেল না হইলে কখনও নাফরমানী করিত না। যদি সে স্বীয় নফস সম্বন্ধে অবগত থাকিত এবং জানিত যে, নফস তাহাকে অন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেয়, তবে সে কখনও নফসের অনুগত হইত না। আমি তোমাদিগকে শয়তান ও উহার সহকারীদের সম্বন্ধে কতই না ভয় দেখাই, তথাপি তোমাদের উঠাবসা উহারই সাথে। নফস কামনা, স্বভাব এবং বদ প্রতিবেশী, ইহা শয়তানের সাহায্যকারী। উহারা সকলেই তোমার শত্রু। উহা হইতে আত্মরক্ষা কর। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই তোমার বন্ধু নাই।

যখন তুমি নির্জনে তোমার নফসকে ধ্বংস করিয়া দিয়া তাহার সন্ধানীদের সাথে তুমিও তাহার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিবে, তখন তোমার এই নির্জনতা তাহার জন্য সঠিক হইবে। যখন

হযরত সুফইয়ান ছাওয়ারীর মৃত্যুর পর কেহ তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন—"আল্লাহ আমাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া এরশাদ করিলেন—সুফইয়ান! তুমি কি জানিতে না যে, আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়? ইহার পরও আমার ভয়ে এত ক্রন্দন করিতে? এতটা কাঁদিতে কি তোমার একটু লজ্জাও হইল না যে, আমি গাফুর ও রাহীমের ভয়ে কেন এত ক্রন্দন করিতেছি?

তোমার স্বভাব, কামনা এবং শয়তান হইতে পৃথকতা অবলম্বন কর এবং উহাদের দিকে ভুলেও দৃষ্টিপাত করিও না। যখন ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন নিজের ও খারাপ প্রতিবেশীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি কর এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উহারা তোমার অনুকূলে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদের সাথে মিত্রতার সূত্রপাত করিও না। তওবাহ হইল হুকুমতের কাঠামো পরিবর্তন। অতএব যে তওবাহ করিল এবং তওবাহ করার পূর্বাবস্থায়ই রহিয়া গেল, তবে সে তাহার তওবাহতে মিথ্যাবাদী। যখন তুমি তোমার পরিবর্তন সাধন করিবে, তখন তোমার সঙ্গে ব্যবহারের পরিবর্তন করা হইবে। আল্লাহতাআলা বলেন—"আল্লাহ কোন জাতির পরিবর্তন সাধন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে।"

দুনিয়ায় কাহারও প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিও না। যদি কর, তবে তোমাকে পাকড়াও করা হইবে। পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণ হও। পরকালে তোমাকে জান্নাত হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। উৎপীড়ণকারিগণ যখন ন্যায়পরায়ণতা পরিত্যাগ করে, তখন ন্যায়পরায়ণকারীদের স্থান (জান্নাত) হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। প্রতিটি বস্তুকে উহার সঠিক স্থানে রাখ, যেন আল্লাহর নিকট তুমি সম্মানিত হও। ইহাই আখেরী যামানা। আমি দেখিতেছি তোমরা পূর্ববর্তীদের অনেক কিছু পরিত্যাগ করিয়াছ। তাই আমার ভয় হইতেছে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তন অতি সংগোপনে হইতেছে যাহা মানুষের দৃষ্টি বহির্ভূত।

ওহে আল্লাহর সৃষ্টি! আমি তোমাদের সকলেরই মঙ্গল কামনা করি। আমার একান্ত ইচ্ছা যেন দোযখের দরজা বন্ধ হইয়া যায়, দোযখের চিহ্ন যেন না থাকে এবং উহাতে একটি লোকও যেন প্রবেশ না করে। আমি আরও আশা করি, যেন জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করা হইতে বঞ্চিত না হয়।

আমার এই ওয়ায করার উদ্দেশ্য তোমাদের কলবের উন্নতি সাধন করা এবং সুসজ্জিত হওয়ার জন্য—বক্তৃতার ফুলঝুড়ি ছুটানোর জন্য নয়। আমার রুঢ় কথা শুনিয়া কেহ পলায়ন করিও না। যিনি ধর্মীয় বিষয়ে কঠোর ছিলেন, এমন ব্যক্তির নিকট আমার শিক্ষা দীক্ষা। আমার ওয়ায কঠিন, খাদ্য দ্রব্য কঠিন ও নিরস। তাই, যে ব্যক্তি আমা হইতে বা আমার ন্যায় লোকের নিকট হইতে পলায়ন করে, তাহার ভাগ্যে মুক্তি নাই। ধর্মের সাথে যে কাজের সম্পর্ক উহার সাথে বেআদবী করিলে তোমাকে আমি ছাড়িব না এবং উহা সম্পাদন করার অনুমতিও দিব না। তুমি আমার নিকট আস কিংবা না আস, উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিব না। আমার শক্তি সামর্থ্য দাতা আল্লাহ, তুমি নও। আমি তোমাদের গণনার বাহিরে। আমি যে অবস্থায় আছি, উহা অন্তর দ্বারাই বর্ণনা করা যায়।

সম্মুখ ব্যতীত ডান, বাম বা পিছনের দিকে আমার দৃষ্টি নাই। তোমরা তোমাদের পাপ ও বেআদবী হইতে তওবাহ কর। এই তওবাহই তোমাদের কলবের যমীনে আমার বীজ বপন করে যে, উহা হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল উৎপন্ন করিবে। উহা এক প্রকার গঠন করা যাহা আমি তোমাদের জন্য ভিত্তি স্থাপন করি যে, শয়তানী ভিত্তিকে ধ্বংস করিয়া রহমানী ভিত্তিকে স্থাপন করত তোমাদিগকে তোমাদের প্রভু ও প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেই। আমি মগজের সাথে প্রতিষ্ঠিত, বাকলের সাথে নই। এই বাহ্যিক দিক তো বাকল। আমি বাহ্যিক দিক

সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য পরিশ্রম করি না ! আমি তো তোমাদের মগজের শিষ্টতার শিক্ষক এবং বাকলের পৃথককারী। আমি তোমাদের প্রতিপালন এই জন্য করি যে, তোমাদের দ্বারা যেন তোমাদের নবীর (সাঃ) চোখ শীতল হয়।

হে সাহেবজাদা! দুনিয়ার জন্য আমার সাহচর্যে আসিও না বরং শুধু পরকালের জন্য আমার সাহচর্যে আস। আমার সাহচর্য যখন তোমাদের পরকালের জন্য বিশুদ্ধ হইবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়া তোমার হাতে ধরা দিবে। তখন তুমি উহা অনলসভাবে গ্রহণ করিবে। তুমি দুনিয়ার প্রতি যতই অনাসক্ত হইবে, ততই উহা তোমার হাতে ধরা দিবে। অতঃপর আমি যামিন হইতে পারি যে, দুনিয়া সম্বন্ধে তোমার নিকট হইতে কোন প্রকার হিসাব গ্রহণ করা হইবে না। দুনিয়া হইতে পরকালকে অগ্রাধিকার দাও। সৃষ্টির নিকট হইতে গ্রহণ করা পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর নিকট হইতে গ্রহণ কর। আল্লাহর রাসূলের অনুগত হও। তিনি যে আদেশ নিষেধ করেন উহা পালন কর।

আল্লাহতাআলা এরশাদ করেন—"রাসূল যাহা কিছু তোমাদিগকে নির্দেশ দেন উহা পালন কর এবং যাহা কিছু হইতে বিরত থাকিতে বলেন উহা হইতে বিরত থাক।" আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ পালনে হিংস্র পশুর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড় এবং নিষেধিত কাজ হইতে রুগ্ন এবং দুর্বল পরিণত হও। তাহার ব্যবস্থাপনাকে মৃত ব্যক্তি ন্যায় গ্রহণ কর। ইহা সত্ত্বেও মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। তোমার সম্বন্ধে যাহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন উহার বেশী কিছু তাহার নিকট চাহিও না। তোমার এবং অন্যের সম্বন্ধে যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, উহাতে আল্লাহর আনুকূল্য প্রদর্শন কর।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"আল্লাহতাআলা কলম সৃষ্টি করিয়া নির্দেশ দিলেন—লিখ। কলম আরয করিল, ইয়া আল্লাহ! কি লিখিব? এরশাদ হইল, কিয়ামত পর্যন্ত আমার সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার ব্যবস্থাপনা (তকদীর) লিখ।"

ওহে মৃত অন্তঃকরণ এবং জীবিত নফস! তোমাদের অন্তঃকরণ মৃতে পরিণত হইয়াছে। অন্যের বিপদে যতটা কান্নাকাটি কর নিজেদের অন্তরের বিপদে উহার চেয়ে বেশী ক্রন্দন করা উচিত। আল্লাহর স্মরণ হইতে অলস অন্তঃকরণ মৃত। তাই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তঃকরণকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছুক তাহার কর্তব্য অনালসভাবে আল্লাহর যিকর করা এবং তাহার কুদরত, মহানতা এবং সৃষ্টির উপর তাহার ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

প্রিয় বৎস! প্রথমে অন্তঃকরণ দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ কর। তারপর দেহ কাঠামো দ্বারা। অন্তর দ্বারা হাযারবার এবং জিহবা দ্বারা একবার আল্লাহর যিকর কর। বিপদ আসার সময় ধৈর্য সহকারে, দুনিয়া আয়ত্তে আসার সময় দুনিয়া পরিত্যাগ এবং পরকাল আয়ত্তে আসার সময় পরকাল হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখা দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ রাখ।

যখন তুমি তোমার নফসের বাঁধন ঢিলা করিয়া দিবে তখন নফস তোমার মধ্যে লোভ লালসার সৃষ্টি করিয়া দিবে এবং তোমার জন্য পরকালকে ধ্বংস করিয়া দিবে। নফসের মুখে তাকওয়ার লাগাম দাও এবং বাজে কথাবার্তা পরিত্যাগ কর। মৃত্যু স্মরণ তোমার অন্তঃকরণকে পবিত্র করিয়া দিবে এবং দুনিয়া ও সৃষ্টিকে তোমার সেনাবাহিনীতে পরিণত করিয়া দিবে। তোমার অন্তর হইতে অন্তরায় সরাইয়া দিবে। তখন তুমি সৃষ্টিকে দেখিবে যে সব কিছুই ধ্বংসশীল এবং সব কিছুই অস্তিত্বহীন। উহাতে অপকার করা ব্যতীত উপকার করার কোন ক্ষমতাই নাই।

উৎপীড়ন সহ্য করিবে। আল্লাহওয়ালাগণ কলব ও রহস্যের রক্ষক। তাহারা খোদার সাথে অস্তিত্বময়, অন্যের সাথে নয়। সে আল্লাহর কাজ করে, অন্যের নয়।

ওহে মুনাফিক! না তুমি আল্লাহওয়ালাদের সংবাদ রাখ আর না তোমার ঈমান সম্বন্ধে অবগত আছ। আর না আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার ইচ্ছা আছে। অতি শীঘ্রই তুমি মৃত্যুবরণ করিবে। মৃত্যুর পর লজ্জিত হইবে যে, কি কাজে সময় অতিবাহিত করিয়াছি। তোমার কলব বাকশক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও তুমি মুখের কথার উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছ। ইহা তোমার জন্য ফলদায়ক হইবে না। মৃত প্রাণ! হে আল্লাহওয়ালাদের নিকট হইতে দূর! হে বিপদাপন্ন! হে নফস ও সৃষ্টির মোহে আচ্ছন্ন, খোদা হইতে পলায়নকারী! তুমি যদি অন্যের জন্য একবার কাঁদ তবে স্বীয় নফসের জন্য হাজারবার কাঁদ।

হে আল্লাহ! আমি তো বোবায় পরিণত ছিলাম। তুমিই আমাকে ডাকিয়াছ। তাই আমার কথা দ্বারা সৃষ্টিকে উপকৃত কর। আমার দ্বারা তাহাদের সঠিক পূর্ণতা দান কর। অন্যথায় আবার আমাকে বোবায় পরিণত কর।

হে ভাইসব! আমি তোমাদিগকে ঘাতক মৃত্যুর দিকে আহবান করিতেছি। অর্থাৎ নফস, কামনা, স্বভাব, শয়তান, দুনিয়ার বিরোধিতা, সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করিতে এবং আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুকে ভুলিয়া যাওয়ার দিকে আহবান করিতেছি। ইহা স্বাভাবিক মৃত্যু হইতে বেশি যন্ত্রণাদায়ক। এই অবস্থা অর্জন করার জন্য মুজাহাদ কর, নিরাশ হইও না। কেননা, আল্লাহতাআলা প্রতিদিন এক বিশেষ শান সহকারে থাকেন। প্রতিদিন আশান্বিত থাক। বিস্ময়কর নয় যে, কালই তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া যাইবে। আল্লাহর নিকট তাহার কুদরতের পরিমাণের অনুযায়ী প্রার্থনা কর। তাহার কুদরত অপরিসীম। সব কিছুই উহাতে আছে। কুদরত অনুযায়ী চাও হেকমত অনুযায়ী নয়। (বল, হে আল্লাহ! কারণ ব্যতীতই কুদরত দ্বারা আমাকে দান কর) আল্লাহর নিকট তাহার জ্ঞান অনুযায়ী (বল, হে আল্লাহ! তোমার মতে আমার জন্য যাহা উপকারী উহা দান কর)। খোদার নিকট স্বীয় কলব এবং রহস্যের মাধ্যমে চাও, শুধু মুখের বক বক দ্বারা নয়। কেননা আন্তরিকতাহীন মুখের দোআ বেআদবী। খোদার নিকট স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি হইতে অগ্রসর হইয়া চাও।

যে ব্যক্তি স্বীয় এলম অনুযায়ী আমল না করে সে জাহেল—সে যত বড় আলেম এবং ব্যাখ্যাকারীই হউক না কেন? আমলহীন আলেমের কথা কখনও আমল করার যোগ্য হয় না। আমল বিহীন এলম হাসিল করা তোমাকে সৃষ্টির প্রতি প্রত্যাবর্তন করিবে। অর্থাৎ তুমি আমীর ও রঈসে পরিণত হইয়া আমীর ওমরাহদের দরবারে ঘুরাফেরা করিবে। এলম অনুযায়ী আমল করিলে তুমি হক তাআলার দরবারী হইবে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হইয়া গায়েবের ভাণ্ডার হইতে জীবিকা পাইবে। পৃথিবীতে তোমাকে যাহের এবং তোমার বাতেনকে সূক্ষ্মদর্শী করিয়া দিবে।

সুতরাং ঐ সময় আল্লাহ তোমার কর্মকর্তা হইবেন। কারণ তুমি নিঃসন্দেহে উপযোগী হইবে। আল্লাহতাআলা বলেন—"আল্লাহতাআলা নেককারদের কর্মকর্তা।" তাহার যাহের বাতেনের কাজ সুসম্পন্ন করিয়া দেন। কুদরতের হাত দ্বারা তাহাকে বাহ্যিক লালন পালন করেন। এলমের হাত দ্বারা বাতেনের প্রতিফলন করেন। তাহাকে শক্তিশালী কলবের অধিকারী করেন। এলমের হাত দ্বারা বাতেনের প্রতিপালন করেন। তাহাকে শক্তিশালী কলবের অধিকারী করেন। এই অবস্থায় সে কাহাকেও না ভয় করে আর না কাহারও মুখাপেক্ষী হয়। আল্লাহ ব্যতীত না কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করে, না তিনি ব্যতীত আর কাহারও পথে কিছু দান করে। অন্যকে না ভয় পায়, না কাহাকে প্রিয়পাত্র মনে করে, আর না কাহারও পথে কিছু দান

জ্ঞাত এবং তোমাকে সেই সাথে পরিচালিত করিতে পারেন তাহার সাহচর্যে থাক। যে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দর্শনা না পায় সে নিজেও মুক্তি পায় না। যে আল্লাহর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন তাহার সাহচর্যে থাক। যখন রাতের অন্ধকার নামিয়া আসে, সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, কোথাও জন মানবের শব্দ না থাকে তখন তোমাদের সকলের কর্তব্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া উযু করত দুই রাকআত নামায পড়িয়া আল্লাহর নিকট দোআ করা—"হে প্রভু! তোমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে আমার সাক্ষাত করাইয়া দাও যিনি আমাকে তোমার সাথে চলিতে সাহায্য করেন ও তোমার মারেফাত শিক্ষা দেন।"

কারণ ব্যতীত উপকরণ হয় না। অর্থাৎ পীরের প্রয়োজন আছে। পয়গম্বর ব্যতীতও আল্লাহ তাহার বান্দাদিগকে হেদায়াত দ্বারা হেদায়াত করিয়াছেন। বুদ্ধিমান হও। তুমি কোন অবস্থারই নও। অলসতা করা হইতে সতর্ক থাক। পীরের সংস্রবকে অপ্রোয়জনীয় মনে করিও না।রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"যে নিজের বুদ্ধিকেই যথেষ্ট মনে করে সে গোমরাহ।"

এমন ব্যক্তির সন্ধান কর যে তোমার ধর্মের চেহারার জন্য আয়না স্বরূপ হয়। তুমি যেমন আয়না দ্বারা তোমার মুখ মণ্ডল দেখ, পাগড়ী বাঁধ, চুল বিন্যাস কর তেমনি পীরের সাহচর্যে থাকিয়া তুমি ধর্মের আকৃতি দেখিয়া উহাকে ঠিক করিতে পারিবে। বুদ্ধিমান হও। ইহা কেমন নাদানী যে বায়আত হওয়াকে মুল্যহীন মনে কর। আমাকে শিক্ষা দিবে এমন লোকের প্রয়োজন আমার নাই—ইহা মনে করা বোকামী।রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"এক মুসলমান অন্য মুসলমানের আয়না স্বরূপ।"

মোমেনের ঈমান যখন সঠিক হইয়া যায় তখন সে সমস্ত সৃষ্টির জন্য আয়নায় পরিণত হয়। এমন লোকের নিকট গমনাগমন করিলে স্বীয় ধর্মের মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়। ইহা কেমন কথা যে তুমি সর্বক্ষণই আল্লাহর নিকট কামনা কর—হে আল্লাহ! আমার জীবিকা বর্ধিত করিয়া দাও, আমার ধন-সম্পদে স্বচ্ছলতা দান কর। অথচ যাহাদের দোআ আল্লাহ কবুল করেন তাহারা সকলে মিলিয়াও যদি তোমার সাথে তোমার জন্য এই দোআ করেন তবে জীবিকার একটি শস্য কণাও বাড়িবে না বা উহাতে ঘাটতি হইবে না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। বরং তোমাকে যে কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা কর এবং যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন—ইহা করা হইতে বিরত থাক। যাহা নিজে নিজেই আসিবে উহার জন্য চিন্তা কেন? কারণ, আল্লাহ নিজেই তোমাকে উহা দান করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

নির্ধারিত জীবিকা অবশ্য নির্ধারিত সময়ে আসিয়া পৌঁছিবে। উহা স্বাদময়ই হউক বা তিক্ত আল্লাহ ওয়ালাগণ এমন এক স্তরে আসিয়া পৌছেন—যেখানে তাহাদের চাওয়ার মত কিছুই থাকে না। সেখানে লাভ-লোকসান এবং সুখ-দুঃখের কোন প্রশ্ন থাকে না। তাহাদের কলবী দোআ থাকে-হে আল্লাহ! তোমার আদেশ-নিষেধ পালন করার তাওফীক দান কর। কখনও নিজের জন্য আবার কখনও মানব জাতির জন্য এই দোআই করেন। হে আল্লাহ! সর্বক্ষণ তোমার সাথে শিষ্টতা রক্ষা করার শক্তি দান কর।

এই সমস্ত লোকের রোযা-নামায আদায় করা তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয়, তাহাদের রক্ত-মাংসের সাথে মিলিয়া-মিশিয়া মজ্জাগত হইয়া যায়। অতঃপর তাহাদের সর্বাবস্থায় আল্লাহর হেফাযত তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে। শরীয়তের অনুসরণ করা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হয় না। শরীয়তের হুকুম তাহাদের জন্য যেন নৌকা সর্বক্ষণ কুদরতের চলমান সাগরে থাকে। অবশেষে পরকালের তীরে এবং বন্ধুর নৈকট্য লাভের সাগর তীরে আসিয়া ভিড়ে। তখন তিনি সৃষ্টির সাথে একবার মেলামেশা করিলে স্রষ্টার সাথে করেন হাজার বার। তাহার লিপ্ততা এবং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ মজলিস নম্বর-বিয়াল্লিশ ॥

[৫৪৫ হিজরী ঃ ১৯শে রজব, সকাল বেলা, মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ]

প্রসঙ্গ ঃ দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে সে সকলের চেয়ে সম্মানিত হইবে, তাহার কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা। যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হওয়ার আকাঙ্খী, তাহার কর্তব্য আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া। আর যে ব্যক্তি এই আশা পোষণ করে যে সে সকলের চেয়ে সম্পদশালী হইবে, তাহার কর্তব্য নিজের হাতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে আল্লাহর হাতে যাহা কিছু আছে উহার উপর নির্ভরশীল হওয়া।

যে ব্যক্তি ইহকাল এবং পরকালে সম্মান প্রার্থী তাহার কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা। কেননা, আল্লাহতাআলা এরশাদ করিয়াছেন—"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভয় করে নিশ্চয়ই সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।" আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে সম্মান এবং নাফরমানী করার মধ্যে হীনতা নিহিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর ধর্মে শক্তিশালী হইতে ইচ্ছুক, তাহার কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া। কেননা, তাওয়াক্কুল কলবকে সঠিক, শক্তিশালী, শিষ্ট করে, হেদায়াত করে এবং বিস্ময়কর বস্তু দেখায়। তুমি তোমার আসবাব উপকরণের উপর ভরসা করিও না। করিলে উহা তোমাকে হীন ও দুর্বল করিয়া দিবে। আল্লাহর উপর ভরসা কর। উহা তোমাকে শক্তিশালী করিবে, সাহায্য পাইবে, তোমার উপর করুণা বর্ষণ হইবে এবং এমন স্থান হইতে তোমার জীবিকা পৌছিবে, সেই সম্বন্ধে তোমার কোন প্রকার বোধগম্যই নাই। তোমাকে এমন শক্তিশালী করা হইবে যে, কোন কিছুর মুখাপেক্ষীই তুমি থাকিবে না। এই অবস্থায় তুমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালীতে পরিণত হইবে।

আর যখন তুমি তোমার ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন এবং আসবাব-উপকরণের উপর ভরসা করিবে, তখন তুমি আল্লাহর ক্রোধ স্থলে পরিণত হইবে এবং তোমার ধন-সম্পদ যাবতীয় কিছুর ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হইবে। কেননা, আল্লাহতাআলা অতিশয় ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন কিছু তোমার অন্তরে স্থান পাক, ইহা তাহার সহ্যাতীত। যে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে সম্পদশালী হইতে ইচ্ছুক, তাহার কর্তব্য তাহার দরবারে দণ্ডায়মান থাকা। তিনি ব্যতীত যাবতীয় কিছু হইতে চোখ বন্ধ করিয়া রাখা। অর্থাৎ অন্তর্চক্ষু বন্ধ করিয়া-রাখা। যাহা কিছু তোমার আয়ত্তে, উহার উপর তুমি কিভাবে ভরসা করিতে পার? অথচ উহা শেষ হইয়া যাইবে। আল্লাহর উপর ভসরা কর, উহা শেষ হইয়া যাইবে না। তুমি আল্লাহর উপর ভসরা করা পরিত্যাগ করিয়াছ, অথচ তিনি অবিনশ্বর। আল্লাহ সম্বন্ধে তোমার পরিচয় জ্ঞান নাই। এই অজ্ঞতাই তোমাকে পর নির্ভরশীল করিয়া তুলিতেছে। আল্লাহর উপর ভরসা করাই তোমার পরিপূর্ণ সম্পদ। অন্যের উপর নির্ভর করা দারিদ্রতা।

ওহে আল্লাহ ভীতি পরিত্যাগকারী! তুমি ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই হীন অপদস্ত থাকিবে। ওহে মানুষ ও আসবাব উপকরণের প্রতি নির্ভরশীল! তুমি ইহকাল ও পরকাল আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য পাওয়া হইতে বঞ্চিত রহিলে। ওহে নিজের আয়ত্তাধীন সম্পদের উপর নির্ভরশীল! তুমি ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর সম্পদ পাওয়া হইতে বঞ্চিত হইলে।

থাকিও না। তোমার নফসকে হারাম হইতে ফিরাইয়া রাখ এবং উহাকে হালাল আহার্য গ্রহণে বাধ্য কর। তোমার বাতেনকে আল্লাহর মোরাকাবায় এবং বাহ্যিক দিককে শরীয়তের অনুসরণে লিপ্ত রাখ। ইহারই পরিণতি হিসাবে তোমার সব কিছুই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে; আল্লাহর মারেফাত লাভ করিবে।

প্রিয় বৎস! এলম শিখ, সরল হও। ফলে কপটতার জাল ও বেড়ী হইতে মুক্তি পাইবে। সৃষ্টি এবং দুনিয়ার জন্য নয় বরং আল্লাহর ওয়াস্তে এলম শিখ। আল্লাহর জন্য এলম শিক্ষার প্রমাণ হইল—আদেশ নিষেধের বেলায় তুমি ভয় করিবে। অন্তরে আল্লাহর ধ্যান রাখিবে, বিনয় প্রকাশ করিবে, লোকের নিকট কোন প্রকারের উপকারের আশা পোষণ না করিয়াই বিনয়তা প্রকাশ করিবে, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য সহায়তা করিবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই লোকের সাথে শত্রুতা বা মিত্রতা ভাব পোষণ করিবে। কেননা, আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যতীত বন্ধুত্ব রাখা প্রকৃত পক্ষে শত্রুতা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যতে প্রতিক্ষিত থাকা, যথাযথই ধ্বংস এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ব্যতীত দান করাই বঞ্চিত হওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"ঈমানের দুইটি অংশ। একাংশ ধৈর্য এবং অন্যাংশ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।" তুমি যদি—বিপদে ধৈর্যধারণ না কর এবং অনুগ্রহ লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কর, তবে তুমি মোমেন নও। ইসলামের মূল হইল মাথানত থাকা। হে আল্লাহ! আমাদের কলবকে সজীবতা দান কর। যাহাদের কলবে এই সজীবতা থাকে তাহারা এই পৃথিবীতে বিদ্যমান না থাকিলে, তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইতে। কারণ, তাহাদের দোআয়ই আল্লাহতাআলা মর্তবাসীকে আযাব হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন। নবুয়তের আকৃতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু উহার প্রকৃতি কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিবে। অন্যথায় এই পৃথিবীতে চল্লিশ জন আবদাল বিদ্যমান থাকার অর্থ কি? তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে নবুয়তের প্রকৃতি বিদ্যমান এবং তাহাদের প্রত্যেকের কলব কোন না কোন নবীর কলবের সাথে সম্পৃক্ত।

ইহারাই এই পৃথিবীতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি যে, আল্লাহতাআলা নাগরিদদিগকে ওস্তাদের স্থালাভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাই রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ।" তাহারা নিরাপত্তা, আমল, কথা ও কাজ প্রতিটি বিষয়ে ওয়ারিশ। কেননা, কর্ম-বিহীন কথা অসার এবং প্রমাণহীণ দাবী কোন কাজেই আসে না।

প্রিয় বৎস! কুরআন ও সুন্নতের অনুসারী থাক, সেই অনুযায়ী আমল করা এবং আমলে আন্তরঙ্গতা থাকা তোমার ঈমানের দাবীর প্রমাণ। আমি তোমাদের আলেমদিগকে জাহেল, বিদ্যাগীদিগকে আসক্ত, মানুষের প্রতি নির্ভরশীল এবং আল্লাহকে বিস্মরণকারী দেখিতেছি। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করা লানতের কারণ স্বরূপ। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তাহার নিজের ন্যায় সৃষ্টির উপর ভরসা করে।" আরও এরশাদ করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি মানুষের নিকট সম্মান কামনা করে, সে অবশ্য অপমানিত।"

তোমার জন্য পরিতাপ! তুমি মানব সমাজ ছাড়িলেই আল্লাহর সাহচর্য লাভ করিবে। তিনি তোমার লাভ লোকসান সম্বন্ধে অবগত করাইবেন। তখন তুমি তোমার ও অন্যের বিষয়বস্তুতে তারতম্য করিতে পারিবে। আল্লাহর দরবারে পড়িয়া থাক এবং কলব হইতে আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় কিছু বাহির করিয়া দাও, তবেই ইহকাল ও পরকালের সৌন্দর্য দেখিতে পাইবে। যতক্ষণ তোমার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত সামান্য পরিমাণ কোন বস্তুও থাকিবে, ততক্ষণ এই মর্যাদা পূর্ণতা লাভ করিবে না। যতক্ষণ তোমার ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা না হইবে, ততক্ষণ না তোমার ধর্ম থাকিবে, আর না ঈমান। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"মাথার সাথে দেহের যেমন সম্পর্ক, ঈমানের সাথে ধৈর্যের তেমন সম্পর্ক।"

করিলেন—ঘৃণিত ব্যক্তি কে? শয়তান বলল পাপী দাতা! তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শয়তান বলিল—কৃপণ মুসলমান দ্বারা আমি এই আশা পোষণ করি যে, একদিন না একদিন সে অবশ্য পাপ করিবে। ফলে আমার আশা পূর্ণ হইবে। আর দানশীলের দ্বারা আমার এ আশঙ্কা হয় যে, হয়ত তাহার দানের জন্য একদিন সে ক্ষমা পাইবে।

দুনিয়ার চিন্তা দুনিয়ার জন্যই রাখ। শরীয়ত যে শ্রমকে জায়েয রাখিয়াছে, উহা দ্বারা আল্লাহর ইবাদতে সাহায্য পাওয়া যাইবে। তুমি নামায রোযা যাবতীয় পুণ্যের কাজ ছাড়িয়া বসিয়াছ। তোমার আপাদমস্তক পাপে নিমজ্জিত। তোমার জীবিকা তো চুরি, ডাকাতি দ্বারা অর্জিত। অতি শীঘ্রই তুমি মৃত্যুবরণ করিবে। মৃত্যুতে মোমেন খুশী, কাফের এবং মুনাফিক দুঃখিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"মোমেন বান্দা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাহার জন্য নির্ধারিত স্থান ও স্বাচ্ছন্দ্যের বস্তু দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্যও আর বাঁচিয়া থাকার আশা করেন না।"

কোথায় তওবাহকারী যে তাহার তওবাহতে সুপ্রতিষ্ঠিত, কোথায় আল্লাহকে লজ্জাকারী যে সর্বক্ষণের জন্য তাহাকেই দৃষ্টির সম্মুখে রাখে? কোথায় সেই ব্যক্তি যে নির্জনে ও লোক সমক্ষে হারাম হইতে আত্মরক্ষাকারী? কোথায় সেই ব্যক্তি যে তাহার কলব ও বাতেনের দৃষ্টি অবতরণকারী? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"চোখও ব্যাভিচারী করে। গায়র মুহরেমের দিকে দৃষ্টিপাত করাই চোখের ব্যাভিচারী।"

ওহে শ্রোতৃবৃন্দ! তোমার চোখ গায়র মুহরেম রমণী ও বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কতই না পাপ করিতেছে। তুমি কি রাসুল (সাঃ)-এর এই বাণী শ্রবণ কর নাই যে—"মোমেনদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি অবণত রাখে।" ওহে দরিদ্র। দারিদ্র্যতায় ধৈর্যধারণ কর, তোমার অভাব অনটন দূর হইয়া যাইবে। রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এরশাদ করিয়াছেন—"হে আয়েশা! পরকালের সাচ্ছন্দ্যতার জন্য দুনিয়ার তিক্ততার গ্রাসকে হযম করিয়া লও।"

তুমি কি অবগত যে তুমি আল্লাহর নিকট কি নামে (ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা) চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছ? ইহা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তোমাকে যাহা আদেশ করা হইয়াছে আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া উহা পালনে তৎপর হও; শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিও না। আল্লাহওয়ালাগণ দুনিয়ার বিছানাপত্র গুটাইয়া দিয়া আল্লাহর দরবারে একপায়ে দণ্ডায়মান আছেন এবং তাহার খাদেমদের সাথে তাহারা খেদমতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাহারা দুনিয়ায় যাহা কিছু গ্রহণ করেন, উহা পরকালের লম্বা সফরের সাহায্যার্থেই গ্রহণ করেন। দুনিয়ার মজা লুট করার জন্য নয়। ইবাদতে শক্তি সামর্থ্য অর্জন করার জন্য পানাহার করেন এবং শয়তানের ফেরব হইতে লজ্জাস্থানকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য বিবাহ করেন। তদুপরি রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নতও আদায় করেন। আল্লাহ আমাদিগকেও তাহাদের অনুসারী কর।

প্রিয় বৎস! যতদিন পর্যন্ত তোমার অন্তরে দুনিয়ার আসক্তি থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তুমি নেককারদের অবস্থা দেখিতে পাইবে না। যতদিন পর্যন্ত তুমি লোকের নিকট হাত পাতিবে এবং তাহাদিগকে আল্লাহর অংশীদার মনে করিবে, ততদিন তোমার কলবের চোখ খুলিবে না। যতদিন পর্যন্ত তুমি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর প্রতি অনাসক্ত না হইবে, ততদিন তোমার পক্ষে কথা বলা ঠিক হইবে না। চেষ্টা কর। এমন বস্তু দেখিতে পাইবে যাহা অন্যের দৃষ্টি গোচর হইবে না। যখন তুমি তোমার আয়ত্তাধীন দুনিয়ার ধন-সম্পদ ত্যাগ করিবে, তখন তুমি পরকালের ধন-ভাণ্ডারের মালিক হইবে। যখন তুমি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হইবে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাহাকে ভয় করিবে তখন তিনি তোমাকে তোমার ধারণাতীত স্থান হইতে জীবিকা দান করিবে! তুমি

সম্পদ সঞ্চয় করা ত্যাগ কর, তিনি তোমাকে দান করিবেন। তুমি অন্তর হইতে আসক্তি দূর কর তিনি নিজে তোমাকে দিবেন।

উত্তম হইল প্রথমে (দুনিয়া) পরিত্যাগ করা, পরে গ্রহণ করা। প্রথমে দুনিয়া ও কামনা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরকে কষ্ট দেওয়া পরে উহা দ্বারা উপকৃত হওয়া। প্রথমাবস্থায় দুনিয়া পরিত্যাগ করা পরহেযগারদের কাজ, পরে দুনিয়া গ্রহণ করা আবদালদের কাজ। কারণ আবদালগণ আল্লাহর আনুগত্যের চরম সীমায় পৌছায় যান। ওহে রিয়াকার! ওহে মুনাফিক! ওহে মুশরিক! তুমি দুনিয়ায় যে লোভ-লালসা ত্যাগ করিয়াছ, তুমি ঐ সম্বন্ধে তাহাদের মোকাবেলা করিও না (তাহারা ছাড়েন নাই আমি কেন ছাড়িব)। তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তুমি তাহাদের পদমর্যাদাদার দাবী করিও না। উহা তোমার আয়ত্তে আসিবে না। তাহারা স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। আর তুমি তোমার স্বভাবের দাস।

ফলে আল্লাহও তাহাদের জন্য স্বভাব বিরোধী কাজ করেন। অর্থাৎ বিনাশ্রমে তাহাদিগকে জীবিকা দান করেন এবং দুনিয়ার কাজে লিপ্ত থাকায় তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না। তোমাদের বেলায় তাহা করা হয় না। তোমরা যখন গভীর ঘুমে অচেতন থাক, তখন তাহারা তাহাজ্জুদে দণ্ডায়মান থাকেন। তোমরা যখন পানাহার কর, তখন তাহারা রোযা রাখেন। তোমরা কৃপণ আর তাহারা দানে মুক্ত হস্ত। তাহাদের ইবাদত আল্লাহর জন্য আর তোমাদের ইবাদত অন্যের জন্য।

তাহাদের উদ্দেশিত জন আল্লাহ আর তোমাদের গায়রুল্লাহ। তাহাদের যাবতীয় কাজ আল্লাহকে সমর্পিত আর তুমি আল্লাহর সমালোচনায় পঞ্চমুখ। তাহারা তাহাদের ভাগ্যলিপিতেই সন্তুষ্ট, তাহারা লোকের নিকট অভিযোগ করার জিহ্বা কর্তন করিয়া রাখিয়াছেন। আর তোমরা উহার বিপরীত। তাহারা তিক্ততায় ধৈর্যশীল। ফলে সেই তিক্ততাই তাহাদের জন্য অমৃতে পরিণত হইয়াছে। তকদীরের ছুরি তাহাদের মাংস কর্তন করে, তাহারা আহ শব্দ পর্যন্ত করেন না। কারণ তাহাদের দৃষ্টি কষ্ট দাতার প্রতি এবং তাহার মধ্যেই তাহারা বিলীন। আল্লাহর দৃষ্টি তাহাদের দ্বারা কোন প্রকার কষ্ট পায় না।

তাই কথিত আছে—"যে সমস্ত জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উহারাও আল্লাহর নেক বান্দাদের দ্বারা কষ্ট পায় না।" আল্লাহর আনুগত্য, সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাহারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই আরাম আয়েশে আছেন। দুনিয়ার নৈকট্যের স্বাদ পরকালে জান্নাত ও দীদারের সুখ, তাহার বাণী শ্রবণ এবং তাহার খেলাত প্রাপ্তি। তাহাদের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি তোমার পাপ, আল্লাহর সম্মুখে নির্লজ্জ হওয়া এবং বেপরওয়া হওয়া হইতে তওবাহ করায় আত্মনিয়োগ কর। তোমার জন্য পরিতাপ! সৃষ্টিকে নয় বরং স্রষ্টাকে লজ্জা করা উচিত।

তিনি সব কিছুর পূর্বে ছিলেন। বিস্ময়কর যে যাহা বিলীন হইবে তুমি উহাকেই লজ্জা কর। আর আদি-অনন্ত এবং চিরঞ্জীব আল্লাহকে মোটেই লজ্জা কর না। তিনি দাতা, অন্যে কৃপণ। তিনি ধনী, অন্যে গরীব। তাহার স্বভাব দান করা, অন্যের স্বভাব কৃপণতা। তোমার প্রয়োজন তাহাকে জানাও। তাহার শরীয়তের গণ্ডীর মধ্যে থাক। পরহেযগারী অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক জান। ইহকাল ও পরকালকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সন্ধানী হও। কেননা, এই দুই জগতের যাহা কিছু তোমার অংশে আছে, উহা অবশ্য তুমি পাইবে, উহা অন্য কেহই পাইবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সকলকে পরিত্যাগ করা তোমার কলবকে অপবিত্রতা হইতে পবিত্র করিয়া দিবে। তোমার কলব যদি তোমাকে তাহার পথে পরিচালনা না করে, তবে তো তুমি জানওয়ার সাদৃশ।

প্রিয় ভাইসব! তোমার জন্য ফেরেশতা নির্ধারিত রহিয়াছেন। তাহারা গুপ্তচরের ন্যায় তোমার প্রতি কাজ ও কথা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। তুমি শাহী বন্দীখানায় আবদ্ধ—কোথাও তোমার যাওয়ার উপায় নাই। তুমি অজ্ঞাত যে, প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিণতি কি? বুদ্ধিমান হও। অন্তর্চক্ষু খোল। তোমার গৃহে দলবদ্ধ হইয়া কোন লোক আসিলে তুমি কথা আরম্ভ না করিয়া তাহাদিগকে বলিতে দাও এবং তাহাদের কথার উত্তর দাও। আর এমন কথা বলিও না যাহাতে কোন উপকার নাই। তওহীদ ফরয, হালাল সন্ধান করা ফরয, কাজ করিয়া প্রতিদান না চাওয়া ফরয।

ফাসেক ও মুনাফিকদের হইতে দূরে থাকিয়া আল্লাহওয়ালাদের সাথে মেলামেশা কর। তুমি যদি ফাসেক এবং নেককারদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ হও, তবে তাহাজ্জুদের সময় উঠিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করতঃ আল্লাহর দরবারে দোআ কর—"হে মাওলা! তোমার নেককার বান্দাদের পরিচয় আমাকে দান কর, যাহারা আমাকে তোমার পথ প্রদর্শন করিবেন, তোমার আহার্য খাওয়াইবেন, তোমার প্রেম সুধা পান করাইবেন, আমার কলবের চোখে তোমার নৈকট্যের সুরমা লাগাইবেন এবং এমন সব রহস্য সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞাত করাইবেন—যাহারা তাহাদের মোশাহাদা দ্বারা দর্শন করিয়াছেন—অন্যের অনুকরণে নয়।

আল্লাহওয়ালাগণ আল্লাহর মেহেরবানীর আহার্য আহার করিয়াছেন, তাহার প্রেম সুধা পান করিয়াছেন। তাহার নৈকট্যের দ্বারা দর্শন করিয়াছেন। তাহারা শুধু সংবাদকেই যথার্থ মনে করেন নাই বরং ইবাদতে মুজাহাদা, বিপদে ধৈর্যধারণ করিতে থাকেন। ফলে কানে শুনা সংবাদ তাহাদের নিকট চোখে দেখা ঘটনায় পরিণত হয়। যখন তাহারা তাহাদের প্রভু পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাহাদিগকে আদব এবং শিষ্টতা শিক্ষা দেওয়া হয়। হেকমত ও এলম সম্বন্ধে অবহিত করেন। তাহার রাষ্ট্র সম্পর্কে তাহাকে পরিচয় দান করেন। তাহাকে বলিয়া দেওয়া, তিনি ব্যতীত কাহারও কিছু করা না করা, দেওয়া না দেওয়ার কোন ক্ষমতাই নাই। হে আল্লাহ! ক্ষমা ও মেহেরবানীর সাথে আমাদিগকে ঐ সমস্ত কিছু দান কর—যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছ। আমাদের পরকাল ও ইহকাল সৌন্দর্যমণ্ডিত কর এবং দোযখের আযাব হইতে মুক্তি দান কর।

প্রিয় ভাইসব! পরহেযগারী পরিত্যাগ করা হইতে তওবাহ কর, পরহেযগারী ঔষধ। উহা পরিত্যাগ করাই রোগাক্রান্ত হওয়া। তওবাহ কর—তওবাহ ঔষধ। পাপ করা রোগ। একদিন রাসূলে (সাঃ) সাহাবা কেরামদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—আমি কি তোমাদিগকে জ্ঞাত করাইব না তোমাদের ঔষধ কি, আর কি তোমাদের রোগ? সাহাবা কেরামগণ আরয করিলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! এরশাদ করুন। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিলেন—পাপ করা তোমাদের রোগ এবং তওবাহ করা উহার ঔষধ।

পাপ ঈমানকে রোগাক্রান্ত এবং দুর্বল করিয়া ফেলে। যিকর এবং যিকরের মজলিসে বসা উহার প্রতিষেধক। সত্যিকারের তওবাহ কর অবশ্যই মুক্তি পাইবে। তওহীদ ও এখলাসের সাথে কথা বল—নিরাপদ থাকিবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে বিপদ আসার সময় ঈমানকে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার কর (অর্থাৎ অভিযোগ করিও না, দুঃখ কষ্ট কম হইবে)।

হযরত শায়খ গাওসুল আযম (রঃ) ওয়ায আরম্ভ করার পূর্বে তিনবার বলিতেন—বিশ্ব পালক মহান আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। প্রতিবার বলার পর কিছুক্ষণ চুপ থাকিতেন। তারপর বলিতেন—তিনি সীমাতীত প্রশংসার মালিক! তিনি গায়েব ও হাযের সম্বন্ধে জ্ঞাত। অত্যন্ত করুণাময় বাদশাহ। সীমাহীন পবিত্র। সকলের উপর বিজয়ী হেকমত বিশিষ্ট। আমি সততার সাথে স্বীকার করিতেছি যে—তিনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই। তিনি অংশীবিহীন

পর্যায়ের ফকীহ, মুত্তাকী এবং সংসার বিরাগী ছিলেন। এলমও শিখিয়াছেন আবার আমলও করিয়াছেন। এলমের হক এলমকে দিয়াছেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করিয়া আমলের হক আমলকে দান করিয়াছেন।

ইহার প্রতি অন্তরঙ্গতা রাখ। আল্লাহ তাহাদিগকে স্বীয় সন্তুষ্টি দান করিয়াছেন। কেননা আল্লাহই তাহাদের উদ্দেশিত জন ছিলেন। রাসূল (সাঃ) স্বীয় সন্তুষ্টি তাহাকে দান করিয়াছিলেন। তাই তাহারা তাহার অনুজ্ঞ ছিলেন। তাহাদের সকলের এবং নেক্‌কারদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। তাহাদের সাথে আল্লাহ আমাদিগকেও তাহার রহমতে শরীক করুন।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ না করে, এক হাতে তাহার উপর অবতীর্ণ কুরআন না ধরে এবং তাহার প্রদর্শিত পথে আল্লাহর দিকে অগ্রসর না হয় সে ধ্বংস হউক—আবার ধ্বংস হউক। শরীয়ত ও কুরআনই আল্লাহর পথের পরিচালক। কুরআন আল্লাহ পর্যন্ত এবং সুন্নত রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত পৌছানকারী। হে আল্লাহ! আমাদের ও আমাদের নফসের মধ্যে দূরত্ব করিয়া দাও। আমাদের ইহকাল ও পরকাল সৌন্দর্যমণ্ডিত কর এবং পরকালে দোযখ হইতে মুক্তি দান কর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ মজলিস নম্বর-ছাব্বিশ ॥

[৫৪৫ হিজরী ঃ ২০শে যিলহজ্জ, খানকাহ শরীফ]

প্রসঙ্গ ঃ সৃষ্টির প্রতি প্রত্যাশা না করা

রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"আরশের ভাণ্ডারের মধ্যে বিপদাপদ গোপন রাখাও একটি ভাণ্ডার।"

ওহে সেই ব্যক্তি যে কোন বিপদে হায় মাতম করতঃ প্রকাশ করে এবং নিজের বিপদ সম্বন্ধে লোকের নিকট অভিযোগ করিয়া বেড়ায়। লোকের নিকট বিপদের কথা বলিয়া তোমার কি উপকার হইবে? তাহারা তোমার না কোন উপকার করিতে পারিবে আর না অপকার। যখন তুমি তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াছ এবং তাহাদিগকে বিপদদাতা মনে করিয়া আল্লাহর সাথে শরীক করিয়াছ তখন তোমাকে তাহার দরবার হইতে দূর করিয়া দিবেন। তুমি তাহার ক্রোধ স্থলে পরিণত হইয়া তোমার ও তাহার মধ্যে তুমিই অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।

ওহে জাহেল! তুমি এলমের দাবী কর অথচ পরিচয় দিতেছ জাহেলের। কেননা, তোমার দুনিয়া পরওয়ারেদিগার ছাড়িয়া অন্যের সন্ধানী। মোটের উপর তোমার অজ্ঞতা হইল তুমি লোকের নিকট অভিযোগ করিয়া মুক্তি পাইতে চাও। তোমার জন্য পরিতাপ! লোভী কুকুর (জন্তু হওয়া স্বত্ত্বেও শিকারী হওয়ার দরুন) শিকার তাহার মালিকের জন্য রাখিয়া দেয়। স্বীয় লোভ-লালসা ও স্বভাব পরিত্যাগ করে। আর বাজ পাখীও শিক্ষার দরুন নিজের স্বভাব বিরোধী কাজ করে। অর্থাৎ শিকার করিয়া নিজে না খাইয়া মালিকের হাতে পৌছাইয়া দেয়। অথচ তুমি মানুষ হইয়া এই শিক্ষা গ্রহণ করার বেশী উপযোগী।

তোমার নফসকে তুমি শিখাও এবং বুঝাও যেন উহা তোমার ধর্মকে না খায় এবং তোমাকে টুকরা টুকরা না করে। আল্লাহর ঐ সমস্ত আমানতের খেয়ানত না করে আল্লাহ যাহা তাহার হেফাযতে দিয়াছেন। মোমেনের নিকট তাহার ধর্ম স্বীয় রক্ত মাংসের ন্যায়। শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে নফসকে নিজের সাথে রাখিও না। শিক্ষা গ্রহণ করার পর যখন সে মালিকের হক বুঝিতে পারে

এবং প্রশান্ত হইয়া যায়, তখন উহা যেদিক যায় তুমিও উহার সাথে যাইতে পার। কোন অবস্থায়ই উহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিও না। যখন উহা প্রশান্ত হয়, সহনশীল হয় এবং ভাগ্য সন্তুষ্ট থাকে তখন সে সাদা এবং লাল আটার রুটির মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করিবে না। আর যে কাজের পরিণতি শুধু হাসি-তামাশা—উহা বন্ধ হইয়া যাইবে।

খাওয়ার চেয়ে অনাহারে থাকা তাহার প্রিয় মনে হইবে। ভাল কাজ, আনুগত্য প্রকাশ ও উৎসর্গ বাহুর শক্তিতে পরিণত হইবে। স্বভাব পরিবর্তন হইয়া দয়ালু ও দানশীলে পরিণত হইবে। দুনিয়ার মোহ চলিয়া গিয়া পরকালের প্রতি অনুরাগী এবং মাওলার সন্ধানী হইবে তখন নফসও তোমার সাথে মাওলার সন্ধানী হইবে এবং তোমার কলবের সাথে মাওলার দরজার দিকে অগ্রসর হইবে।

এই অবস্থায় ভাগ্য আসিয়া বলিবে—পানাহার কর এমন যে কিছু খাও নাই। বুদ্ধিমান রোগী চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কিছু পানাহার করে না। চিকিৎসকের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিতে তাহার পরামর্শ মানিয়া চলে এবং স্বীয় স্বার্থের জন্য লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে।

ওহে লোভী! ওহে ক্ষিপ্র! যে আহার্য তোমার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে কাহার সাধ্য যে তুমি ব্যতীত সে উহা খাইবে। তোমার পোশাক, তোমার গৃহ এবং তোমার বাসস্থানে ও অন্যান্য যাহা কিছু তোমার জন্য করা হইয়াছে তুমি ব্যতীত উহা ব্যবহার করা কাহারও সাধ্য নাই। তবে এই নাদানী কেন? না তোমার স্থিরতা আছে, না জ্ঞান, না ঈমান আর না আছে তোমার আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা।

ওহে শ্রমিক! তুমি কোন মেহেরবান মালিকের কাজ করিলে আদরের সাথে থাক, পারিশ্রমিক চাহিও না। চাওয়া ব্যতীতই তুমি পাইবে। মালিক যখন দেখিবেন তুমি শিষ্ট এবং তোমার কোন প্রকার লোভ-লালসা এবং উদ্বিগ্নতা নাই, তখন তোমার অন্যান্য সাথী শ্রমিকদের উপর তোমাকে মর্যাদা দান করিবেন; তোমার চাওয়ার চেয়ে বেশী দান করিবেন। তর্ক বিতর্ক এবং সমালোচনা দ্বারা নয় বরং শিষ্টতা এবং যাহেরী বাতেনী নির্লোভ ও আনুকূল্য প্রদর্শনে তাহার সাহচর্য লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট আল্লাহ তাহাকে সাহচর্য চিরস্থায়ী দান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর আরেফ তিনি অন্যান্যকে পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাহার জীবন মরণ আল্লাহর সাথেই হয়।

প্রিয় বৎস! তুমি যখন কথা বল তখন ভাল নিয়তে বল, আবার যখন চুপ থাক তখন ভাল নিয়তে চুপ থাক। নিয়ত পূর্বে না করিলে কোন কাজই শুদ্ধ হয় না। কথা বল বা চুপ থাক—উভয় অবস্থায়ই তুমি পাপী। কেননা, তোমার নিয়ত দুরস্ত কর নাই। তোমার চুপ থাকা বা কথা বলা উভয়ই সুন্নত বিরোধী। যে অবস্থায় পরিবর্তন, জীবিকার সঙ্কীর্ণতা এবং এক গ্রাস কম হইলে আল্লাহর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর। সম্মানের একটু লাঘব হইলে, আকাঙ্খিত বস্তুতে সামান্য তারতম্য দেখা দিলে আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও যেন তোমারই রাজত্ব, তাহার উপর আদেশ কর এমন কেন হইল এমন কেন হইল না? এমন কর এবং এমন করিও না। এইরূপ করার দরুনই লোভ অভিশপ্ত হয় এবং আল্লাহর ক্রোধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

হে বনী আদম! তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? তোমার জন্ম তো এক ফোটা অপবিত্র পানি হইতে। তোমার প্রভুর সম্মুখে বিনয়ী হও, মাথা নত কর। তোমার মধ্যে যখন কোন প্রকার পরহেযগারী নাই তখন না আল্লাহর নিকট তোমার কোন ইযযত আছে, না তাহার নেককার বান্দাদের নিকট। দুনিয়া হেকমতের গৃহ। প্রতিটি বিষয় কোন উপকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই সম্মান পাওয়া পরহেযগারীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরকাল আপদমস্তক কুদরতময়। সেখানে যখন কোন উপকরণের প্রয়োজন হইবে। সব কিছু কুদরতে হইবে।

পূর্ববর্তী নেখবখতদের স্বভাব।" প্রথম ঈমান আন পরে ইয়াকীন। অতঃপর ফানা। আল্লাহর সাথে অস্তিত্ব রাখ, নিজের সাথে নয় এবং অন্য কাহারও সাথে নয়। ইহা অবশ্য শরীয়তের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। রাসূল (সাঃ)-কে সন্তুষ্ট রাখিয়া এবং কালামুল্লাহ শরীফকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে।

এই কালামুল্লাহ শরীফই তেলওয়াত করা হয় এবং শ্রবণ করা হয়। যে ব্যক্তি উহার বিপরীত বলে তাহার কথা কোন কালেও গ্রহণ যোগ্য নহে। কাগজে বা কলমে লিখিত কুরআনই আল্লাহর বাণী—যাহার এক প্রান্ত তাহার হাতে আর এক প্রান্ত আমাদের হাতে। কুরআনই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সোপান। আল্লাহকে ধরিয়া থাক, তাহার হইয়া থাক এবং তাহার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। ইহাতেই তোমার ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজন সমাধা হইয়া যাইবে, তিনি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। হায়াত মওত এবং সর্বাবস্থায় তিনিই তোমাকে বিপদ মুক্ত রাখিবেন।

পবিত্র কালামুল্লাহকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর। উহার খেদমত কর—উহাও তোমার খেদমত করিবে। অর্থাৎ কুরআন তোমার কলবের হাত ধরিয়া তাহার মহান প্রভুর দরবারে পৌঁছাইয়া দিবে। তোমাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর বড় খেদমত এইভাবে সম্পন্ন করিবে যে, উহাতে আমল করা তোমার কলবের বাহুতে পাখা লাগাইয়া দিবে। সেই পাখা দ্বারা তুমি তোমার প্রভুর দরবারের দিকে উড়িয়া যাইবে।

ওহে পশমী পোশাক পরিধান করিয়া সুফী হওয়ার আকাঙ্খী। প্রথমে স্বীয় বাতেন, তারপর কলব, তারপর নফস এবং সর্বশেষে তোমার দেহে পশমী পোশাক পরিধান করাও। বৈরাগ্যের আরম্ভ বাতেন হইতে হয়, যাহের হইতে বাতেনের দিকে নয়। তোমার বাতেন যখন পরিশুদ্ধ হইবে তখন সেই পবিত্রতা, কলব, নফস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পোশাক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিবে। তোমার সমস্ত দেহে উহা প্রতিক্রিয়াশীল হইবে। প্রথমে গৃহের অভ্যন্তর তৈরী করা হয়। অতঃপর দরজা জানালা তৈরি করার জন্য বাহিরে আস। বাহ্যিক দিক হইল হাঁ অভ্যন্তর হইল না—এমন যেন না হয়। সৃষ্টির সাথে প্রেম-প্রীতি অথচ আল্লাহর প্রতি উদাসীনতা এমন যেন না হয়।

ওহে পরকালের প্রতি উদাসীন দুনিয়াদার! স্রষ্টার প্রতি উদাসীন সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী! তুমি যে ধারণা ও কাজে লিপ্ত, কেয়ামতের দিন উহা তোমার কোন কাজেই আসিবে না। বরং উল্টা তোমার ক্ষতি সাধন করিবে। তোমার নিকট যে পণ্য দ্রব্য আছে উহা কেয়ামতের দিন তোমার নিকট হইতে ক্রয় করা হইবে না। তোমার পণ্যদ্রব্য তো রিয়া, নিফাক এবং নাফরমানী। পরকালে উহা একেবারেই মূল্যহীন। তোমার ইসলামকে বিশুদ্ধ কর। অতঃপর দুনিয়ার বস্তু গ্রহণ কর। ইসলাম শব্দের মূল ধাতু ইসতিসলাম হইতে। উহার অর্থ নিজেকে অন্যের হাতে তুলিয়া দেওয়া।

তাহার কাজ তাহার দায়িত্বে ছাড়িয়া দাও! অর্থাৎ জীবিকা দানের দায়িত্ব তাহার। সুতরাং সময় ও পরিমাণ মত অবশ্য তিনি দান করিবেন। তোমাকে তাহার হাতে সমর্পণ কর, তাহার উপর ভরসা রাখ, তোমার শক্তি সামর্থ্যকে ভুলিয়া যাও, যাহা কিছু ধন-সম্পদ তোমার অধিকারে আছে উহা আল্লাহর পথে খরচ কর। সৎকাজ করিয়া ভুলিয়া যাও। অর্থাৎ উহার প্রতিদান বাকল মাত্র। যাহাতে সারবস্তু নাই—শুধু লাকড়ী। উহা জ্বালানো ব্যতীত আর কোন কাজে আসে না। উহা আত্মাহীন দেহ, অর্থহীন আকৃতি। ইহাতো মুনাফিকদের কাজ।

প্রিয় বৎস! সমস্ত সৃষ্টি যন্ত্রপাতি স্বরূপ—আল্লাহ কর্মকার এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী। যে ইহা বুঝিতে পারিয়াছে সে যন্ত্রপাতির কার্যকারিতায় বিশ্বাসী হইতে মুক্তি পাইয়া উহ

করিবে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হইতে বিরত থাকিবে। আর যদি তোমার ভাগ্যে প্রশস্ততা থাকে, তবে স্বীয় বৈরাগ্য এবং অল্পে তুষ্ট থাকার দরুন তুমি সকল কিছু হইতে অমুখাপেক্ষী থাকিবে। অল্পে তুষ্ট কোন মুসলমান কোন কিছুর প্রয়োজন মনে করিলে বিনয়তা, তওবাহ এবং হীনতার সাথে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়। আল্লাহ তাহার প্রার্থনা কবুল করিলে সে শুকরিয়া আদায় করে। আর কবুল না করিলে কোন প্রকার সমালোচনা না করিয়া আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখেই মাথানত করিয়া দেয়।

এমন ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম, রিয়া—কপটতা দ্বারা ধন-সম্পদ কামনা করে না। হে মুনাফিক! তুমি যেমন কামনা কর তাহারা তেমন কিছু কামনা করেন না। রিয়া, কপটতা এবং নাফরমানী আল্লাহর দ্বারে ধাক্কা খাওয়ার কারণ স্বরূপ। রিয়াকার মুনাফিক নিজের ধর্ম বিক্রয় করিয়া দুনিয়া অর্জন করে। অনুপযুক্ত হওয়া স্বত্তেও নেককারদের আকৃতিতে লোক সমাজে মেলামেশা করে। অথচ তাহাদের ন্যায় কাজ না করিয়াই তাহাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলিয়া পরিচয় দান করে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্তর হইতে সব কিছু বাহির করিয়া দেওয়া উহার প্রমাণ (সুতরাং প্রমাণ না থাকিলে ঈমান ও তওহীদের দাবী মিথ্যা)।

ওহে মিথ্যাবাদী! সত্যবাদী হও। স্বীয় প্রভু হইতে পলায়ন করা হইতে বিরত থাক। একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দরবারের দিকে অগ্রসর হও এবং (সেখানে পৌঁছিয়া) ক্ষমা প্রার্থনা কর। ঈমানদার অবস্থায় দুনিয়ায় যাহা কিছু গ্রহণ করিবে, শরীয়তের অনুমতিক্রমে গ্রহণ করিবে। বেলায়েতের অবস্থায় আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত মোতাবেক আল্লাহর নির্দেশক্রমে গ্রহণ করিবে। যখন বদলিয়াত ও কুতুবিয়াতের অবস্থা হইবে, তখন আল্লাহর ইচ্ছামতই কার্য সমাধা হইবে। অর্থাৎ তিনিই পানাহার করাইবেন। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হইবে না।

হে বৎস! তোমার কি লজ্জা হয় না? তোমার নফসের জন্য ক্রন্দন কর, যে পথভ্রষ্ট এবং সামর্থ্য বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তোমার কি লজ্জা হয় না যে, আজ ফরমাবরদার আর কাল নাফরমান হইয়া যাও। আজ তাওহীদবাদী আর কাল মুশরিক। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"যে ব্যক্তির দুইদিন একই ভাবে অতিবাহিত হয় সে বদ নসীব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিদিন উন্নতির পথে অগ্রসর না হয় সে দুর্ভাগা।"

হে বৎস! তোমার দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। আবার তোমাকে ছাড়াও কিছু হইতে পারে না। তাই চেষ্টা কর, সাহায্য করা আল্লাহর কাজ। তুমি যে সমুদ্রে (দুনিয়ায়) আছ উহাতে অবশ্য হাত পা নাড়াচাড়া কর। ঢেউ তোমাকে উলট পালট করিয়া তীরে লইয়া আসিবে। তোমার কর্তব্য চেষ্টা করা, ফলাফল আল্লাহর হাতে। তোমার কাজ পাপ পরিত্যাগ করা, নিরাপদ রাখা আল্লাহর দায়িত্বে। তুমি সত্যিকারভাবে তাহার সন্ধান কর, তিনি অবশ্য তোমার জন্য তাহার নৈকট্যের দ্বার খুলিয়া দিবেন। তুমি তোমার দিকে তাহার রহমতের হাত প্রসারিত দেখিবে। তাহার দয়া ও করুণা এবং মহব্বত তোমার জন্য পাগল। ইহাই আহলুল্লাহদের মূল উদ্দেশ্য।

ওহে নফস, কামনা, স্বভাব এবং শয়তানের বান্দা! আমি তোমাকে কি বলিব? আমি সত্যই সত্য, আসলের মধ্যে আসল, পবিত্রতার মধ্যে পবিত্রতা। আস, আল্লাহ ব্যতীত সকলের সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। ওহে মুনাফিক এবং মিথ্যাবাদী। আমি তোমাদের অযথা বিষয়বস্তুর অনুকূলে নই। আমি তোমাদের মুখের উপর সত্য কথা বলিতে লজ্জিত নই। আর কেনইবা লজ্জিত হইব? তুমি তো আল্লাহকে লজ্জা কর না। তুমি তো তাহার সম্মুখেই লজ্জাহীনের ন্যায় কাজ কর। তোমার জন্য যে সমস্ত ফেরেশতা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন—তাহাদের সম্মুখেও লজ্জাহীনতা প্রকার কর। আমার নিকট সততা আছে যাহা দ্বারা

আমি প্রতিটি কাফের, মিথ্যাবাদী এবং মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করি—যাহারা তওবাহ করে না এবং তওবাহ ও ক্ষমা ভিক্ষার সাথে স্বীয় প্রভুর দিকে অগ্রসর হয় না।'

একজন বুযর্গ বলেন—'সিদক বা সততা আল্লাহর তরবারী। তাহার তরবারী পৃথিবীতে যাহার মাথার উপর রাখা হয় উহা দ্বিখন্ডিত করিয়া ফেলে। আমার কথা শোন, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী। আমি তোমাদের উপকারার্থেই তোমাদিগকে চাই। আমি তোমাদের নিকট মৃত, আল্লাহর সাথে জীবিত। যে আমার সত্যিকারের সাথী সে অবশ্য তাহার কাম্য বস্তু পাইয়াছে। আর যে আমাকে মিথ্যা জানিয়াছে সে বঞ্চিত হইয়াছে এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তি পাইয়াছে। আল্লাহর কাজের সমালোচনা না করা এবং তাহা ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করা আল্লাহর মারেফাত প্রাপ্তির সোপান।

তাই মালেক ইবনে দীদার (রঃ) তাহার মুরীদদিগকে বলিতেন—'যদি আল্লাহর মারেফাত কামনা কর তবে তাহার ব্যবস্থাপনা ও ভাগ্য লিপিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ কর এবং স্বীয় নফস, কামনা বসনা, স্বভাব এবং ইচ্ছাকে তদবীর ও তকদীরের ব্যাপারে আল্লাহর শরীক করিও না। ওহে সুস্থ এবং আমল করা হইতে চিন্তাহীন ব্যক্তি। আল্লাহ হইতে তোমার কি হইতেছে? যদি তোমার অন্তর উহা হইতে জ্ঞাত হয় তবে তোমার বড়ই দুঃখ এবং লজ্জা হয়। ওহে জনতা! জাগ্রত হও। অতি শীঘ্রই তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে। তোমাদের জন্য অন্যে কান্নার পূর্বেই তোমরা ক্রন্দন কর। তোমাদের পাপরাশি সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। তোমাদের পরিণতি সন্দেহজনক।

তোমার অন্তর দুনিয়ার ভালবাসা ও লোভে আক্রান্ত। বৈরাগ্য এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা কর। ধর্ম নিরাপদ থাকা হইল মূলধন এবং নেক কাজ উহার মুনাফা। যে কাজ তোমাকে অবাধ্য করে উহা পরিত্যাগ কর এবং যতটা তোমার প্রয়োজন, ততটায় সন্তুষ্ট থাক। জ্ঞানবান লোক পার্থিব কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকে না। কারণ সে তো পরকালের চিন্তায় বিভোর। তাহার হালালের হিসাব (কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইবে যে উহার পরিবর্তে কি কাজ করিয়াছ) এবং হারাম হইল শাস্তি (যে কেন খাইয়াছিলে?)। তোমাদের অনেকেই তো হালাল হারামের কথা ভুলিয়া গিয়াছ। তাই, সব সময় বেপরওয়াভাবে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছ।

হে বৎস! দুনিয়ার কোন বস্তু যখন তোমার সম্মুখে আসে এবং দেখ যে তোমার অন্তর উহার প্রতি আসক্ত, সাথে সাথে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। কিন্তু তোমার তো অন্তরই নাই। তোমার আপাদমস্তক কামনা-বাসনা এবং লোভ-লালসায় পূর্ণ। অন্তরওয়ালাদের সাথে থাক, তুমিও অন্তরওয়ালা হইবে। তোমার জন্য এমন পীরের প্রয়োজন, যিনি জ্ঞানবান, আল্লাহর নির্দেশ পালনকারীকে শিষ্টতা শিক্ষা দেন, এলম শিক্ষা দেন এবং নসীহত করেন।

ওহে দুনিয়ার পরিবর্তে পরকাল বিক্রয়কারী। তুমিতো অজ্ঞতার বাদশাহ! তুমি তো জানওয়ারের মত খাও। হালাল হারামে কোন প্রকার তারতম্য কর না। মোমেন শরীয়ত মত মোবাহ বস্তু সন্ধান করিয়া আহার করেন। অলী কলবের নির্দেশমত আহার করেন। আর আবদাল খাওয়া না খাওয়ার কোন প্রকার বন্দোবস্তই করেন না। বরং স্বয়ং বস্তু তাহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল হয় এবং তাহারা তাহাদের মহান প্রভুর সাথে অবস্থান করেন। তাই অলী নির্দেশের সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং আবদালের ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিতে কিছুই থাকে না। আর ইহা শরীয়তের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি স্বীয় অস্তিত্ব এবং সৃষ্টি হইতে ফানা হইয়া যায় তিনি শরীয়তের গণ্ডী বজায় রাখেন। অতঃপর কুদরতের সমুদ্রে পড়িয়া চিৎকার করিয়া বলেন—'হে কুদরতের মালিক। আমাকে বাঁচাও। কুদরতের সমুদ্রের তরঙ্গবাজী তাহাকে উপরে উঠায়, আবার তলে তলাইয়া

আল্লাহর অনুগত কিভাবে হইতে হয় উহা আল্লাহর অনুগত বান্দাদের নিকট শিখ। এলম আমল করার জন্য তৈরী করা হইয়াছে, মুখস্ত করা বা লোক দেখানোর জন্য নয়। এলম শিখ, আমল কর। অতঃপর অন্যকে শিখাও। তুমি আলেম হইয়া আমল করার পর চুপ থাকিলেও তোমার এলম কথা বলিবে এবং আমলের জিহ্বা দ্বারা কথা বলিবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এলমের ভাষায় কথা বলা হয় বলিয়া উহা প্রতিক্রিয়াশীল হয় না। যাহা আমলের ভাষায় বলা হয় উহাই প্রকৃত নসীহত। অর্থাৎ নিজে আমল করার পর বলিবে। তাই এক বুযর্গ বলিয়াছেন—যাহার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য উপকারী না হয় তাহার ওয়ায তোমার কোন কাজেই আসিবে না।" যে ব্যক্তি স্বীয় এলম অনুযায়ী আমল করে সে নিজে যেমন উপকৃত হয় তেমনি অন্যেও তাহার দ্বারা লাভবান হয়। কেননা, আল্লাহতাআলা আমার নিকট উপস্থিত ব্যক্তিদের দ্বারা অবস্থা অনুযায়ী কথা বলান (তাই তাহারা উপকৃত হয়)। এইরূপ না হইলে (উপকারের পরিবর্তে) তোমাদের ও আমার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া যাইত।

আমার ইয্যত ও সম্পত্তি তোমাদের জন্য উৎসর্গকৃত। আমার নিকট কিছুই নাই। যদি কিছু থাকিত তবে উহাও দিতাম। উপদেশ দান এবং মঙ্গল কামনা করা ব্যতীত তোমাদের ও আমার মধ্যে অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদিগকে নসীহত করি—আমার স্বার্থে নয়। তকদীরের অনুকূলে থাক—অন্যথায় তোমার গর্দান মচকাইয়া দিবে। তাহার মর্জি মোতাবেক তাহার সাথে চল, অন্যথায় তিনি তোমাকে যবেহ করিয়া ফেলিবেন। তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া থাক, যেন তোমার অবস্থা দেখিয়া তোমার জন্য তাহার করুণার উদ্রেক হয় এবং তোমাকে তাহার পিছনে বসান।

আল্লাহওয়ালাদের কাজের আরম্ভ পরিশ্রম দ্বারা হয়। তিনি শরীয়তের হাতে প্রয়োজন মোতাবেক গ্রহন করেন। এমনকি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং তাওয়াক্কুল আসে তখন তাহাদের কলবে ধৈর্য ও স্থিরতার মোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অর্থাৎ জীবিকার চিন্তা তাহাদের থাকে না। দুনিয়ায় তাহাদের ভাগ্যে যাহা কিছু থাকে উহা বিনাশ্রমে। সুস্বাদু এবং পরিমাণ মত তাহাদের নিকট আসিতে থাকে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে প্রত্যেকে জান্নাতের নেয়ামতে আগ্রহী না হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবেন। কেননা, তাহাদের আকাঙ্খিত জন একমাত্র আল্লাহ। বরং উহাতেও তাহারা আল্লাহর আনুকূল্য প্রদর্শন করিবেন (তিনি আদেশ করায়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবেন)। যেমন তাহার অনুকূলে থাকেন ভাগ্যে ঐ সমস্ত বস্তু পাইতে, যাহা দুনিয়ায় তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। (যদিও তাহারা না দুনিয়াকামী আর না পরকালকামী ছিলেন)। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাহাদের ভাগ্যের বস্তু পূর্ণভাবে দান করেন। কেননা, তিনি তাহার বান্দাদের উপর অত্যাচারী নহেন (নেককারদিগকে দুনিয়ায় অনাহারে রাখা এবং পরকালে দোযখের শাস্তি দেওয়া আল্লাহর কাজ নহে)।

প্রিয় বৎস! তোমার ক্ষমতা অনুযায়ীই তুমি পাইবে। উন্নত মনবল লইয়া আল্লাহকে সন্ধান কর তাহাকেও পাইবে, দুনিয়া ও জান্নাতও পাইবে। অন্তর হইতে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু পরিত্যাগ কর, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবে। স্বীয় নফস ও সৃষ্টি হইতে মৃত্যুবরণ কর, তোমার ও আল্লাহর মধ্যস্থিত অন্তরায় দূর হইয়া যাইবে। এখন যদি কেহ বলে কিভাবে মৃত্যুবরণ করিবে? স্বীয় নফস, কামনা, স্বভাবের অনুসরণ এবং সৃষ্টি, আসবাব উপকরণ হইতে চোখ কান বন্ধ কর, আল্লাহর সাথে শরীক করা হইতে বিরত থাক, মুখ বন্ধ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কিছু চাওয়া পাওয়ার আশা পরিত্যাগ কর—ইহাই মৃত্যুবরণ করা।

তোমার জন্য আফসোস! তুমি যখন তোমার মাতৃগর্ভে ছিলে তখন সেখানে তোমাকে কে পানাহারের বস্তু দিত? আর আজ তুমি তোমার নফস, ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ এবং দেশের বাদশাহর উপর তুমি নির্ভর করিতেছ। তুমি যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল উহাই তোমার মাবুদ। যাহাকে তুমি ভয় কর, যাহাকে তুমি লাভ লোকসানের কারণ মনে কর উহাই তোমার মাবুদ। অথচ তুমি বুঝিতেছ না যে উহাদের মাধ্যমে যিনি তোমাকে দান করেন তিনি তোমার একমাত্র মাবুদ। অতি সত্তরই তুমি তোমার পরিণতি দেখিতে পাইবে যে আল্লাহ তোমার শ্রবণ, দর্শন শক্তি এবং যাহার উপর তুমি নির্ভর করিয়া রহিয়াছ উহা তোমা হইতে ছিনাইয়া লইবেন। তোমার ও যাবতীয় সৃষ্টির সাথে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিবেন।

তাহাদের অন্তর তোমার প্রতি কঠোর করিয়া দিবেন। তাহারা তাহাদের দানের হাত সঙ্কুচিত করিয়া লইবে যে, একটি শস্য কণাও তোমাকে দান করিবে না। তোমার মুখের উপর সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে যে, যে দ্বারেই তুমি হাত পাতিবে সেখান হইতেই তোমাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। তোমার এই অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দেওয়ার জন্য দোআ করিলে তোমার দোআ কবুল হইবে না। কেন তোমার এই অবস্থা হইবে? এই জন্যই যে, তুমি তাহার সাথে অন্যকে শরীক করিয়াছ, তিনি ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করিয়াছ, তাহার নেয়ামত অন্যের নিকট চাহিয়াছ, এবং পাপ কাজে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছ। আমি এই জাতীয় বহু লোক দেখিয়াছি এবং অন্যায়কারী এই ভাবেই পাপের পথে অগ্রসর হয়। কেহ কেহ তওবাহ করিয়া আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করে। আল্লাহ মেহেরবানী করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করেন এবং রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করেন।

হে আল্লাহর সৃষ্টি! তওবাহ কর। ওহে মৌলভী, ফকীহ, যাহেদ এবং আবেদ! তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যাহার তওবাহ করার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট তোমাদের হায়াত মওতের সংবাদ আছে। যখন তোমাদের কাজের আরম্ভ (তোমাদের বাহ্যিক কাজের) আমার নিকট সন্দেহজনক হয় তবে কাজের পরিণতি তোমাদের মৃত্যুর সময় আমার নিকট প্রকাশ লাভ করে (ভাল মরণ মরিলে মোমেন হওয়া বা খারাপ মরণ মরিলে মুনাফিক হওয়া প্রকাশ পায়)।

তোমাদের দেওয়া টাকা পয়সায় আমার কোন প্রকার সন্দেহ হইলে উহা খরচ করার অপেক্ষায় থাকি। যদি আমার পরিবার আল্লাহর ফকির অথবা জনসাধারণের জন্য খরচ হয়, তবে মনে করি হালালভাবে অর্জিত অর্থ ছিল। আর যদি ঐ সমস্ত সিদ্দীকদের জন্য খরচ হয় যাহারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা, তখন আমি জানিতে পারি যে এই অর্থ আল্লাহর উপর ভরসা করায় অর্জিত হইয়াছে এবং ইহা বিশুদ্ধ হালাল। আমি তোমাদের সাথে হাট-বাজারে ছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ আমাকে এইভাবে এবং অন্য উপায়ে অবগত করান যে এই অর্থ হালাল না হারাম।

হে বৎস! আল্লাহ তাহাকে ব্যতীত অন্য কিছু তোমার কলবে দেখুন—ইহা হইতে দূরে থাক। অন্যকে ভয় করা বা অন্যকে ভালবাসা ইহাও যেন না দেখেন। আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় কিছু হইতে তোমার অন্তর পবিত্র কর। অন্য কাহাকে উপকার বা অপকার করার অধিকারী মনে করিও না। সব কিছুই আল্লাহর তরফ হইতে হইয়া থাকে। তুমি তাহারই গৃহে তাহারই দেওয়া যেয়াফত খাইতেছ।

হে সাহেবজাদা! তুমি যাহা কিছুই সৌন্দর্যময় দেখ এবং উহাকে তুমি প্রিয় মনে কর উহা তো অসম্পূর্ণ ভালবাসা। এই ভালবাসার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। আল্লাহর সাথে বিশুদ্ধ ভালবাসার কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। তাহাকেই তুমি তোমার কলবের চোখে দেখিবে। উহাই সিদ্দীকদের এবং রুহানী ভালবাসা। তাহারা তাহাকে শুধু ঈমান দ্বারাই ভালবাসেন নাই বরং ইয়াকীনের সাথে ভালবাসিয়াছেন। পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভালবাসিয়াছেন। তাহাদের কলবের

ছিলেন না। বিপদের সময়ই তো বুঝা যাইবে যে তুমি সত্যিকারের প্রেমিক কিনা? পক্ষান্তরে তোমার মধ্যে পরিবর্তন আসিলেই বুঝা যাইবে তুমি মিথ্যাবাদী।

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র খেদমতে আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালবাসি। এরশাদ করিলেন, তাহা হইলে দারিদ্র্যতাকে পোশাক করার জন্য তৈয়ার হওয়া যাও।

অন্য আর এক ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহকে ভালবাসি। এরশাদ করিলেন, তাহা হইলে বিপদাপদকে বরণ করিয়া লও।

দারিদ্র্যতা এবং বিপদাপদকে বরণ করিয়া লওয়ার মধ্যেই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসার মূলমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। তাই কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, বেলায়েত বালামুছীবতের মধ্যে নিহিত যেন যে কোন ব্যক্তিই বেলায়েতের দাবী করিতে না পারে। ইহা না হইলে যে কোন ব্যক্তিই আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসার দাবী করিয়া বসিত। তাই বালা-মুছীবতে ধৈর্যশীল থাকাই ঐশী প্রেমের নিদর্শন।

হে আল্লাহ! আমাদের ইহকাল ও পরকাল সৌন্দর্যমণ্ডিত কর এবং দোযখের আযাব হইতে আমাদিগকে মুক্তি দান কর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ মজলিস নম্বর-দুই ॥

[৫৪৫ হিজরীঃ ৫ই শাওয়াল, মঙ্গলবার, মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ]

প্রসঙ্গ ঃ দারিদ্রতা

তোমার পৃথকতা অবলম্বন এবং আল্লাহ হইতে অনুপস্থিত থাকায় তোমাকে গর্বিত করিয়া তুলিয়াছে। অপদস্থ করার এবং দলিত মথিত হওয়ার পূর্বেই আত্মগর্ব করা হইতে বিরত থাক। বালা-মছীবত, বিপদাপদ কি স্বাদময় জান না বলিয়াই গর্ব করিতেছ। সম্পদের গরিমায় বাড়াবাড়ি করিও না। অতি শীঘ্রই এই সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। আল্লাহতাআলা বলেন— "এমন কি আমার দেওয়া সম্পদ লইয়া যখন তাহারা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল তখন হঠাৎ আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম।"

যে সমস্ত নেয়ামত আল্লাহ পাকের নিকট আছে ধৈর্য দ্বারাই উহাতে স্বচ্ছলতা লাভ করা যায়। তাই আল্লাহতাআলা নানাস্থানে ধৈর্যধারণ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফিকর এবং ছবর এক স্থানে সমবেত হইতে পারে না। কিন্তু যে প্রেমিক হয় তাহাকে বিপদাপন্ন করা হয়। আর সে ছবর করিতে থাকে। নিত্যনতুন ভাবে বিপদাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও অটল পাহাড়ের ন্যায় ধৈর্যশীল থাকে। যদি ধৈর্য না থাকিত তবে আমাকে তোমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতে না। আমাকে যেন পক্ষী শিকার করার জালে পরিণত করা হইয়াছে। সমস্ত রাতের জন্য আমার চোখ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দিনে আমার পা হইতে জাল ছাড়াইয়া লওয়া হয় যে আমার চোখ বন্ধ থাকে যেন চক্ষু লজ্জা করি। আমার পা জালে বাঁধা থাকে যেন কোথায়ও যাইতে না পারি এবং নসীহত দ্বারা লোকদিগকে শরীয়তের ও সত্যের অনুসারী করি।

ইহা তোমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কিন্তু তোমরা অবগত নও। যদি আল্লাহর আনুকূল্য যাহা আমার (যাহা আমার পক্ষে ফরয) না হইত তবে কোন জ্ঞানবান এই শহরে বাস করা

সৃষ্টির স্রষ্টার নয়। তোমরা সকলেই মৃত প্রাণ জীবিত নফস এবং দুনিয়া সন্ধ্যানী। সৃষ্টির ধ্যান ধারণা অন্তর হইতে বাহির করিয়া আল্লাহর সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাই কলবের সজীবতা। আল্লাহর আদেশ নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করা, তাহার দেওয়া বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করা এবং তাহার ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট থাকাই কলব জীবিত থাকার উপায়।

প্রিয় বৎস! আল্লাহর ব্যবস্থাপনার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতঃ উহাতে সুদৃঢ় থাক। কারণ প্রতি কাজের জন্য প্রয়োজন ভিত্তির এবং ভিত্তির উপরই কাজের আরম্ভ করা হয়। দিনরাত সর্বক্ষণ তাহার উপর নির্ভরশীল হও। তোমার জন্য পরিতাপ! নিজের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা কলবের কাজ। তাই নিজের জন্য সৌন্দর্য দেখিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অন্যায় কিছু দেখিলে তওবাহ কর। এরূপ করিলেই তোমার ধর্ম সজীব হইবে শয়তান দুর্বল হইবে।

ওহে উম্মতে মুহাম্মদ (সাঃ)! আল্লাহর শোকরিয়া আদায় কর যে তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের চেয়ে অল্প আমল করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। তোমরা সকলের শেষে আসিয়াছ। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন হইবে কেয়ামতের দিন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যবান তাহার ন্যায় অন্য কোন উম্মত স্বাস্থ্যবান নয়। তোমরা নেতা। অন্যান্য উম্মতগণ তোমাদের প্রজা। যতদিন তোমরা তোমাদের নফস, কুপ্রবৃত্তি এবং কামনার গৃহে আবদ্ধ থাকিবে ততদি তোমরা স্বাস্থ্যবান হইতে পারিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে তর্ক বিতর্ক করিবে, তাহাদের ধন সম্পত্তির প্রতি লোভ লালসা করিবে ততদিন তুমি অসুস্থ থাকিবে। যতদিন তুমি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থাকিবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি নির্ভরশীল থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তুমি সুস্থ হইতে পারিবে না।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ইহকাল এবং পরকাল সৌন্দর্যমণ্ডিত কর এবং পরকালে আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে মুক্তি দান কর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ মজলিস নম্বর-তিন ॥

[৫৪৫ হিজরী ঃ ৮ই শাওয়াল, শুক্রবার, সকাল বেলা, মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ]

প্রসঙ্গ ঃ ধনৈশ্বর্যের প্রত্যাশী না হওয়া

ওহে দরিদ্র! তুমি সম্পদশালী হওয়ার আশা করিও না। বিস্ময়কর নয় যে এই আশাই তোমাকে বরবাদ করিয়া দিবে। ওহে রোগী! তুমি আরোগ্য লাভ করার কামনা করিও না। কারণ, এই কামনাই তোমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে পারে। জ্ঞানবান হও। তোমার আমল গোপন রাখ, তোমার পরিণতি প্রশংসনীয় হইবে। তোমার আয়ত্তে যাহা কিছু আছে উহাতে সন্তুষ্ট থাক। উহার চেয়ে বেশী কামনা করিও না। তোমার চাওয়ার পর আল্লাহ তোমাকে যাহা কিছু দিবেন উহা অসুন্দর হইবে। ইহা আমার পরীক্ষা করা। কিন্তু যদি কলবের দিক হইতে চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে উহা দোষণীয় নহে। কারণ এই অবস্থায় তাহার চাওয়া পাওয়া বরকত বিশিষ্ট হইবে। অসুন্দরকে সুন্দরে পরিণত করা হইবে। তোমার কর্তব্য পাপ মার্জনা পাওয়ার জন্য তাহার নিকট দোআ করা। শুধু এই দোআর উপরই সন্তুষ্ট থাক। তোমার পছন্দমত কোন

কিছু তাহার নিকট কামনা করিও না। কারণ, উহা আল্লাহর নিকট তোমার জন্য পছন্দ নাও হইতে পারে।

গর্ব করিও না। অন্যথায় আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন। যৌবন, শক্তি সামর্থ্য এবং ধন সম্পদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিও না। অন্যথায় তোমাকে পাকড়াও করা হইবে। তাহার পাকড়াও করা অতি নির্মম। তোমার জন্য পরিতাপ যে তোমার জিহ্বা মুসলমান। কিন্তু নির্জনে মুসলমান নও। তুমি যত রোযা, নামায এবং নেককাজই কর না কেন উহা যদি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হয় তবে তুমি মুনাফিক এবং আল্লাহ হইতে বহু দূর। তুমি তোমার যাবতীয় কাজ এবং কথা হইতে তওবাহ কর। যাহাদের কাজ মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নহে তাহারাই মুক্তি প্রাপ্ত।

তাহারা ইয়াকীন ও ঈমানের অধিকারী আল্লাহর দেওয়া বিপদাপদে ধৈর্যশীল, তাহারা নেয়ামত ও দানের প্রতি কৃতজ্ঞ। জিহ্বা, কলব এবং বাতেন দ্বারা সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকরে রত থাকে। যখন মানুষে তাহাদিগকে কষ্ট দেয় তখন তাহারা তাহাদের সম্মুখে হাসেন। দুনিয়ার রাজা বাদশাহ তাহাদের নিকট মূল্যহীন। দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি তাহাদের নিকট মৃত, অপারগ এবং অসুস্থ। তাহাদের মতে জান্নাত অনাবাদ। তাহাদের জাহান্নামের ভয় ভীতি নাই। না যমীনের অস্তিত্ব আছে আর না আকাশের আর না উহার অধিবাসীদের। আহাদের দিক একত্রিত হইয়া একই দিকে পরিণত হয়।

প্রথমে তাহারা দুনিয়াবাসীদের সাথে পরে পরকাল ও পরকালবাসীদের সাথে ছিলেন। অতঃপর তাহাদের হইতে দৃষ্টি সরিয়া তাহাদের প্রভুর সাথে গিয়া মিলিত হয়। আল্লাহ ও আল্লাহ প্রেমিকদের সাথে গিয়া মিলিত হয়। পথ চলার পূর্বে তাহারা সাথী সংগ্রহ করিয়া লয়। তাহারা তাহাদের এবং আল্লাহর মধ্যস্থিত পথ উন্মুক্ত করিয়া আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকেন এবং মানব সমাজ হইতে দূরে থাকেন। তাহারা আল্লাহর এই বাণী ভাল ভাবেই অবগত আছেন যে—"তোমরা আমাকে স্মরণ কর অকৃতজ্ঞ হইও না।" আল্লাহ তাহাদিগকে স্মরণ করিবেন এই আশায় তাহারা সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করেন। তাহারা আরও অবগত আছেন যে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন—"যে আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার প্রতিবেশী।" তাই তাহারা মানব সমাজ পরিত্যাগ করতঃ আল্লাহর যিকর করাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, যেন তাহারা আল্লাহর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারেন।

হে ভাইসব! লোভী হইও না! তোমার আপাদমস্তক লোভে আচ্ছাদিত। কামনা বিহীন নির্দেশ মোতাবেক নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যথাযথভাবে আদায় কর। রাসূল (সাঃ)-এর বাণী মোতাবেক তোমার জীবনকে গড়িয়া তোল। তবেই না তুমি ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত হইবে।

হে সাহেবজাদা! তোমার এলম তোমাকে ডাকিয়া বলিতেছে যদি তুমি এলম অনুযায়ী আমল না কর হাশরের মাঠে তোমার বিরুদ্ধে সরকারী সাক্ষী হিসাবে সাক্ষী দান করিব। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"এলম আলেমকে আহ্বান করে। আমল আগমন করিলে এলম স্থায়ী হয়। অন্যথায় এলম চলিয়া যায়।" এলম চলিয়া যাওয়ার অর্থ আমলের বরকত থাকে না এবং পরিশ্রমই সার হয়। উহা স্বীয় প্রভুর নিকট সুপারিশ করে না এবং তোমার প্রয়োজনের সময় সেই এলম দ্বারা তোমার কোন উপকার হয় না। এলম এই ভাবে বিদায় গ্রহণ করে যে বাকলই বাকল থাকিয়া যায়। আমল এলেমের সার বস্তু। রাসূল (সাঃ)-এর শরীয়ত পালন না করা পর্যন্ত

তাহার অনুসরণ করা তোমার জন্য সঠিক হইবে না। যখনই তুমি তাহার এরশাদ মোতাবেক আমল করিবে, তখনই তিনি তোমার কলব ও বাতেনকে আহ্বান করত উভয়কে আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন।

তোমার এলম তোমাকে আহ্বান করিতেছে কিন্তু তুমি শ্রবণ করিতেছ না। কারণ তোমার অন্তর নাই। তুমি তোমার অন্তর ও বাতেনের কান দ্বারা উহা শ্রবণ কর। উহার আহ্বানে সাড়া দাও উপকৃত হইবে। যে এলম আমলের সাথে হয় উহাকে এলমের মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। যখন তুমি প্রথম এলমের নির্দেশমত কাজ করিবে তখন দ্বিতীয় প্রকার এলেমের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান হইয়া যাইবে। তুমি প্রবাহমান দুইটি ঝর্ণাধারার অধিকারী হইবে। অর্থাৎ হুকুম ও এলম এবং যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হইবে যে উহা দ্বারা ভাই এবং মুরীদদের চিন্তা দূর করিবে। কেননা, এলমের বিস্তার করা এবং উহা দ্বারা আল্লাহর দিকে আহ্বান করাই এলমের যাকাত।

হে সাহেবজাদা! যে ধৈর্যধারণ করিয়াছে সে নেয়ামতের অধিকারী হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—"ধৈর্যশীলদিগকে পরিপূর্ণ ও সীমাহীন প্রতিদান দেওয়া হয়।" নিজের শ্রম দ্বারা পানাহার কর, ধর্মের পরিবর্তে নয়। উপার্জন কর, খাও এবং উহা দ্বারা অন্যের উপকার কর। মোমেনের উপার্জন সিদ্দীকদের দস্তরখানা (যাহা উপার্জন করেন যুযর্গদিগকে দান করেন)। তাহারা তো মিসকীন ও দরিদ্রদের জন্য উপার্জন করেন। আল্লাহর সৃষ্টিকে উপকার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহারা রাসূল (সাঃ)-এর এই বাণী শ্রবণ করিয়াছেন যে—"মানুষ আল্লাহর পরিবার। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের প্রতি দয়ার্দ্র, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।"

আল্লাহর অলিগণ সৃষ্টির দিক হইতে বোবা, বধির এবং অন্ধ। কারণ, তাহাদের কলব আল্লাহর নিকটবর্তী। ফলে তাহারা অন্যের কথা শোনেন না এবং অন্য কাহাকে দেখিতে পান না। আল্লাহর নৈকট্য তাহাদিগকে উন্মাদ করিয়া রাখে। ভয় তাহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে এবং ভালবাসা প্রেমাস্পদের নিকট বন্দী করিয়া রাখে। তাহারা জামাল এবং জালালের মধ্যে অবস্থানরত থাকেন। ডানে বামে কিছুই দেখিতে পান না। শুধু সম্মুখের দিকে দেখেন—যাহার পিছন বলিতে কিছুই নাই। তাহার খেদমতে লিপ্ত থাকেন। জিন, ইনসান এবং ফেরেশতাকুল তাহাদের খাদেম। হুকুম এবং এলম তাহাদের আহার্য সরবরাহ করে। আল্লাহর মেহেরবানী তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। আল্লাহর প্রেম সুধাই তাহাদের আহার্য এবং পানীয়।

তাহাদের আয়ত্তে এমন বস্তু আছে যাহা মানুষের কথাবার্তা শুনা হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখিয়াছে। তাই তাহারা এক জঙ্গলে এবং অন্যান্য সৃষ্টি অন্য আর এক জঙ্গলে। তাহারা রাসূল (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হইয়া আল্লাহর আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে জ্ঞাত করান। প্রকৃত পক্ষে ইহারাই ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া। মানুষকে আল্লাহর দিকে লইয়া যাওয়াই তাহাদের কাজ। তাহারা তাবলীগ করিয়া মানুষের নিকট আল্লাহর দলীল প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহারা মর্যাদাশালীকে মর্যাদা দান করেন। তাহারা অন্যের হক গ্রহণ করেন না। এমনকি নিজেদের হক নিজেদের জন্যও গ্রহণ করেন না। তাহারা লোকের সাথে আল্লাহর জন্যই শত্রুতা বা মিত্রতা ভাব পোষণ করেন। তাহাদের আপাদমস্তক আল্লাহর জন্য—সামান্য পরিমাণও অন্যের জন্য নয়।

এই অবস্থা যাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহার প্রেম পূর্ণতা লাভ করে, তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন। জিন, ইনসান, আসমান, যমীন সকলেই তাহাকে ভালবাসে। ওহে সৃষ্টি ও উপকরণের পূজারী! আল্লাহকে বিস্মৃতকারী। ওহে মুনাফিক! তুমি কি ইহাই কামনা কর যে তুমিও এই অবস্থার অধিকারী হও। বিনা শ্রমে কখনও তুমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। মাথাবনত কর তারপর

হে ভাইসব! যখন তোমরা ওয়ায ও যিকরের মজলিসে আস তখন চিত্ত বিনোদনের জন্য আস। সংশোধন হওয়ার জন্য নয়। ওয়াযকারীর ওয়াযের উপর প্রতিবাদ কর, তাহার ভুল ভ্রান্তি ধর। হাসিঠাট্টা কর এবং আল্লাহর সাথে জুয়া খেল যে ভাগ্যক্রমে উপকার হইলে হউক না হইলে কোন প্রকার ক্ষতি নাই। আল্লাহর শত্রুদের মত মুখের আকৃতি করিও না। বরং যাহা কিছু শ্রবণ কর-উহা দ্বারা উপকৃত হও।

হে সাহেবজাদা! তুমি তোমার স্বভাবের দাস (নামায পড়া স্বভাবে পরিণত হইয়াছে—নামায পড়)। আল্লাহর নিকট নানা প্রকার বিষয়বস্তু চাওয়া, উপকরণের মালিককে ভুলিয়া উপকরণের উপর নির্ভর করা তোমার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। নতুন ভাবে অন্তরঙ্গতার সাথে আমল কর। আল্লাহ তাআলা বলেন—"জিন ও মানবজাতীকে আমি আমার ইবাদত করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই।' ওহে অলস। অলসতা পরিহার কর। তাহার দিকে তুমি এক পা অগ্রসর হইলে তাহার ভালবাসা তোমার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হয়। তিনি তাহার প্রেমিকের সাথে মিলনের জন্য প্রেমিকের চেয়ে অধিক আগ্রহী। তিনি যাহাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন। বান্দা যখন কোন কাজ করার মনস্থ করে তখন আল্লাহ উহার জন্য উপকরণ সমবেত করিয়া দেন। ইহা এমনই কথা যে যাহার সম্পর্ক অর্থের সাথে আকৃতির সাথে নয়।

আমার বর্ণিত বিষয়বস্তু যখন বান্দার জন্য সঠিক হইয়া যায় তখন তাহার ইহকাল পরকাল এবং আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু হইতে তাহার বৈরাগ্য সঠিক হইয়া যায়। তখন তাহার নিকট পবিত্রতা, নৈকট্য, হুকুমত ও সালতানাত এবং নেতৃত্ব তাহার আয়ত্তাধীনে আসে। ধূলিকণা পাহাড়ে পরিণত হয়। তাহার ফানা বাকায় পরিণত হয়। তাহার বৃক্ষ উন্নত হইয়া আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে। উহার মূল তাহতাস্ সারা পর্যন্ত পৌঁছে। শাখা-প্রশাখা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল স্থানে বিস্তার লাভ করে। এই শাখা কি? হুকুম এবং এলম। দুনিয়া তাহার নিকট আংটির পরিধির ন্যায়। না দুনিয়া তাহাকে দাসে পরিণত করিতে পারে আর না পরকাল তাহাকে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। না কোন বাদশাহ তাহাকে অধীনস্থ করিতে পারে, না কোন প্রহরী তাহার প্রবেশ পথে বাধা দিতে পারে, আর না কোন অপবিত্রতা তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে।

অতএব এই অবস্থা পূর্ণতা লাভ করিলে এই বান্দার সৃষ্টির সাথে থাকা, তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করা এবং সমুদ্র রূপ দুনিয়া হইতে অন্যকে মুক্তি দেওয়া (পীর হওয়া) তাহার জন্য সঠিক হয়। আল্লাহ যখন কোন বান্দার মঙ্গল কামনা করেন তখন তাহাদিগকে পথ প্রদর্শক, চিকিৎসক, শিষ্টতা, শিক্ষাদানকারী করিয়া দেন। আর যদি তাহাদের দ্বারা এই জাতীয় কোন কাজ করানোর ইচ্ছা না করেন তবে লোক চক্ষু হইতে গোপন রাখিয়া নিজের দরবারে স্থান দান করেন। কোন লোকই তাহাদিগকে দেখিতে পায় না।

এই জাতীয় কোন লোককে পূর্ণ হেফাযত এবং পরিপূর্ণ শান্তির সাথে লোক সমাজে ফিরাইয়া দেন, লোকদিগকে হেদায়েত এবং হেফাযত করার সামর্থ্য তাহাদিগকে দান করেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত তাহাকে পরকাল দ্বারা যাচাই করা হয়। যিনি দুনিয়া ও পরকালের প্রতিও অনাসক্ত তাহাকে যাচাই করা হয় ইহকাল ও পরকালের মালিক দ্বারা। তুমি অলসতায় ডুবিয়া রহিয়াছ যেন তোমার মৃত্যুই হইবে না। যেন কেয়ামতের দিন তোমাকে হাজির করা হইবে না। তোমাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে না এবং তোমাকে পুল অতিক্রম করিতে হইবে না।

ইহাই তোমার অবস্থা। অথচ তুমি দাবী করিতেছ ইসলাম ও ঈমানের। এই কুরআন এবং এলম তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দান করিবে—যদি তুমি উহার নির্দেশ মত আমল না কর। তুমি যদি

পরকাল আমি পাইয়াছি আমার প্রভুর নিকট। আমি দুনিয়াকামী নই। আমি বান্দা না দুনিয়ার, না পরকালের আর না আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহার। আমি বান্দা একমাত্র আল্লাহর—যিনি এক অদ্বিতীয় এবং বেনযীর।

তোমাদের মুক্তিতে আমার আনন্দ, তোমাদের ধ্বংসে আমার দুঃখ। যখন আমি সত্যিকারের মুরীদের মুখ দর্শন করি যে আমার হাতে মুক্তি পাইয়াছে, তখন আমার অপরিসিম আনন্দ হয়।

হে ভাইসব! আল্লাহ এবং তাহার সৃষ্টির প্রতি অহংকার করা পরিত্যাগ কর। তোমার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হও এবং স্বীয় নফসের দিকে মনোনিবেশ কর। তোমার আরম্ভ এক ফোটা বীর্য হইতে। উহা নাপাক, উহাকে ঘৃণা কর। তোমার শেষ মৃত লাশ যাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। এমন ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত না হও যাহাদিগকে লোভে তাড়না করে, কামনায় শিকার করে। তাহারা লোকের দ্বারে এমন সব বস্তুর জন্য হাত প্রসারিত করে যাহা তাহাদের ভাগ্যে লিখিত হয় নাই। তাই রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"আল্লাহর বান্দাদের জন্য কঠিনতর আযাব ইহাই যাহা তাহার ভাগ্যে লিখিত হয় নাই, উহা পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করে।"

তোমার জন্য আফসোস! তোমার কি ইহাই ধারণা যে যাহা তোমার ভাগ্যে লিখিত হয় নাই দুনিয়া তোমাকে উহা দিতে পারিবে? ইহা শয়তানের কাজ, যাহা তোমার অন্তর ও মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছে। তুমি আল্লাহর বান্দা নও। তুমি তো তোমার নফসের কামনার বস্তু এবং শয়তানের বান্দা! কোন মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দার সাহচর্য লাভের চেষ্টা কর যেন তিনি তোমাকে মুক্তির পথ দেখাইতে পারেন।

কোন এক বুযুর্গ বলেন-যে মুক্তি প্রাপ্ত জনের দর্শন পায় নাই তার ভাগ্যে মুক্তি নাই। কিন্তু তুমি তো তাহাকে তোমার অন্তর বাতেন এবং ঈমানের চোখে দেখিবে না, দেখিবে চর্মচোখে। সুতরাং তোমার মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

তোমার তো ঈমানই নাই। তাই তোমা ভিন্ন অন্যকে দেখার মত পারদর্শিতা তোমার কোথায়? আল্লাহতাআলা এরশাদ করেন—"চোখ অন্ধ হয় না। অন্ধ হয় বক্ষদেশের অন্তর।" যে ব্যক্তি লোকের মাধ্যমে দুনিয়া লাভে আগ্রহী, সে তো কয়েকটি আঙ্গুরের জন্য তাহার দ্বীন বিক্রি করিয়া দেয়। বাকা দিয়া ফানা ক্রয় করে। সুতরাং তাহার আয়ত্তে না দুনিয়া আসিবে আর না পরকাল। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ইমানের দুর্বলতা থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার জীবিকা অর্জন কর যেন লোকের নিকট হাত প্রসারিত করিয়া দুনিয়ার জন্য দ্বীন বিক্রি করিতে না হয়। অতঃপর যখন তোমার ঈমান শক্তিশালী হইয়া যাইবে তখন আসবাব উপকরণ এবং যাবতীয় মাধ্যম পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর উপর ভরসা কর। স্বীয় আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ধন-সম্পদ যাবতীয় কিছু পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর উপর এমন ভাবে নির্ভরশীল হও যেন তুমি মৃত্যুবরণ করিয়াছ। তোমার অবস্থা এমন দাঁড়ায় যেন হঠাৎ মৃত্যু তোমাকে ছিনাইয়া লইয়াছে। হঠাৎ যেন তুমি অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছ এবং হঠাৎ যেন মাটি তোমাকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। এই অবস্থায় আসবাব উপকরণ ব্যবহারে কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, তখন আসবাব উপকরণ তাহার যাহেরে থাকিবে, বাতেনের নয়। আসবাব উপকরণ অন্যের জন্য হইবে নিজের জন্য নয়।

হে ভাইসব! আমার কথামত যদি তোমার অন্তর হইতে আসবাব উপকরণ এবং দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে না পার তবে কিছুটাতো পার। সম্পূর্ণের উপর না হয় কিছুটার উপর অবশ্য পারা যায়। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন-যতটা সম্ভব পার্থিব চিন্তা ভাবনা হইতে পৃথক থাক।

ওহে দুনিয়া লোভী! এই স্তরের কথাবার্তা বলা পরিত্যাগ কর। কেননা, তোমার এই জাতীয় কথা মৌখিক আন্তরিক নয়। তুমি আল্লাহর, তাহার বাণীর এবং নবী রাসূলদের অনুসারী, যাহারা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত এবং অছী তাহাদের অবাধ্য। তুমি তকদীর সম্বন্ধে বিতর্ককারী। তুমি আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের প্রতি উদাসীন হইয়া মানুষের দান-দক্ষিণাকেই যথেষ্ট মনে কর। তোমার কথা না আল্লাহর শুনার মত আর না বান্দার! তুমি ঠিকভাবে তওবাহ করিবে, তওবাহতে সুদৃঢ় থাকিবে। আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট থাকিবে। সম্মানিত অপমানিত হওয়ার সময় এবং যখন তোমার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন দেখা যাইবে না তখনই তোমার কথা আল্লাহ এবং তাহার নেককার বান্দাদের নিকট শ্রবণযোগ্য হইবে।

হে ভাইসব! অনুসরণ কর, অনুসরণ যোগ্য হইবে। খেদমত কর, খেদমত পাওয়ার যোগ্য হইবে। তকদীরের আনুকূল্যে থাক এবং উহার খাদেমে পরিণত হও। ফলে উহাই তোমার তাবেদার এবং খেদমতগারে পরিণত হইবে।

হে সাহেবজাদা! যখন তুমি খাদেম হইবে তখন খেদমত পাইবে। আর যখন বিরত থাকিবে তখন তোমার খেদমত করা হইতে অন্যকে বিরত রাখা হইবে। মহান আল্লাহর খেদমত কর। তাহাকে ছাড়িয়া ঐ সমস্ত বাদশাহদের খেদমত করিও না, যাহারা তোমাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না। তাহারা তোমাকে দিবেই বা কি? তাহারা কি এমন কিছু দিবে যাহা তোমার ভাগ্যে নাই। তাহারা কি এমন কিছু তোমার ভাগ্যে লাগাইয়া দিবে যাহা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখেন নাই। কোন বস্তু তাহার দিক হইতে অটল নয় (বরং তকদীরের লেখার আত্মপ্রকাশ)। যদি তুমি বল যে, তাহার দান অটল এবং প্রাথমিক তাহার দিক হইতে তবে তুমি কাফের হইয়া যাইবে।

তুমি কি অবগত নও যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেহই দানশীল, বঞ্চিতকারী, উপকার বা অপকারকারী এবং অগ্র পশ্চাদকারী নাই। তুমি যদি বল, ইহা তো আমার জানা কথা। তখন আমি বলিব—তোমার কথা সত্য কিভাবে হইল যে জানা সত্তে তুমি অন্যকে অধিকার দিতেছ? তোমার জন্য পরিতাপ যে দুনিয়া পাওয়ার আশায় পরকাল হারাইতেছ। মহান মাওলার অনুগত থাকা কিভাবে পরিত্যাগ করিতেছ? নফস কামনা-বাসনা এবং শয়তানের অনুগত থাকিয়া কিভাবে মাওলার আনুগত্যকে অস্বীকার করিতেছ? অন্যের নিকট আল্লাহর দোষারোপ করিয়া নিজের পরহেযগারীকে জলাঞ্জলী দিতেছ।

তুমি কি অবগত নও যে আল্লাহ পরহেযগারদের রক্ষক, তাহাদের শিক্ষক, মুক্তি দাতা এবং তাহাদের কলবের দর্শক। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ধারণাতীত স্থান হইতে জীবিকা দান করেন। আল্লাহ কোন আসমানী কিতাবে এরশাদ করিয়াছেন-হে আদম সন্তান! আমাকে এমনভাবে লজ্জা কর যেমন তোমার নেককার প্রতিবেশীকে কর। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন-যখন কোন বান্দা গৃহ দ্বার বন্ধ করিয়া পর্দা ও লোক চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে আল্লাহর নাফরমানী করে তখন আল্লাহতাআলা এরশাদ করেন-হে আদম সন্তান! তোমার দর্শনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে আমাকে বেশী দুর্বল মনে করিলে? অর্থাৎ আমার সৃষ্টির সকলকে লজ্জা করিলে আর আমাকে লজ্জা করিলে না?

হে শহরবাসীগণ! তোমরা যে অবস্থায় আছ উহা আমি জানি। আর আমি যে অবস্থায় আছি উহাও তোমরা জান। আমি এবং তোমরা একে অন্যের বিপরীত, একস্থানে সমবেত হওয়া অসম্ভব। আকাশ মণ্ডলের স্রষ্টার দাপটেই এক সাথে অবস্থান করিতেছি। অন্যথায় আমাদের উত্তীয়মান কলবের স্থিরতা নাই (ফলে তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইব।)

অধিকাংশ আন্তরিকতার অধিকারী প্রথমে কপট ছিল ইহা স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিও না। এই জন্যই একজন বুযর্গ বলিয়াছেন—"আত্ম দর্শকই অন্তরঙ্গতার পরিচয় জানে।" খুব কম লোকই এমন পাওয়া যায় যাহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমলে অন্তরঙ্গ হয়। বালক প্রথমে মিথ্যাই বলে-মাটি এবং অপবিত্র বস্তু দ্বারা খেলাধুলা করে। বিপদসঙ্কুল স্থানে যাতায়াত করে। বাপ-মায়ের পয়সা চুরি করে এবং পরনিন্দা করে।

তারপর জ্ঞান হইতেই এক একটি করিয়া বদভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং পিতা মাতা ও ওস্তাদের রীতিনীতি অবলম্বন করে। আল্লাহতাআলা যাহার মঙ্গল কামনা করেন সে শিষ্টতা শিখে এবং প্রাথমিক অবস্থা পরিত্যাগ করে। আর যাহার অমঙ্গল কামনা করেন—সে তাহার প্রাথমিক বদভ্যাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। ফলে তাহার ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই বরবাদ হইয়া যায়।

আল্লাহতাআলা রোগ এবং ঔষধ উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। পাপ অসুস্থতা এবং পুণ্য কাজ উহার ঔষধ। অত্যাচার করা পাপ এবং পাপের নেশা পরিত্যাগ করা উহার প্রতিষেধক। যখন তুমি সৃষ্টিকে তোমার কলব হইতে দূর করিয়া উহাকে স্বীয় প্রভুর সাথে মিলিত করিবে এবং উহাকে তাহার দিকে উন্নত করিবে যে কলব আসমানে এবং রুহ ও দেহ পৃথিবীতে হইবে—তখনই ঔষধ তোমার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল হইবে। অন্তর দিয়া আল্লাহর সাথে একাকী থাক এবং পদদ্বয় দ্বারা মানুষের সাথে। তুমি তোমার নফসের মাথা উত্তোলন করিতে দিও না। তুমি যদি তোমার নফসের উপর আরোহন করিয়া থাক তবে ভাল। অন্যথায় উহাই তোমার মাথার উপর আরোহণ করিয়া বসিবে। তুমি যদি উহাকে পটকাইয়া থাক ভাল। অন্যথায় উহাই তোমাকে পটকাইয়া ফেলিবে।

আল্লাহর অনুগত থাকার জন্য তুমি উহাকে যে আদেশ দিবে সে যদি উহা মানিয়া লয় তবে ভাল। অন্যথায় উহাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হীনতা, উলঙ্গতা এবং চাবুক দ্বারা শাস্তি দাও। আল্লাহর আদেশ না মানা পর্যন্ত উহার উপর হইতে চাবুক হটাইও না। আল্লাহর আদেশ মানিয়া লওয়ার পরও ইহা কেন করিলে বা কেন করিলে না এই প্রশ্ন করার অবকাশ দিও না। উহাকে এমন করিয়া রাখ যেন সব সময় বিজিত ও অবনত মস্তকে থাকে।

তুমি যদি উপরোক্ত ভাবে কাজ করার সাহায্য প্রার্থী হও তবে তখনই তুমি সাহায্য পাইবে, যখন তোমার যাহের বাতেন এক সমতুল্য হইয়া যাইবে, কোন প্রকার প্রতিকূলতা ব্যতীত সর্বাঙ্গীনভাবে তাহার আনুকূল্যে থাকিবে, অবাধ্য ব্যতীত অনুগত থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সবকিছু বিলীন করিয়া না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাহার পরিপূর্ণ ভালবাসা পাইবে না। তুমি সর্বতোভাবে আল্লাহর প্রতি ঝুঁকিয়া না পড়া পর্যন্ত তোমার এই বাহ্যিক সাধুপনা তোমার কোন কাজে আসিবে না। তুমি কি অবগত নও যে আল্লাহ সকলের বক্ষদেশের খবর রাখেন। তোমার কি এই বলিতে লজ্জা বোধ হয় না যে—"আমি আল্লাহর প্রতিই নির্ভরশীল।" অথচ তোমার অন্তর অন্যের নিকট কিছু পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকে।

হে সাহেবজাদা! আল্লাহর সহনশীলতা দেখিয়া ধোকায় পতিত হইও না। কেননা, তাহার পাকড়াও অতি কঠিন। জাহেল মৌলবীদের দ্বারা ধোঁকা খাইও না। কারণ, তাহার সমস্ত এলম তাহার উপর বোঝা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, কোন উপকারেই আসে না। তাহারা আল্লাহর আহকামের আলেম অথচ তাহার স্বত্ত্বা হইতে জাহেল। লোকদিগকে যে কাজ করার নির্দেশ দেয় নিজেরা উহা করে না। যে কাজ করিতে অন্যকে নিষেধ করে নিজেরা উহা করে। অন্যকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে অথচ নিজেরা আল্লাহ হইতে পলায়ন করে।

কোন উপকারেই আসিবে না। চুপ করিয়া থাকা, আল্লাহর সম্মুখে আদবের সাথে মাথানত থাকাকে অবশ্য কর্তব্য মনে কর। আর যদি ঐ সম্বন্ধে কথা প্রয়োজনীয়ই হয় তবে আল্লাহর যিকর দ্বারা এবং আল্লাহওয়ালাদের বাণী দ্বারা বরকত লাভ করার মানসে বল। কিন্তু নিজের বাহ্যিক দিক দেখাইয়া দাবী প্রতিপন্ন করার জন্য বলিও না। অথচ তোমার কলব দাবীকৃত বিষয়বস্তু হইতে খালি।

তুমি কি রাসূল (সাঃ)-এর বাণী শ্রবণ কর নাই যে তিনি এরশাদ করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি (পরনিন্দা করিয়া) সারাদিন মানুষের গোশত খায় তাহার রোযা হয় না।" তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন—"পানাহার এবং ইফতার করার বস্তুসমূহ পরিত্যাহ করার নামই রোযা নয়। বরং উহার সাথে পাপ কাজ পরিত্যাগ করাও যোগ করিতে হইবে।"

পরনিন্দা করা হইতে আত্মরক্ষা কর। পরনিন্দা পুণ্যকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দেয় যেমন অগ্নি শুকনা লাকড়ি পোড়াইয়া ফেলে। যে ব্যক্তির ভাগ্যে মুক্তি লেখা আছে সে কখনও পরনিন্দা করে না। আর যে পরনিন্দ করায় প্রসিদ্ধি লাভ করে লোক সমাজে তাহার কোন সম্মানই থাকে না। কামনার সাথে দৃষ্টি করার অভ্যাস পরিত্যাগ কর। কেননা, উহা তোমার অন্তরে পাপের বীজ বপন করিয়া দিবে। উহার পরিণতি ইহকাল বা পরকাল কোথাও সুখপ্রদ নয়। মিথ্যা শপথ করা হইতে বিরত থাক। উহা আবাদ শহরকে অনাবাদ জঙ্গলে পরিণত করে এবং মাল ও ধর্মের বরকত নষ্ট করিয়া দেয়।

তোমার জন্য আফসোস! তুমি মিথ্যা শপথ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য কর এবং ধর্মের ক্ষতি সাধন কর। তোমার জ্ঞান থাকিলে বুঝিতে পারিতে ইহার মধ্যেই তোমার জন্য ধ্বংস নিহিত রহিয়াছে। তুমি বল খোদার কসম! আমার এই খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় শহরে আর কোথাও পাইবে না। খোদার কসম। ইহার মূল্য এত। খোদার কসম । আমি এত টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছি। অথচ তোমার প্রতিটি কথাই মিথ্যা। খোদার নামে মিথ্যা শপথ করিয়া তোমাকে সত্যবাদীতে পরিণত করিতেছ। অতি সত্বরই তুমি অন্ধ এবং অবশে পরিণত হইবে।

আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবান হউন। তাহার সম্মুখে শিষ্টতার সাথে থাক। যে ব্যক্তি শরীয়তের আদব দ্বারা আদব শিক্ষা না করে, কেয়ামতের দিন তাহাকে অগ্নি আদব শিক্ষা দিবে। এই সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহার মধ্যে এই পাঁচটি (মিথ্যাবাদী, পরনিন্দা, কামনার দৃষ্টি, মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা শপথ করা) স্বভাব পাওয়া যাইবে, তাহার জন্য অযু এবং রোযা নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফতওয়া দেওয়া উচিত। হযরত গাওসুল আযম (রঃ) বলিলেন—রোযা এবং অযু বাতেল হইবে না। সতর্ক করা এবং ভয় দেখানোর জন্য এই ওয়ায।

হে সাহেবজাদা! ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই যে আগামীকাল তোমার জন্য এমনভাবে আগমন করিবে যে তুমি কবরে অবস্থান করিবে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই যে—এই মুহূর্তেও তোমার মৃত্যু হইতে পারে। এই অলসতার শেষ কোথায়? তোমার অন্তর কত কঠিন। তোমার আপাদমস্তক পাথরে তৈরি। আমি বলি, অন্য জনেরাও বলে অথচ তুমি একই অবস্থায় আছ। তোমরা কুরআন শোন, নবীদের এবং অলীদের বাণী শ্রবণ কর অথচ উপদেশ গ্রহন কর না। নিজের স্বভাবের পরিবর্তন কর না। যে ব্যক্তি ওয়ায শুনিয়াও নসীহত গ্রহণ করে না সে অতি দুর্ভাগ্য।

হে সাহেবজাদা! আল্লাহর মারেফাত তোমার মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই আল্লাহর অলীদের দোষারোপ কর; তাহাদের সাথে তর্ক কর যে তাহারা কেন আমাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করেন না? আমাদের সাথে উঠাবসা এবং মেলামেশা কেন করেন না? তোমার কথা অজ্ঞতা

প্রসূত। যখন তোমার নফস সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কম তখন লোকের মর্যাদা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা কম। দুনিয়ার পরিণতি সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা যতই বেশী পরকাল সম্বন্ধেও অজ্ঞতা ততই কম। আবার পাকাল্ সম্বন্ধে অজ্ঞতা যতই বেশী আল্লাহর মারেফাত সম্বন্ধে ততই তোমার অজ্ঞতা বেশী।

হে দুনিয়ায় লিপ্ত জন! অতি শীঘ্রই ইহকাল ও পরকালের লজ্জার দ্বার তোমার সম্মুখে খুলিয়া যাইবে। কেয়ামতের দিন যেদিন ক্ষতির দিন, সেদিন তোমার লজ্জা প্রকাশ পাইবে। পরকাল আসার পূর্বেই তোমার নফসের হিসাব গ্রহণ কর। তোমার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত ও মেহেরবানী দেখিয়া ধোঁকায় পড়িও না। তুমি অন্যায়, পাপ এবং লোকের উপর অত্যাচার করার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছ। পাপ কুফরীর অগ্রদূত যেন রোগ মৃত্যুর পূর্বে। তওবাহ করা অবশ্য কর্তব্য মনে কর।

হে যুবক! তুমি কি দেখ না যে তওবাহ করার জন্যই আল্লাহ তোমাকে বিপদাপন্ন করেন। কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিতেছ না বরং পাপ করার জন্যই দৃঢ় সংকল্প করিয়া রহিয়াছ। এই যুগে যাহারা বিপদাপন্ন হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশেষ লোক ব্যতীত এই বিপদ তাহাদের জন্য নেয়ামত স্বরূপ না হইয়া আরও বিপদ ও শাস্তির কারণ স্বরূপই হয়। অবশ্য আল্লাহওয়ালাগণ বিপদাপন্ন হইলে তাহাদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর দেওয়া বিপদে ধৈর্যশীল থাকেন। কারণ, তাহারা যে তাহারই সন্ধানী।

তাহার জন্য এই সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করিলে তাহার রাজত্বও পূর্ণতা লাভ করে। এই সমস্ত কিছু পূর্ণতা প্রাপ্তি না হইলে তিনি মনে করেন যে তিনি ধ্বংসের পথে আছেন। হে আমার আল্লাহ! আমাদিগকে ধ্বংস করিও না। ইহকাল পরকালে আমরা তোমার নৈকট্য ও তোমার দর্শন প্রার্থী। আমরা যেন দুনিয়ায় তোমাকে আমাদের কলবের চোখে এবং পরকালে চর্ম চোখে দেখিতে পাই।

হে ভাইসব! আল্লাহর রহমত এবং মেহেরবানী হইতে নিরাশ হইও না। তিনি অতি নিকটবর্তী। নিরাশ হইও না। স্রষ্টা তো আল্লাহ। বিস্ময়কর নয় যে আল্লাহ ইহার পর কোন প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বিপদ দেখিয়া পলায়ন করিও না। বিপদে ধৈর্যধারণ করাই মঙ্গলের ভিত্তি। নবুয়ত, রেসালত, বেলায়েত, মারেফাত, এবং মুহব্বতের ভিত্তিই বিপদ। তাই বিপদে ধৈর্যাবলম্বন না করিলে তোমার ভিত্তিই থাকিবে না। আর ভিত্তি না থাকিলে তুমি কিসের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করিবে?

বিপদ দেখিয়া তুমি এইজন্য পলায়ন কর যে মারেফাত, বেলায়েত এবং আল্লাহর নৈকট্য তোমার কাম্য নয়। ধৈর্যের সাথে কাজ করিয়া যাও যেন তুমি তোমার কলব, বাতেন এবং রুহের সাথে আল্লাহর দরবারের দিকে অগ্রসর হইতে পার। আলেম, অলী এবং আবদাল নবীদের ওয়ারিশ। নবীগণ সওদাগর। ইহারা তাহাদের অগ্রিম আওয়াজদাতা। মোমেন বান্দা আল্লাহ ব্যতীত না কাহাকে ভয় করে আর না কাহারও নিকট কিছু পাওয়ার আশা করে। তাহাদের কলব এবং বাতেনে এক প্রকার বিশেষ শক্তি দান করা হইয়াছে। মুমিনের কলব আল্লাহ হইতে কেন এমন শক্তি লাভ করিবে না? তিনিই তাহাদিগকে তাহার নিকট সর্বক্ষণ থাকার পথ করিয়া দিয়াছেন।

তাই তাহাদের কলব তাহার নিকট এবং কাঠামো জিহ্বার উপর। আল্লাহতাআলা বলেন—অবশ্য তাহারা আমার নিকট সম্মানিত ও মনোনীত জন। তাহারা যুগের লোকদের মধ্যে নির্বাচিত। তাহাদের অভ্যন্তর মর্যাদাসম্পন্ন এবং বাহির আলোকোজ্জ্বল। তাই তাহারা সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র। আসক্তির বস্তু হইতে অনাসক্ত। তাহারা পিছনের দিক একবারও না তাকাইয়া

মোশাহাদার দরুন হয়, তবে ইহা নির্দোষ; বরং ইহাতে তাহার কলবের আমল দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

আর যদি ইহার বিপরীত হয়, তবে উহা শয়তানী যাহা তোমাকে গোমরাহ করিয়া ফেলিতেছে। ইহা নফসের কাজ যাহা তোমাকে জ্বালাতন করিতেছে। এই গোমরাহীর পরিচয় এই যে, ফরয আদায়ের সময় উদাসীন থাকিবে। আর যে শরীয়তের অনুসারী তাহাকে এলমে লাদুন্নী এবং গুপ্ত রহস্য দ্বারা মর্যাদাসম্পন্ন করা হয়।

এই সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে কি? প্রথমে দুনিয়ার সংস্রব পরিত্যাগ কর। তারপর আল্লাহর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়িয়া তোল। প্রথমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়িয়া তোল ইহার পর অন্যান্যকে সম্পর্কযুক্ত কর।

যাহারা লোভ-লালসা এবং অলসতার দোকানে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত তাহাদের জন্য পরিতাপ। এই অবস্থায় তোমার বাতেন মৃত্যুবরণ করে এবং কলব কালো হইয়া যায়।

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কলব মরিচা ধরিয়া যায়। কুরআন তেলাওয়াত সেই মরিচা দূর করে।

হে আল্লাহ! আমাদিগকে হেদায়াত কর এবং আমাদের দ্বারা অন্যকে হেদায়াত প্রাপ্ত কর। আমাদের প্রতি মেহেরবান হও। আমাদের জন্য অন্যকে মেহেরবানী কর। আমাদিগকে আরেফ কর। আমাদের দ্বারা অন্যকে আরেফ কর। আমি যেখানেই থাকি আমাকে বরকতবিশিষ্ট কর।

হে বৎস! প্রথমে জ্ঞানার্জন কর। তারপর কোন কাজে ক্ষিপ্রতা অবলম্বন কর। যে ব্যক্তি অজ্ঞতার সাথে ইবাদত-বন্দেগী করে তার আত্ম সংশোধন হওয়ার পরিবর্তে আত্ম নিগ্রহই বেশী হয়। তাই স্বীয় প্রভুর শরীয়তের প্রদীপ হাতে লও যেন শরীয়তের সাহায্যেই তুমি এলেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পার। উপকরণ পরিত্যাগ কর। ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে আলবেদা বল। যাহা তোমার জন্য নির্ধারিত আছে উহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা। কৃচ্ছতা অবলম্বন কর তারপর কষ্ট করিয়া বৈরাগ্য অর্জন কর। তারপর জোর জবরদস্তী করিয়া লোভ-লালসা পরিত্যাগ কর। সদ্ব্যবহার অর্জন কর। আল্লাহ ব্যতীত সকলকে পরিত্যাগ কর। তাহাকে ভয় কর যেন তোমার প্রদীপ নিবিয়া গিয়া চিরতরের জন্য অন্ধকার নামিয়া না আসে।

তুমি এই অবস্থায় উপনীত হইলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রদীপে তাঁহার সাহয্যরূপ তৈল দান করিবেন। তোমার জ্ঞানে নূর দান করিবেন। যে ব্যক্তি এলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ তাহাকে এমন এলম দান করেন যাহা তাহার পক্ষে অভাবনীয় ছিল।

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর সাথে একনিষ্ঠতার সাথে থাকে আল্লাহ তাআলা তাহার কলব হইত হেকমতের ঝর্ণা তাহার জিহ্বায় প্রবাহিত করিয়া দেন। তারপর সে হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় অগ্নি শিখা দেখতে পাইবে। হযরত মূসা (আঃ) তুর পর্বতে অগ্নি দেখিতে পাইয়া তাহার পরিবারবর্গকে বলিলেন, "তোমরা এখানে বিশ্রাম কর। আমি অগ্নি দেখিতেছি।"

প্রকৃত পক্ষে অগ্নির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-কে আহ্বান করিয়াছিলেন। অগ্নিকে তাহার নৈকট্য লাভের মাধ্যম করিয়াছিলেন। অগ্নিকে তাহার পথ প্রদর্শক করিয়াছিলেন।

তদ্রূপ আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা তাহার কলবের গাছ হইতে এক প্রকার অগ্নি দেখিতে পান। তখন তাহার নফস কামনা-বাসনা ও আসবাব-উপকরণকে বলেন, তোমরা এখানে থাক, আমি আগুন দেখিতেছি। বাতেন ও কলবকে সম্বোধন করিয়া বলিবে—আমি তোমার প্রভু! আমি-ই তো আল্লাহ। অতএব আমার ইবাদত-বন্দেগী কর অন্যের নিকট মাথানত করিও না। আমাকে চিনে এবং অন্যান্য সকলকে অপরিচিত করিয়া দাও। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া অন্যান্য

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রেরিত স্ত্রী স্বরূপ এই দুনিয়াকে যে গ্রাহ্য করে; যাহার সাথে নির্জন বাস না করে এবং আমরণ যে এই অবস্থায় থাকে সেই দুনিয়া তাহার ধর্মের কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না।

তাই খুব সতর্কতার সাথে কাজ কর যাহাতে তোমার কলব এবং বাতেন নিরাপদ থাকে। কলব ও বাতেন মিলিত হইয়া শাহী দরবারে গিয়া আরজ করে—হে মহান! আমাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আপনি কি এই চান যে আমাদিগকে আপনার নিকট হইতে দূরে রাখিয়া এবং আপনার দরবার হইতে তাড়াইয়া দিয়া আমাদের জীবনকে তিক্ততায় পরিপূর্ণ করিয়া দেন। আমরা তো আপনার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত এখান হইতে এক কদমও পিছনে হটিব না।

তখন বাদশাহ বলেন—তোমরা ভয় করিও না, আমি তোমাদের সাথে থাকিয়া তোমাদের হেফাজত করিব। তখন তাহারা নিরাপত্তা বাহিনী লইয়া এই দুনিয়ার দিকে ফিরিয়া আসে।

ওহে বিস্ময়াপন্ন মুরীদ! তোমার কর্তব্য তোমার কথাকে পবিত্র রাখা যেন উহাতে দেরহাম ও দীনারের চিন্তা না থাকে। কলব হইতে এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী বস্তুর মোহ দূর করিয়া আল্লাহর যিকর ও ফিকর, মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের অবস্থা কি হইবে উহা দ্বারা সেই শূন্য স্থান পূর্ণ কর। কলবকে ক্ষীণ আশার আধারে পরিণত কর। অর্থাৎ মনে কর তুমি তো মৃত্যু পথের যাত্রী। কেননা, ক্ষীণ আশা পোষণ করিলে আমল সুন্দর হয়। আর দীর্ঘ আশা লালন করিলে তোমার মন ও চিন্তা-ভাবনা মায়াবিনী পৃথিবীর পিছনে ধাবিত হইবে।

কম আশা পোষণকারী সব কিছু হইতে পৃথকতা অবলম্বন করে। প্রথমে যোহদের পোশাক পরিধান করে। তারপর ফানা এবং সর্বশেষে মৃত্যুর পোশাকে সজ্জিত হয়। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—তোমরা আমার ছয়টি বাক্য পলনের দায়িত্ব গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিব। মিথ্যা বলিবে না, আমানতের খেয়ানত করিবে না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে না, নামুহরেম রমণীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করিবে।

প্রিয় বৎস! তকদীরের ঘোড়ার পদতলে পড়িয়া যাও, যদিও তুমি পদদলিত হও। অথবা তোমার উপর দিয়া ঘোড়া চলিয়া যায়। কারণ যাহা খোদার পথে নষ্ট হয় খোদাই উহার প্রতিদান দিয়া থাকেন। যদি সেই ঘোড়া তোমার উপর দিয়া চলিয়া যায় তবে উহার সাথে সম্পৃক্ত থাক। তকদীরের তীরের নিশানায় পরিণত হইলে তোমার মনবাসনা পূর্ণ হইবে।

ওহে অসতর্কজন! আদব শিখ এবং সম্মুখে অগ্রসর হও। নূতন ভাবে কাজ আরম্ভ কর। পূর্বকৃত কার্যাবলীর প্রতি খেয়াল কর! আমার ওয়ায করার সময় অলস ভাবে ঘরে বসিয়া থাকা হইতে তওবাহ কর। বেলায়েত ও মর্যাদা এখানে পাওয়া যায়। তোমার উপার্জন পরিবারবর্গের জন্য, অন্তর আল্লাহর জন্য। কোন লোক শ্রম দ্বারা হালাল রুজী পায়, কেহ দোআ করা দ্বারা পায়, কেহ কোন প্রকার চাওয়া ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে পায়। আবার কেহ-বা হালাল রুজী অন্যের নিকট চাহিয়া পায়। এই অবস্থা মুজাহাদার সময় হয় কিন্তু সর্বক্ষণ থাকে না।

প্রথমাবস্থায় জীবিকা অর্জন করা সুন্নত। দ্বিতীয় অবস্থায় উপার্জন করা দুর্বলতা। তৃতীয়াবস্থায় তাওয়াক্কোল মর্যাদাসম্পন্ন। রিয়াযাত ও মুজাহাদার প্রয়োজনে ভিক্ষা করা যায়। কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালন বা দানশীলতা যাচাই করার জন্য লোকের নিকট হাত প্রসারিত করিয়া থাকেন। নিজের খাওয়ার জন্য নয়। এই বান্দার চাওয়া রাতের যাঞ্চাকারীর মত।

যেমন রাসূল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন—"রাতের যাঞ্চাকারীকে ফিরাইয়া দিও না। কেননা রাতের যাঞ্চাকারী এমনও হইতে পারে যে, সে না জিন না ইনসান (বরং ফেরেশতা

যাবতীয় কিছু তাহাকে সোপর্দ কর। আজ তুমি সৃষ্টির উপকার কর—কাল আল্লাহ তাহার রহমত দ্বারা তোমার উপকার করিবেন। তুমি পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়াল হও। আসমানের অধিবাসী তোমাকে দয়া করিবেন।

যতদিন তুমি তোমার নফসের সাথে থাকিবে ততদিন তুমি ঐ মর্যাদায় পৌছিতে পারিবে না। যতদিন তুমি নফসকে উহার আকাঙ্খিত বস্তু এবং অংশ দিতে থাকিবে ততদিন তুমি উহার আয়ত্তাধীন থাকিবে। উহার হক উহাকে পূর্ণভাবে দান কর এবং উহার অংশ পাওয়া হইতে উহাকে বিরত রাখ। উহার হক দান করা, উহাকে নিরাপদ রাখা এবং আকাঙ্খিত বস্তু দান করা উহাকে ধ্বংস করা। উহার হক হইল এতটা পরিমাণ পানাহারের বস্তু, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং থাকার মত গৃহ দান করা—যাহা না হইলেই নয়। আর অংশ হইল কামনা-বাসনার বস্তু দেওয়া। উহার হক ও শরীয়তের হাতে দাও এবং অংশকে তদবীর ও আল্লাহর এলমের উপর ছাড়িয়া দাও। উহাকে হালাল আহার্য দাও হারাম নয়।

শরীয়তের দ্বারে বস এবং একাগ্রতার সাথে তাহার খেদমত কর—মুক্তি লাভ করিবে। তুমি কি আল্লাহর নির্দেশ শ্রবণ কর নাই যে "রাসূল তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করেন উহা গ্রহন কর এবং যাহা করিতে নিষেধ করেন—উহা করা হইতে বিরত থাক।" অল্পে সন্তুষ্ট থাক এবং উহাতেই নফসকে সুদৃঢ় রাখ। অতঃপর যদি আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে আসে তখন তুমি নিজেই উহাতে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। অল্পে তুষ্ট থাকিলে তোমার নফস ধ্বংস হইবে না এবং উহার অদৃষ্টে যাহা কিছু আছে উহা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন—একটি ছাগ বাচ্চার যতটা প্রয়োজন একজন মোমেনের জন্য উহার বেশী প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এক মুঠি নিকৃষ্ট খেজুর এবং এক ঢোক পানি।

মোমেন সফরের সম্বল গ্রহণ করেন আর মুনাফিক মজা উড়ায়। মোমেন প্রয়োজন মোতাবেক গ্রহণ করেন। কেননা, তিনি পথিমধ্যে, তাঁবু পর্যন্ত পৌছেন নাই। তিনি অবগত আছেন তাহার প্রয়োজনের যাবতীয় কিছু তাঁবুতে বিদ্যমান। মুনাফিকের না আছে শেষ মনযিল, আর না আছে কোন উদ্দেশ্য। দিনের পর দিন তোমার অলসতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অযথা তুমি তোমার আয়ু নষ্ট করিতেছ। আমি দেখিতেছি পার্থিব কোন ব্যাপারে তোমার অলসতা নাই। অথচ ধর্মের ব্যাপারে তুমি নজীর বিহীন অলস।

তুমি উহার উল্টা কাজ কর সঠিক পথের সন্ধান পাইবে। দুনিয়া কাহারও নিকট থাকে নাই তোমার নিকটও থাকিবে না।

হে ভাইসব! তোমরা চিরকাল পৃথিবীতে থাকিবে—এই মর্মে আল্লাহ কি তোমাদিগকে কোন সনদ দান করিয়াছেন? তোমাদের দূরদর্শিতা কত ক্ষীণ। যে ব্যক্তি স্বীয় পরকালকে বিনষ্ট করিয়া অন্যের দুনিয়া আবাদ করে, সে তাহার ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া অন্যের জন্য দুনিয়া সঞ্চয় করে, নিজের ও আল্লাহর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে, নিজের সমতুল্য সৃষ্টির বিধানার্থে আল্লাহর ক্রোধকে ডাকিয়া আনে। যদি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে অতি সত্তরই সে মৃত্যুবরণ করিয়া আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং তাহার যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে তবে সে বহু খারাপ কাজ করা হইতে বিরত থাকিবে।

লোকমান হাকীম তাহার পুত্রকে বলিতেন—বৎস! তুমি যেভাবে রোগাক্রান্ত হও অথচ জান না কিভাবে রোগাক্রান্ত হইলে তখনই মৃত্যুবরণ করিবে, অথচ জানিবে না কিভাবে মৃত্যু আসিল।

আমি তোমাদিগকে ভয় দেখাই, নিষেধ করি। কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর না ওহে ভাল কাজ হইতে পৃষ্ট প্রদর্শক এবং দুনিয়াসক্ত। অতি শীঘ্রই দুনিয়া তোমাকে আক্রমণ

করতঃ শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিবে। তুমি দুনিয়ায় যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছ উহা শত্রুরূপে তোমার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে।

প্রিয় বৎস! সহনশীল হও এবং খারাপ কিছু না করার স্বভাব অর্জন কর। কথার অনেক ভাই বোন আছে। কোন ব্যক্তি তোমাকে কোন প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর দেওয়ায় উহার ভাই বোন আসিয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে কথার পর কথা বাড়িতে থাকে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে কথার কাটাকাটি হইয়া বিরাট ঝগড়া ফাসাদের সৃষ্টি হয়। প্রথম কথায় শেষ হইলে আর এতটা হয় না। বহুত কম সংখ্যক লোকই এমন যাহাদিগকে লোকজনকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্য সামর্থ্য দান করা হয়। লোক যদি তাহাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে উহা তাহাদের জন্য প্রমাণ স্বরূপ হইয়া থাকিবে। মোমেনদের জন্য নেয়ামত এবং আল্লাহর শত্রু মুনাফিকদের জন্য হালাকাত ও শাস্তি।

হে আল্লাহ! আমাদিগকে তওহীদের আতর দ্বারা সুগন্ধিময় কর! তোমা ব্যতীত যাবতীয় কিছু হইতে ফানা হইয়া যাওয়ার-ধুনী দাও। ওহে তওহীদবাদী। ওহে মুশরিক। সৃষ্টির আয়ত্তে কোন কিছুই নাই। বাদশাহ, গোলাম, ধনী এবং ফকীর সকলেই সমান, সকলেই তকদীরের হাতে বন্দী। সকলের কথাই তাহার আয়ত্তে—যেমন ইচ্ছা তেমন ওলট-পালট করেন। তাহার ন্যায় কোন কিছুই নাই। তিনি সকল কিছুর দ্রষ্টা এবং শ্রোতা।

তুমি তোমার নফসকে মোটা তাজা করিও না। যদি কর তবে উহাই তোমাকে খাইয়া ফেলিবে। যেমন কেহ শিকারী কুকুরকে লালন-পালন করিয়া মোটা করে। একা পাইলে অবশ্য মালিককে আক্রমণ করে। নফসের রশি ঢিলা দিও না। উহার ছুরিকে ধার দিতে দিও না। অন্যথায় উহাই তোমার গলা কাটিয়া ফেলিবে। উহার কামনা-বাসনা পূর্ণ করিতে দিও না। হে আল্লাহ! নফসের বিরোধিতা করায় আমাদিগকে সাহায্য কর। আমাদের ইহকাল পরকাল সৌন্দর্যময় কর এবং দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি দান কর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ মজলিস নম্বর-উনিশ ॥

[৫৪৫ হিজরী ঃ ১৮ যিলকদ, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা, মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ]

প্রসঙ্গ ঃ আল্লাহকে ভয় করা

মহান আল্লাহ যদি দোযখ ও জান্নাত সৃষ্টি না করিতেন তথাপি তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যাহাকে ভয় করিতে হইত এবং যাহার নিকট আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হইত। সুতরাং তাহার ভয় বা শান্তি না থাকিলেও তাহার সন্ধানী হও। তাহার আদেশ নিষেধ পালন এবং তাহার ব্যবস্থাপনায় ধৈর্যাবলম্বন করাই তাহার অনুগত হওয়া। তাহার দরবারে কান্নাকাটি কর এবং চর্ম চোখ ও কলবের চোখ দ্বারা অশ্রু প্রবাহিত কর। ক্রন্দন করাই ইবাদত। কেননা, উহা চরম অসহায়ের কাকুতি মিনতি।

ওহে শ্রোতৃবৃন্দ! যখন তুমি তওবাহ করিবে, সৎ নিয়তে করিবে এবং পছন্দনীয় আমল করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে তখন আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিবেন এবং বিপদগ্রস্তদের পৃষ্ঠপোষক করিবেন। কারণ, সেখানে তিনি ব্যতীত আর কেহই নাই, যিনি তাহার অনুগতদের প্রতি দয়া প্রদর্শন